উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

৩০ কার্তিক ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 16 November 2024 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 177 JAL

ওয়ান্ডারার্সে ওয়ান্ডার শো

চোদ্দোর পাতায়

হেরে রেফারিকে দুষলেন মেসিরা

তেরোর পাতায়

চামুর্চি হয়ে সামসী ট্রেন

ভারত-ভুটান রেল প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : আলিপুরদুয়ারের পর এবার জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্সে দ্বিতীয় পর্যায়ে ভারত-ভুটান রেলপথ চালু করার সমীক্ষা খুব শীঘ্রই শুরু হচ্ছে। জেলার বানারহাট থেকে পার্শ্ববর্তী সামসী ভুটান পর্যন্ত রেললাইন পাততে চা বাগানের জমি অধিগ্রহণ করা হবে। বানারহাট থেকে সামসী ভুটানের আগে পর্যন্ত ১৬ কিমি রেললাইন পাতা হবে। চলতি সপ্তাহে জলপাইগুড়ি জেলা ভূমি ও ভূমি অধিগ্রহণ দপ্তরে ডুয়ার্সের কয়েকটি চা বাগানের মালিক ও রেলের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়। রেলের ইঞ্জিনিয়াররা ডুয়ার্সের দেবপাড়া চা বাগান পরিদর্শন করেন।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ভুটানের পরিকাঠামো ও পরিবহণমন্ত্রকের সঙ্গে চুক্তি করে ভারতীয় রেল এই লাইন পাতার পরিকল্পনা নিয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্সের ভুটান সীমান্তবর্তী

নয়া উদ্যোগ

- বানারহাট থেকে সামসী ভুটান পর্যন্ত ১৬ কিমি লাইন পাতা হবে
- ভুটান সীমান্তের চামুর্চিতে ভারতের শেষ স্টেশন
- আমবাড়ি, ডায়না, রেডব্যাংক, সুরেন্দ্রনগর, ধরণীপুর এবং দেবপাড়া চা বাগান হয়ে ট্রেন যাবে ভুটানে
- জমি অধিগ্রহণে জেলা প্রশাসন-রেল-চা মালিকদের বৈঠক

এলাকায় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে রেললাইন পাতার কাজ করার জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রথম ধাপের প্রক্রিয়া হিসেবে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে।

প্রশাসনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, জেলার বানারহাট ব্লকের ভুটান সীমান্তের চামুর্চি চা বাগানে ভারতের শেষ রেলস্টেশন হবে। তারপর ধাপে ধাপে আমবাড়ি, ডায়না, রেডব্যাংক, সুরেন্দ্রনগর, ধরণীপুর এবং দেবপাড়া চা বাগানের জমির উপর দিয়ে রেললাইন পাতা হবে। বানারহাট থেকে চামুর্চি পর্যন্ত ১৬ কিলোমিটার রেললাইন পাতার পর সেই রেলপথ সামসী ভুটানে ঢুকে যাবে।

চলতি সপ্তাহে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকের পর রেলের ইঞ্জিনিয়াররা দেবপাড়া চা বাগান সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। দেবপাড়া চা বাগানের মালিক শুভঙ্কর মিত্তাল বলেন, 'ভারতের সঙ্গে ভুটানের রেলপথে সংযোগ হলে চা রপ্তানিতেও সুবিধা মিলবে। আমরাও ভারত-ভুটান রেলপথের উন্নতিতে সহযোগিতা করতে রাজি। কিন্তু চা শিল্পের অবস্থা এখন ভালো জায়গায় নেই। শ্রমিকদের উপরেই চা শিল্প দাঁড়িয়ে রয়েছে। অনেক নতুন চা গাছ রোপণ করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণে যদি নতুন প্ল্যান্টেশন চলে যায়, চা বাগানের বড় অংশের জমি দিতে হয় তাহলে শিল্পে প্রভাব পড়বে। জমি সরকারের থেকে লিজে নেওয়া হলেও সেই জমির উপর

এরপর দশের পাতায়

আন্তঃরাজ্য চক্র

মালদা ও ইসলামপুরে গ্রেপ্তার আরও ২, রাজ্যে ১১

নিউজ ব্যুরো

১৫ নভেম্বর : ট্যাব দুর্নীতি নিয়ে এখন ঝড় বইছে বাংলায়। রোজই প্রায় কেউ না কেউ গ্রেপ্তার হচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। গ্রেপ্তারের সংখ্যা অবশ্য উত্তরবঙ্গে বেশি। প্রাথমিক তদন্তের পর শুক্রবার পুলিশ অবশ্য জানিয়ে দিল, উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া এই কেলেঙ্কারির উৎসস্থল হলেও এতে জড়িত রয়েছে আন্তঃরাজ্য চক্র। যে চক্রের জাল বিস্তৃত রাজস্থান, মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডে। প্রথম দুটি রাজ্যে এখন বিজেপির শাসন।

এই দুর্নীতি নিয়ে শুক্রবার প্রথম বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেল। চারদিনের পাহাড় সফর শেষ করে কলকাতা ফেরার পথে বাগডোগরা বিমানবন্দরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'জালিয়াতরা মহারাষ্ট্রকে হাইজ্যাক করেছে, রাজস্থানে হাইজ্যাক করেছে। সব রাজ্যেই হাইজ্যাক করেছে। তবে ধরতে পেরেছি আমরাই। আমরাই গ্রুপটাকে ধরেছি। আমাদের প্রশাসন যথেষ্ট স্ট্রং, রাফ অ্যান্ড টাফ।'

মুখ্যমন্ত্রী এ কথা বলার খানিক পরে কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে পুলিশের এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার জানান, কলকাতার পড়ুয়াদের যে বরাদ্দ টাকা পাচার হয়েছে, তার ৮০ শতাংশ তোলা হয়েছে উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া এলাকায়। তদন্তে দেখা গিয়েছে, যে কম্পিউটারের সাহায্যে জালিয়াতি করা হয়েছে, তার আইপি অ্যাড্রেস উত্তর দিনাজপুরের।

এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) জানান, ট্যাব কেলেঙ্কারিতে শুক্রবার পর্যন্ত গোটা রাজ্যে ৯৩টি মামলায় ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুক্রবার মালদার বৈষ্ণবনগরে ও ইসলামপুরে আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বৈষ্ণবনগরে ধৃত সুব্রত বসাকের বাড়িতে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র আছে। ওই বাড়িতে প্রায় তিন ঘণ্টা তল্লাশিতে ল্যাপটপ ও বেশ কিছু নথি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। ইসলামপুরের গুঞ্জরিয়া থেকে মহম্মদ আলম মুস্তাকিনকে গ্রেপ্তার করে গরুবাথান থানার পুলিশ।

রাজ্যে যে ১১ জন গ্রেপ্তার হয়েছে, তাদের ৬ জনই চোপড়ার। সর্বশেষ ধৃত নুর আলমকে ইসলামপুর মহকুমা আদালত দু'দিনের ট্রানজিট রিমান্ডে দিয়েছে। এডিজি'র (দক্ষিণবঙ্গ) দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার পর্যন্ত রাজ্যের ১,৯১১ জন পড়ুয়ার ট্যাবের বরাদ্দ হাপিস হয়েছে। ভিনরাজ্যে তদন্তের জন্য জয়েন্ট ইনভেস্টিগেশন 'মনিটরিং টিম' মহারাষ্ট্র, রাজস্থান ও ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। এই টিমে আছেন এডিজি সিআইডি, এডিজি সাইবার, ডিআইজি সাইবার ও ডিআইজি সিআইডি অপারেশনস।

মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন, 'যাদের টাকা গায়েব হয়েছে, তাদের প্রত্যেককে টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হবে।' বাগডোগরায় শুক্রবার তিনি বলেন, 'প্রশাসনের কাজ প্রশাসনকে করতে দেওয়া উচিত। এটা মিডিয়ার ট্রায়ালের বিষয় নয়।' এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) জানিয়েছেন, এই প্রতারণায় ডেটা এন্ট্রি কে করেছেন, থার্ড পার্টি বা বাইরের কোনও এজেন্সি আছে কি না, তা জানতে তদন্ত চলছে। বিকাশ ভবনে শিক্ষা দপ্তরের কর্মীদেরও এতে জড়িত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যে শিক্ষা দপ্তরে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ।

কলকাতা ফেরার পথে বাগডোগরা বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রী।

কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ সাসপেন্ড

জলপাইগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : কলেজের তহবিলের আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে আনন্দ চন্দ্র কলেজের (কমার্স) অধ্যক্ষ সিদ্ধার্থ সরকারকে সাসপেন্ড করল কলেজ পরিচালন সমিতি। চলতি মাসের ১৩ তারিখ পরিচালন সমিতির সভাপতি আইনজীবী দেবাশিস দত্ত অধ্যক্ষকে লিখিতভাবে সাসপেনশনের বিষয়টি জানিয়েছেন।

ইতিপূর্বে এই অভিযোগে অধ্যক্ষকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠিয়েছিল পরিচালন সমিতি। সেই নির্দেশিকার ভিত্তিতে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন অধ্যক্ষ। আদালত তার রায়ে জানিয়ে দেয়, কলেজের নিয়মতন্ত্র অনুযায়ী কাউকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো যায় না। কোনও কর্মী বা আধিকারিকের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকলে তাতে কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারে। আদালতের রায়ের পরেই পরিচালন সমিতি

> পরিচালন সমিতি সিদ্ধান্ত নেয় তাঁকে সাসপেন্ড করার। সেইমতো ই-মেল এবং রেজিস্ট্রি পোস্টে সাসপেনশন সংক্রান্ত চিঠি পাঠানো হয়েছে।
>
> **দেবাশিস দত্ত** *সভাপতি, পরিচালন সমিতি*

অধ্যক্ষকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেয়। যদিও সিদ্ধার্থ দাবি করেছেন, তিনি সাসপেন্ড সংক্রান্ত কোনও চিঠি পাননি। তিনি বলেন, 'আদালতের রায়ের পর আমি কলেজে যাচ্ছি। অ্যাটেনড্যান্স রেজিস্টারে স্বাক্ষর করছি। কিন্তু আমার ঘর তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছে। তাই আমি ঘরে ঢুকতে পারছি না। কাউকে সাসপেন্ড করতে হলে পরিচালন সমিতির বৈঠক ডাকতে হয়। আমি নিজে পরিচালন সমিতির সম্পাদক। আমি জানি না, এই সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও বৈঠক হয়েছে কি না। কেউ ইচ্ছে

> কেউ ইচ্ছে করলেই কাউকে সাসপেন্ড করতে পারে না। এর জন্য নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম রয়েছে।
>
> **সিদ্ধার্থ সরকার** *অধ্যক্ষ*

করলেই কাউকে সাসপেন্ড করতে পারে না। এর জন্য নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম রয়েছে।'

আনন্দ চন্দ্র কলেজের (কমার্স) পরিচালন সমিতির সভাপতি আইনজীবী দেবাশিস দত্ত বলেন, 'অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। তাঁকে এর আগে শোকজ করা হয়। কিন্তু তিনি যে উত্তর দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট হয়নি পরিচালন সমিতি। আমরা একবার কলেজের হিসেবপত্র অডিট করে দেখতে চাই। কারণ কত টাকার আর্থিক অনিয়ম রয়েছে তা আমাদের কাছেও স্পষ্ট নয়। সেই কারণে অধ্যক্ষকে এর আগে বাধ্যতামূলক ছুটিতে থাকার জন্য চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছিল। তারপর উনি আদালতে মামলা করেন। আদালতের রায়ের পর পরিচালন সমিতি সিদ্ধান্ত নেয় তাঁকে সাসপেন্ড করার। সেইমতো ই-মেল এবং রেজিস্ট্রি পোস্টে সাসপেনশন সংক্রান্ত চিঠি পাঠানো হয়েছে। উনি যদি সেটা গ্রহণ না করেন সেটা ওঁর বিষয়।' পরিচালন সমিতির সভাপতি জানিয়েছেন, কলেজ কর্তৃপক্ষ শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেখানে একজনকে দায়িত্ব দেওয়া হবে অধ্যক্ষের সঙ্গে প্রয়োজন অনুযায়ী যোগাযোগ করার জন্য।

কলেজ সূত্রে খবর, ২০১৬ সালে নভেম্বর মাসের শুরুতে অধ্যক্ষ

এরপর দশের পাতায়

একনজরে

কলকাতা বইমেলা

২০২৫ কলকাতা বইমেলায় থাকছে না বাংলাদেশের স্টল। এবছর ৪৮তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা ২৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে। চলবে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এবছরের থিম দেশ জার্মানি।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

ভোটের জমি পতিত আছে, চাষ জানে না পদ্মের কৃষক

গৌতম সরকার

উপনির্বাচনের ফল প্রকাশের অপেক্ষা। তারপর নাকি চা বাগানের জমি পুনরুদ্ধারে ঝাঁপিয়ে পড়বে বিজেপি। এমনটাই দাবি দলের আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গার। তিনি দলের শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। মাদারিহাটের প্রাক্তন বিধায়কও বটে। যাঁর সৌজন্যে মাদারিহাটকে বিজেপির গড় বলা হয়। ২০১৬-র ভোটে রাজ্যে তিনটি কেন্দ্র পদ্মের ঝুলিতে গিয়েছিল। মাদারিহাট সেই তিনের এক। সেই মাদারিহাটের উপনির্বাচনে সব বুথে পোলিং এজেন্ট দিতে পারল না বিজেপি।

কারণ, চা বাগানে আর 'অল ইজ নট ওয়েল।' তাই পাঁজি-পুঁথি দেখে আবার চা শ্রমিকদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার স্বগতোক্তি করছেন মনোজ। স্বগতোক্তি শব্দটা বললাম সচেতনভাবেই। আলিপুরদুয়ারের সাংসদের ভাবনাটা দলের অন্য নেতা-কর্মীদের উপলব্ধিতে আছে কি না সন্দেহ। ক'দিন আগে এক বিজেপি বিধায়ক কথায় কথায় বলেছিলেন, 'আমাদের দলে আন্দোলন বা সংগঠন বলতে সবাই বোঝে ফেসবুকে ফাটিয়ে দেওয়া।'

মাঠে নেমে ঘাম ঝরিয়ে কাজ করার ইচ্ছা বা প্রয়োজন বোঝায় সত্যিই অনেক খামতি বিজেপিতে। মনে পড়ে গেল, বামফ্রন্ট জমানায় আলিপুরদুয়ারের এক তৃণমূল নেতার কথা। তিনি প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে দলের সৈনিক।

এরপর দশের পাতায়

ডুকপা ঐতিহ্যের উৎসব শুরু বক্সায়

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৫ নভেম্বর : প্রথমবার বক্সা পাহাড়ে ডুকপা লিভিং হেরিটেজ ফেস্টিভালের আয়োজন হচ্ছে। শুক্রবার লামাপুজোর মাধ্যমে সেটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আগে ডুকপা জনজাতির মানুষকে এই পুজো করতে দেখা যায়। এদিন বক্সা ফোর্টের পাশের মাঠে পুজোর আয়োজন করা হয়। উৎসবের প্রথম দিন পাহাড়ের বক্সা ফোর্ট, সদর বাজার, তাশিগাঁও, লেপচাখা, আদমা ও চুনাভাটির মতো বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা শামিল হন। অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা তথা রাজ্য সরকারের ইকো টুরিজমের রাজ্য উপদেষ্টা রাজ বসু বলেন, 'প্রথম দিন বিশেষ অনুষ্ঠান রাখা হয়নি। উৎসবের একটা আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। আগামী দু'দিন বিভিন্ন অনুষ্ঠান থাকছে।'

অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজম সংগঠনের সহযোগিতায় স্থানীয়রা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এদিন সকালে উৎসবের স্টল তৈরির শেষ পর্যায়ের কাজ হয়। উদ্বোধনে ভুটানের ডুকপা জনজাতির বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন। কয়েকদিন থেকে তাঁদের অনেকে বক্সা ফোর্টের বাসিন্দাদের সঙ্গে তাঁদের সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

এদিন ওই অতিথিদের স্বাগত জানানো হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডুকপা জনজাতির বিভিন্ন নাচ-গানের অনুষ্ঠান দেখা যায়। মূল অনুষ্ঠান বক্সা ফোর্ট মাঠে হলেও রাত কাটানোর জন্য বিকেলে সবাই লেপচাখায় ফিরে যান।

শনিবার খুরু (ডার্ট) টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া রান্নার প্রতিযোগিতা থাকছে। যেখানে ডুকপা জনজাতির নিজস্ব রান্নার প্রতিযোগিতা হবে। বিকেলে আবার ডুকপা জনজাতির শিশুদের ফ্যাশন শো হবে। সেখানে বাচ্চারা নিজেদের সংস্কৃতির পোশাক পরে অংশ নেবে। তৃতীয় দিন আর্চারি প্রতিযোগিতা সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রয়েছে। তিনদিনের উৎসব ঘিরে বক্সা পাহাড়ে এখন সাজোসাজো রব। কীভাবে অনুষ্ঠান সফল করা যায় সেটা নিয়ে উদ্যোক্তারা চিন্তিত। তবে বক্সা পাহাড়ের সাধারণ বাসিন্দারা এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আগ্রহী। উৎসবের অন্যতম উদ্যোক্তা লাল সিং ভুজেলের কথায়, 'এদিনের উৎসবে শামিল হতে বেশ কয়েকজন পর্যটক এসেছেন। শনিবারও কয়েকজন পর্যটক এই উৎসবে উপস্থিত থাকবেন।'

বক্সা ফোর্টের পাশে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন। শুক্রবার।

> প্রথম দিন বিশেষ অনুষ্ঠান রাখা হয়নি। উৎসবের একটা আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। আগামী দু'দিন বিভিন্ন অনুষ্ঠান থাকছে।
>
> **রাজ বসু**
> *ইকো টুরিজমের রাজ্য উপদেষ্টা*

বাতাবাড়িতে ভান্ডানিপুজো

চালসা, ১৫ নভেম্বর : প্রতিবছরের মতো এবছরও মেটেলি ব্লকের বাতাবাড়ির চুপরিপাড়ায় ভান্ডানিপুজোর আয়োজন করা হয়েছে। শুক্রবার পুজোকে কেন্দ্র করে মন্দিরের সামনে বড় মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছিল। সেইসঙ্গে ঢাকের ব্যবস্থা ছিল। পুজোটি এলাকায় পুরোনো ভান্ডানি নামে পরিচিত।

দুর্গাপুজোর পর একাদশী তিথিতে ভান্ডানিপুজো হলেও এখানে রাসপূর্ণিমা তিথিতে ভান্ডানিপুজো হয়। পুজোয় এলাকার মহিলারাও শামিল হন। এখানে দেবী ভান্ডানির বাহন হল সিংহ। মা ভান্ডানি ছাড়াও কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও মহাকালের পুজো হয়। প্রতিবছর পুরোনো প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে মন্দিরে নতুন প্রতিমা স্থাপিত হয়। ১৯৬২ সাল থেকে এখানে রাসপূর্ণিমায় দেবী ভান্ডানি পূজিত হয়ে আসছেন। পুজো কমিটির উপদেষ্টা ভগীরথ রায়, হরিকিশোর রায়রা জানান, পুজোকে কেন্দ্র করে পালাগানের আসর ও বড় মেলা বসে। এই পুজোয় জাতিধর্মনির্বিশেষে অনেক মানুষের সমাগম হয়। এদিন পুজো দিতে সকাল থেকে মন্দিরে প্রচুর মানুষের ভিড় জমে।

অ্যাফিডেভিট

By Siliguri Notary Public affidavit dated 05-11-2024 Priya Thapa's father B B Thapa as Bam Bahadur Thapa and her mother Gyani Thapa as Gayani are known as same person. (C/113303)

DL No. WB7120110848804 এ নাম ভুল থাকায় জলপাইগুড়ি EM কোর্ট-এ অ্যাফিডেভিট বলে Sankar Sarkar করা হল। (C/112866)

কর্মখালি

Need Experience Male (35-40 yrs.) Law Clerk/Legal Matters serious responsible with Computer Excel/MS/Office. Salary negotiable, Siliguri. Mail CV with photo : btpboffice1986@gmail.com (C/113409)

উত্তরবঙ্গে India Gate Basmati Rice কোম্পানিতে Sales Officer নিয়োগ করা হবে। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। যোগাযোগ : 9635951831, 9083257036. (C/113380)

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont. M-9647610774. (C/113408)

শিলিগুড়িতে ফ্যামেলি কার ড্রাইভার ও বাড়ির কাজের মহিলা চাই। থাকতে হবে। মোট বেতন : 20,000/-, 7797712353. (C/113411)

অভিনয়

(তুই শুধু মোর) রাজবংশী সিনেমাতে বাংলা সেলিব্রিটিদের সঙ্গে অভিনয় এর জন্য নতুন মুখ চাই। Mob-7980218174. (M-112548)

দিনহাটা স্টেশনে জেনারেল মাইনর ইউনিটে ক্যাটারিং এবং ভেন্ডিং ইউনিট

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে দিনহাটা স্টেশনের জেনারেল মাইনর ইউনিটে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য "ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা" (চায়ের স্টল) -এর জন্য খাদ্য এবং ক্যাটারিং পরিষেবা প্রদানকারীদের থেকে প্রতিযোগিতামূলক, একক পর্যায়ে দুই-প্যাকেট সিস্টেম ই-নিলাম। টেন্ডার নথিটি ১২-১১-২০২৪ থেকে তৈরি করা হয়েছে অনলাইন পেমেন্ট মোডের মাধ্যমে আইআরইপিএস পোর্টালে, টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় ০৩-১২-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত।

ক্রম নং	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না মূল্য
১	সি-সিডি-টিএস-১-ডিএইচএইচ-পিএফ-২	₹ ৬৫,৪০০/-	₹ ৬,৯০০/-
২	সি-সিডি-টিএস-৩-ডিএইচএইচ-পিএফ-১	₹ ৬৮,৪০০/-	₹ ৭,২০০/-
৩	সি-সিডি-টিএস-৪-ডিএইচএইচ-পিএফ-১	₹ ৬৮,৪০০/-	₹ ৭,২০০/-
৪	সি-সিডি-টিএস-৩-ডিএইচএইচ-পিএফ-২	₹ ৬৫,৪০০/-	₹ ৬,৯০০/-

নিলাম খোলার তারিখ ও সময় : ০৩-১২-২০২৪ তারিখে ১৬:০০ ঘণ্টা। দ্রষ্টব্য: সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী/দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এর ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

এসি বাস ভাড়া দেবে এনবিএসটিসি

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৫ নভেম্বর : বিয়েবাড়ি, পিকনিক বা অন্য কোনও অনুষ্ঠানে এবার থেকে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি) বাতানুকূল বাস ভাড়া দেবে। এজন্য প্রাথমিকভাবে দুটি এসি বাসকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সংস্থা সূত্রে খবর, কয়েকটি এসি বাস খানিকটা পুরোনো হয়ে গিয়েছে। সেকারণে দূরবর্তী রুটে এই বাসগুলি চালাতে কিছুটা সমস্যা হচ্ছিল। তাই সেই বাসগুলোর পরিবর্তে কয়েকটি নতুন রকেট বাস কোচবিহার-কলকাতা এবং শিলিগুড়ি-কলকাতা রুটে চালানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। যে এসি বাসগুলো পুরোনো হওয়ায় এখন চালানো হচ্ছে না সেগুলি শীঘ্রই মেরামত করে ভাড়া দেওয়া হবে বলে সংস্থাটি জানিয়েছে। কিলোমিটার প্রতি মাত্র ৫৪ টাকার বিনিময়ে যে কেউ এই এসি বাস আবেদনের ভিত্তিতে ভাড়া নিতে পারবেন। সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'বিয়েবাড়ি বা কোনও অনুষ্ঠানের জন্য সংস্থার বাস আগে থেকেই ভাড়া দেওয়া হত। কিন্তু এসি বাস এতদিন ভাড়া দেওয়া হয়নি। বিয়েবাড়ি বা অন্য অনুষ্ঠানগুলিতে এসি বাসের চাহিদা থাকে। মানুষের চাহিদার কথা ভেবে এবার থেকে এসি বাস ভাড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

কয়েকটি রকেট বাস বেশ পুরোনো হয়ে যাওয়ায় সেগুলি পালটানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পুরোনো বাসের মধ্যে দুটি এক্সক্লুসিভ এসি রকেট মেরামত করে বিয়েবাড়ি কিংবা অন্য কোনও অনুষ্ঠানে ভাড়া দেওয়া হবে। আবার পুরোনো দু'-তিনটি রকেটকে আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি থেকে চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

দূরবর্তী রুটের জন্য প্রথম ধাপে বাতানুকূল এবং সাধারণ বাস মিলিয়ে মোট পাঁচটি রকেট বাস চালানো শুরু হয়েছে। সম্প্রতি আরও তিনটি রকেট বাস আনা হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি সেই বাসগুলি রাস্তায় নামানো হবে। পরের ধাপে আরও চারটি রকেট নিয়ে আসা হবে। নতুন এসি রকেটের টিকিট সংস্থার কার্যালয়ের পাশাপাশি যাত্রীরা অনলাইনে কাটার সুযোগ পাবেন। সংস্থার এই উদ্যোগকে সাধারণ মানুষ সাধুবাদ জানিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে শহরের বাসিন্দা তরুণ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'এতদিন বিয়েবাড়ি কিংবা অনুষ্ঠানের জন্য সংস্থার সাধারণ বাস ভাড়া নেওয়া যেত। এবার থেকে বাতানুকূল বাস ভাড়ার সুযোগ পাওয়ায় অনেকটা সুবিধা হবে। সংস্থার উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।'

নিয়ম-কানুন

- কিলোমিটার প্রতি মাত্র ৫৪ টাকার বিনিময়ে এসি বাস ভাড়া মিলবে
- আবেদনের ভিত্তিতে বাস ভাড়া নিতে পারবেন যে কেউ
- আপাতত দুটি এসি বাস ভাড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে
- বাসগুলি ভাড়া দেওয়ার উদ্যোগ এনবিএসটিসির

জ্যোতিষ

বাস্তু ও জ্যোতিষবিদ শ্রী প্রশান্ত আচার্য্য। যে কোনও সমস্যা সমাধানে সিদ্ধহস্ত। প্রেম, ব্যবসা, মামলা। 16/11 শিলিগুড়ি। 8145448077. (C/113409)

আজ টিভিতে

বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী রূপে ময়না এবং রোদ্দুর আশ্রয় নেয় একটি কুটিরে। ওরা কি পারবে ছদ্মবেশে রাজারামের থেকে পালিয়ে বাঁচতে? **পুবের ময়না** – সোম থেকে রবি বিকেল ৫.৩০ **জি বাংলায়**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৩.৩০ অমর সঙ্গী, ৪.০০ রান্নাঘর, ৪.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৫.৩০ পুবের ময়না, সন্ধ্যা ৬.০০ নিমফুলের মধু, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, রাত ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণ, ৭.০০ প্রেরণা -আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০ শিবশক্তি (রিপিট), রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি

গুড মর্নিং আকাশে গান শোনাবেন রেজওয়ানা বন্যা চৌধুরী। সকাল ৭ **আকাশ আটে**

আকাশ আট : দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময় - বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ দেবী, বিকেল ৪.৫০ শেষ বিচার, রাত ৮.০৫ সংগ্রাম, রাত ১১.২০ টাইগার

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ মায়া মমতা, দুপুর ২.৩০ হাঁদা অ্যান্ড ভোঁদা, বিকেল ৫.০০ অজানা পথ, রাত ৮.০০ বৌমার বনবাস, রাত ১১.০০ বসন্ত বিলাপ

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ জামাই রাজা, দুপুর ১.০০ বাদশা- দ্য ডন, বিকেল ৪.০০ দাদাঠাকুর, সন্ধ্যা ৭.০০ জোশ, রাত ১০.০০ রিফিউজি

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রেমের কাহিনী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ শঙ্খচূড়

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মন যাকে চাই, সন্ধ্যা ৭.৩০ হাসিখুশি ক্লাব

কাকুড়া বিকেল ৪.৪০ **জি সিনেমায়**

বাদশা -দ্য ডন দুপুর ১ **কালার্স বাংলা সিনেমায়**

অ্যাকোয়াম্যান অ্যান্ড দ্য লস্ট কিংডম দুপুর ১.০৯ **স্টার মুভিজে**

নাটক প্রতিযোগিতায় তৃতীয় পুরস্কার

নৃত্যে রাজ্যে সেরা জলপাইগুড়ির কন্যা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৫ নভেম্বর : সমগ্র শিক্ষা মিশন আয়োজিত রাজ্য কলা উৎসবে নাচে প্রথম হয়ে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় সুযোগ পেল জলপাইগুড়ির রূপমৌলি শিকদার। শহরের হোলি চাইল্ড স্কুলের নবম শ্রেণির ওই ছাত্রী শুক্রবার কলকাতার সল্টলেকে ইস্টার্ন জোনাল কালচারাল সেন্টারে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় একক নৃত্যের ইভেন্টে সেরার খেতাব পায়। রূপমৌলির কথায়, 'জাতীয় স্তরের মঞ্চেও জেলার মান রাখার চেষ্টায় কোনও খামতি রাখতে চাই না।'

অন্যদিকে, একই প্রতিযোগিতায় নাটক বিভাগে অংশ নিয়েছিল অরবিন্দ মাধ্যমিক (উচ্চতর) বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির পাঁচ পড়ুয়া। তাদের অভিনীত 'অন্য রঙের ফুল' নাটকটি তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের বাস্তব সমানাধিকারের কথা তুলে ধরা ওই নাটকটির থিম এর আগেই প্রশংসা কুড়িয়েছিল। এবার কলা উৎসবেও সাড়া ফেলে দিল।

রূপমৌলি কলা উৎসবে ভরতনাট্যম নৃত্য পরিবেশন করে। ওই ছাত্রীর বাড়ি জলপাইগুড়ির শান্তিপাড়ায়। বাবা মলয় শিকদার ময়নাগুড়ি সুভাষনগর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। মা রূপা শিকদার ওই স্কুলেরই সহশিক্ষিকা। মেয়ের সাফল্যে চোখে জল শিক্ষক দম্পতির। রূপা জানান, ছোট থেকে মেয়ে নাচ খুব ভালোবাসে। কয়েকদিন আগেও উত্তরবঙ্গ শিশু-কিশোর উৎসবে নাচে প্রথম হয়েছিল। এবারে রাজ্য কলা উৎসবে এই পুরস্কার প্রাপ্তি ওকে আরও উদ্বুদ্ধ করবে। সমগ্র শিক্ষা মিশনের জলপাইগুড়ির জেলা শিক্ষা আধিকারিক (ডিইও) সঞ্জীব দাস বলেন, 'গত তিন বছর ধরে জলপাইগুড়ির ছাত্রছাত্রীরা কলা উৎসবে অনবদ্য পারফরমেন্স উপহার দিচ্ছে। সবক'টি ইভেন্ট মিলিয়ে এখান থেকে এবার ১১ জন পড়ুয়া অংশ নিয়েছিল। প্রত্যেকের প্রতি আমাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন রইল।'

৮ মিনিটের 'অন্য রঙের ফুল' নাটকটিতে অভিনয় করেছে লক্ষ্মী রায়, মুন দে, বিশ্বজিৎ রায়, ইমন দাস এবং বিশ্বরূপ রাজবংশী। শুধু অভিনয়ই নয়, মঞ্চেও ওদের এই প্রথম আত্মপ্রকাশ। নাটকের নির্দেশক এবং জলপাইগুড়ির শিক্ষক সব্যসাচী দত্ত বলেন, 'ছেলেমেয়েরা নিজেদের সেরাটাই দিয়েছে। ওদের একাগ্রতা ও নিষ্ঠাকে কুর্নিশ জানাই। আমরা খুশি।'

সমগ্র শিক্ষা মিশনের জলপাইগুড়ি পেডাগোজি কোঅর্ডিনেটর রাজা দত্তের গলায়ও একই সুর। অরবিন্দ মাধ্যমিক (উচ্চতর) বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ক্ষৌণীশ গুহ বলেন, 'সমাজের প্রান্তিক স্তর থেকে উঠে আসা ওই ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। তৃতীয় লিঙ্গদের নিয়ে বৃহত্তর সমাজের পোষণ করে রাখা নেতিবাচক মানসিকতা বদলে ফেলার ডাক বলা যেতে পারে ওই পড়ুয়াদের মাধ্যমে আমরা শুরু করলাম।'

২০১৫ সাল থেকে কলা উৎসব শুরু হয়। ২০২১ সাল পর্যন্ত জলপাইগুড়ি রাজ্য কোনও পুরস্কার পায়নি। ডিসেম্বরে ভোপালে জাতীয় কলা উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে মিলিতভাবে কলা উৎসবের ছয়টি ইভেন্টে জলপাইগুড়ি থেকে এবার নৃত্যে রূপমৌলি এবং অরবিন্দ মাধ্যমিকের নাটকের দলটি ছাড়াও সংগীতে সেন্ট পলস স্কুলের দশম শ্রেণির তমোজিৎ দেবনাথ, যন্ত্রসংগীতে সোনাউল্লা হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির অনীক শর্মা, গল্প বলায় কালিয়াগঞ্জ উত্তমেশ্বর বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির রূপা রায় এবং সাহিদা বেগম এবং অঙ্কনে ওই স্কুলেরই অপু রায় জেলার প্রতিনিধিত্ব করে।

রাজ্য কলা উৎসবে নাচে প্রথম রূপমৌলি শিকদার (ডানদিক থেকে তৃতীয়) সহ অন্যরা।

মঙ্গলবাড়িতে মহাকালপুজো।

হাতির হানা রুখতে মহাকালপুজো

রহিদুল ইসলাম

চালসা, ১৫ নভেম্বর : জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় হাতির হানা রুখতে স্থানীয় বাসিন্দারা মহাকালপুজোর আয়োজন করে থাকেন। প্রতিবছর রাসপূর্ণিমায় মন্দিরে ঘটা করে মহাকালপুজো হয়। শুক্রবার রাসপূর্ণিমায় এখানে মহাকালপুজোকে কেন্দ্র করে প্রচুর মানুষের ভিড় হয়েছিল। সকলের জন্য খিচুড়ির ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয়দের পাশাপাশি পথচলতি মানুষও এদিন পুজোয় শামিল হন।

খরিয়ারবন্দর জঙ্গল সংলগ্ন মঙ্গলবাড়ি এলাকাটি অবস্থিত। তার পাশে পানঝোরার জঙ্গল রয়েছে। মাঝেমধ্যে জঙ্গল থেকে হাতি বেরিয়ে মঙ্গলবাড়ি সহ সংলগ্ন এলাকায় গিয়ে বাড়িঘর ভাঙচুর করে। হাতির হানায় এলাকায় একাধিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। চালসা-বাতাবাড়িমুখী জাতীয় সড়কের খরিয়ারবন্দর জঙ্গলের মাঝে মহাকাল মন্দিরটি স্থাপিত হয়। এবছর দুর্গাপুজোর অষ্টমীতে মঙ্গলবাড়ি বাজারের নতুনপাড়া এলাকায় হাতির হানায় ছয় বছরের এক শিশুর মৃত্যু ঘটে। এলাকায় যাতে আর হাতির উপদ্রব না হয় সেজন্য এই পুজোর আয়োজন বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন। এলাকার বাসিন্দা দীপাস রায়, দিলীপ রায়রা জানান, তাঁদের পূর্বপুরুষরা অনেক বছর ধরে এখানে মহাকালপুজো করে আসছেন। তারপর থেকে তাঁরা সকলে মিলে এই পুজো করেন। এদিন যাবতীয় নিয়মনিষ্ঠা সহকারে পুজো হয়।

NOTICE

Sealed Tender are invited from eligible contractor for e-Tender No:- 14/2024-25/SSK, MDW/HRP/ DD dated 14/11/2024, different types of Civil Construction Works. Last date of submission of application for e-Tende-30/11/2024, For any other details please contact with the office of the Harirampur Development Block on any working days.

Sd/-
Block Development Officer
Harirampur Development
Harirampur : Dakshin Dinajpur

BENFED

Southend Conclave, 3rd Floor
1582, Rajdanga Main Road
Kolkata - 700107

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tenders are invited from eligible contractors for Construction of 9 Nos. 100MT Godown, Construction of 5 Nos. of SHG work shed cum sales counter, Installation of 4 Nos. of Oil Mill, Installation of 1 No. Seed processing unit under RKVY 2024-2025, Repair & Renovation of Cold Storage of Antpara SKUS LTD., Purba Bardhaman – I Range and EOI for Group Health Insurance Policy for BENFED. Details are available in the website: https://wbtenders.gov.in/nicgep/app

Sd/-
General Manager (Admin)

বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : এপি/ইএল/০১/২৪-২৫, তারিখ: ১৩-১১-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিয়মানুবর্তী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, টেন্ডার নং : এপি/ইএল/০১/২৪-২৫; কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার জং. ডিভিশনে - ০২ বছরের জন্য স্প্লিট/উইন্ডো, ক্যাসেট, ডাক্ট এবং সেন্ট্রালাইজ টাইপ আরএসি এবং ওয়াটার কুলার -এর সার্ভিস বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ৫০,৮১,২৩৭.৫০/- টাকা; বায়না মূল্য: ১,০১,৬০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘটিকায় এবং খোলা ০৯-১২-২০২৪ তারিখে ১৫:৩০ ঘটিকায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম/ইলেক্ট্রি.(জি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪৩৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭১০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৯০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৯১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য

৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় উন্নতি। মায়ের পরামর্শে সংসারের কোনও সমস্যা কাটবে। বৃষ : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। ছেলের চাকরির খবরে আনন্দ। পেটের অসুখে সমস্যা। মিথুন : পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে আলোচনায় মীমাংসা হওয়ায় সম্ভাবনা। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। কর্কট : কোনও মূল্যবান দ্রব্য হারিয়ে যেতে পারে। খেলোয়াড়রা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। সিংহ : অলসতার কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। বোনের বিয়ে ঠিক হওয়ায় স্বস্তিলাভ। কন্যা : পুরোনো বন্ধুকে আজ পেয়ে আনন্দ। ঘাড় ও পিঠের ব্যথায় ভোগান্তি। তুলা : সামান্য কারণে বন্ধুদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক হতে পারে। চিকিৎসক ও অধ্যাপকদের জন্যে আজ শুভ দিন। বৃশ্চিক : ব্যবসার জন্যে সরকারি ঋণ মঞ্জুর হতে পারে। অন্যায় কোনও কাজের প্রতিবাদ করে প্রশংসিত হবেন। ধনু : আপনার সামান্য কথার আজ অপব্যাখ্যা হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। মকর : শরীর নিয়ে অহেতুক দুশ্চিন্তা ত্যাগ করুন। দাম্পত্য সমস্যা নিয়ে আইনি পরামর্শ নিতে হতে পারে। কুম্ভ : বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। কোনও গোপন প্রকাশ্যে আসায় সমস্যা। মীন : বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দ। ব্যবসায় সামান্য মন্দাভাব। রাস্তায় সাবধানে চলুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৩০ কার্তিক ১৪৩১, ভাঃ ২৫ কার্তিক, ১৬ নভেম্বর ২০২৪, ৩০ কাতি, সংবৎ ১ মার্গশীর্ষ বদি, ১৩ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৫৫, অঃ ৪।৫০। শনিবার, প্রতিপদ রাত্রি ১।৫ কৃত্তিকানক্ষত্র রাত্রি ৯।১৪। পরিঘযোগ রাত্রি ২।২৫। বালবকরণ দিবা ২।৫ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১।৫ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ৯।১৪ গতে নরগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে-ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ৯।১৪ গতে একপাদদোষ, রাত্রি ১।৫ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ১।৫ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৭।১৭ মধ্যে ও ১২।৪৪ গতে ২।৬ মধ্যে ও ৩।২৮ গতে ৪।৫০ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।২৮ মধ্যে ও ৪।১৭ গতে ৫। ৫৬ মধ্যে। যাত্রা-নাই, রাত্রি ৯।১৪ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে ও পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ৯।২৯ গতে উত্তরেও নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।১৭ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ১১।২২ গতে দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। শ্রীশ্রী কার্তিক পুজো। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫৩ মধ্যে ও ৭।৩৫ গতে ৯।৪৩ মধ্যে ও ১১।৫১ গতে ২।৪১ মধ্যে ও ৩।২৩ গতে ৪।৫০ মধ্যে এবং রাত্রি ১২।৫০ গতে ২।৩৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।৩৬ গতে ৩।৩০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সমাজমাধ্যমে ঝড় দুঁদে পুলিশকর্তার

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : যিনি উর্দি পরে দারুণ কড়া পুলিশ অফিসার, তিনিই আবার বিনা ইউনিফর্মে দুঁদে গোয়েন্দা তাও আবার রসবোধে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তোলেন। সে ঝড় যেমন তেমন নয়, একেবারে মিলিয়ন ভিউ দেওয়া তুমুল ভাইরাল ঘূর্ণিঝড়। দানার প্রভাবে যেমন সাগরতীরে লন্ডভন্ড অবস্থা তেমনি এই পুলিশ অফিসারের সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন দাপটেও লন্ডভন্ড কাণ্ডকারখানা সমাজমাধ্যমে। যদিও এর পেছনে খাকি উর্দির চোয়ালচাপা কাঠিন্য কিংবা পুলিশি মেজাজ নেই। আছে শুধু রসবোধ, সাবলীল বাচন এবং ব্যাখ্যা। আপাতত তাই পুঁজি করে সমাজমাধ্যমে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের ডিআইবি ইনস্পেকটর বিরাজ মুখোপাধ্যায় ওরফে সোশাল মিডিয়ার পরিচিত 'মুখুজ্জে মশাই'।

সাফল্যের এই উত্থানও একেবারেই ঝড়ের গতিতেই। চলতি বছরের অগাস্ট মাসের মাঝামাঝি

ডিআইবি ইনস্পেকটর বিরাজ মুখোপাধ্যায়। -সংবাদচিত্র

ফেসবুক পেজ বানিয়ে এই মুহূর্তে সেই পেজের ফলোয়ারের সংখ্যা ৬০ হাজার ছুঁইছুঁই। দু'মাসে যেক'টি ভিডিও তিনি বানিয়েছেন তার মধ্যে চলতি মাসের ৭ তারিখ পোস্ট করা দুর্গা প্রতিমায় ব্যবহৃত নয় রকমের মাটি নিয়ে তাঁর ভিডিও দুই সপ্তাহেই দেখে ফেলেছেন ২০ লাখের বেশি মানুষ। এক, পাঁচ, দশ লাখ বার দেখা হয়েছে এমন ভিডিও রয়েছে বেশ কয়েকটি। কর্মস্থলে যিনি তুখোড় অপরাধীদের হাঁড়ির খবর জোগাড়ে পটু তিনি যে এভাবে দু'মাসে নেটিজেনদের মন জয়ের কায়দা বুঝে ফেলবেন তা তাঁর সহকর্মীদের মতোই নেট দুনিয়া নিয়ে খোঁজখবর রাখা অনেককেই চমকে দিয়েছে। সমাজমাধ্যমে বিরাজের এই আগ্রহ এবং দক্ষতা বুঝেই হয়তো জেলা পুলিশের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল

> এতকিছু ভেবে শুরু করিনি। উদ্দেশ্য ছিল সবাইকে আনন্দ দেওয়া এবং নিজের মনের খোরাক পাওয়া। আমি আনন্দে আছি। আনন্দ যে দর্শকরা ভালোই উপভোগ করছেন তা স্পষ্ট ভিডিওর ভিউতেই।
>
> **বিরাজ মুখোপাধ্যায়**

তাঁর হাতেই সুরক্ষিত। জেলা পুলিশের অন্দরে কান পাতলেই শোনা যায়, এই মুহূর্তে সমাজমাধ্যমে জেলা পুলিশের নজিরবিহীন সক্রিয়তার পিছনে পুলিশ সুপারের যেমন উদ্যোগ রয়েছে তেমনি দক্ষতা রয়েছে ইনস্পেকটর বিরাজ মুখোপাধ্যায়ের। অফিস সামলে তাঁর ব্যক্তিগত কৃতিত্ব নিয়েও পুলিশ মহলে আলোড়ন কম কিছু নয়। সমাজমাধ্যমে বিরাজের দাপুটে অবস্থান নিয়ে জেলা পুলিশের এক কর্তার কথায়, 'আমরা যাঁরা উর্দি পরে নিয়মিত ডিউটি করি তাঁদেরও এসবের বাইরে একটা নিজস্ব সৃষ্টিশীল জগৎ রয়েছে। বিরাজের সাফল্য আমাদের সবাইকেই উৎসাহিত এবং আনন্দিত করে।'

ফেসবুক পেজে তাঁর মনোগ্রাহী ভিডিওর বিষয়বস্তু মূলত বাংলা লৌকিক বিশ্বাস নির্ভর প্রবাদ, প্রবচন, কথকতা হলেও আদতে খাকি উর্দির নীচে পুলিশ ইনস্পেকটর একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। জন্মসূত্রে পুরুলিয়ার হলেও জলপাইগুড়ির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বেশ পুরোনো। ১৯৯৯ সালে জলপাইগুড়ি গভঃ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বিটেক পাশের পর ২০০৪ সালে সাব-ইনস্পেকটর হিসেবে পুলিশে যোগদান। এরপর ২০১১ সালে ফের জলপাইগুড়ি জেলায় পোস্টিং। ২০২১ সালে পদোন্নতি হয়ে আপাতত পুলিশ ইনস্পেকটর এই মানুষটি ছাত্রাবস্থায় বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়লেও বাংলা সাহিত্যের প্রতি টান বরাবর। মাস ছয়েক আগে জলপাইগুড়ি শহরের সমাজপাড়ার ভাড়াবাড়িতে ছেলেকে বাংলা পড়ানোর সময় স্ত্রী অরূপা মুখোপাধ্যায় ভিডিও করেন। ফেসবুকে পোস্ট হতেই তা প্রশংসা পায়। এরপরেই মাস দুই আগে নিজের পেজ বানিয়ে ভিডিও পোস্ট করা শুরু এবং সেই সুবাদেই সোশ্যাল মিডিয়া স্টার হয়ে ওঠা।

সারাদিনের পুলিশি দায়িত্বের পর গভীর রাতে চলে শুট এবং এডিট করার কাজ। মাত্র দু'মাসে তাঁর নেট দুনিয়ার সাফল্যগাথা নিয়ে দুঁদে পুলিশ অফিসারের বক্তব্য, 'এতকিছু ভেবে শুরু করিনি। উদ্দেশ্য ছিল সবাইকে আনন্দ দেওয়া এবং নিজের মনের খোরাক পাওয়া। আমি আনন্দে আছি। আনন্দ যে দর্শকরা ভালোই উপভোগ করছেন তা স্পষ্ট ভিডিওর ভিউতেই।'

তাঁর অধীনে কর্মরত ইনস্পেকটরের এই সোশ্যাল সাফল্যে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'পুলিশ অফিসারের পাশাপাশি তিনি একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। সেই হিসেবে তাঁর এই কাজ ও সাফল্য প্রশংসনীয়।'

ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে বিল স্টিভেনসন। শুক্রবার।

পূর্বপুরুষের স্মৃতির সরণিতে বিল

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৫ নভেম্বর : একসময়ে তাঁর পূর্বপুরুষেরা ডুয়ার্সের প্রত্যন্ত এবং দুর্গম এই গ্রামে এসে ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি শিক্ষা বিস্তারের কাজ করেছিলেন। শুক্রবার মহাকালগুড়িতে এসে স্মৃতির সরণি বেয়ে তাঁদের কাছাকাছি পৌঁছানোর চেষ্টা করলেন বিল স্টিভেনসন। ডায়োসিস অফ ইস্টার্ন হিমালয়া এবং স্কটিশ মিশনারিদের মধ্যে ধর্ম ও শিক্ষাক্ষেত্রে যে পুরোনো সম্পর্ক তা আরও মজবুত করতে এসেছিলেন স্কটল্যান্ডের টুইনিং কোঅর্ডিনেটর বিল। মহাকালগুড়ির মানুষের অভ্যর্থনা পেয়ে রীতিমতো আপ্লুত তিনি। এদিন মহাকালগুড়ি মিশন হাইস্কুল এবং মহাকালগুড়ি গার্লস হাইস্কুল পরিদর্শনে যান তিনি। ইস্টার্ন হিমালয়া ডায়োসিসের টুইনিং কোঅর্ডিনেটর হৃদয় বসুমাতা, মহাকালগুড়ি মিশন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিরণ বসুমাতা, রেভারেন্ড প্রদীপ নার্জিনারি এদিন ওই দুই স্কুলের বিভিন্ন সমস্যা তাঁর সামনে তুলে ধরেন।

বিলের কথায়, 'এখানকার মানুষের ব্যবহার এবং অভ্যর্থনায় আমি খুব খুশি। আমাদের টুইনিং চুক্তির ভিত্তিতে আমরা এখানকার মিশনারিদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছি। তার ওপর ভিত্তি করে এখানকার শিক্ষার মান কীভাবে উন্নত করা যায় সে ব্যাপারে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আমি এখানকার রিপোর্ট স্কটল্যান্ড মিশনে গিয়ে জমা দেব, তার ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।' আজ থেকে ১০০ বছরেরও বেশি আগে পরাধীন ভারতে স্কটিশ মিশনারিরা মহাকালগুড়িতে এসেছিলেন ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। তাঁরা অনুভব করেন ধর্ম প্রচারের আগে এখানকার শিক্ষা মান উন্নয়ন করা একান্ত জরুরি। এরপর তাঁরা এলাকার শিক্ষা বিস্তারে শুরু দেন। তারই অংশ হিসেবে মহাকালগুড়ি মিশন হাইস্কুল এবং মহাকালগুড়ি গার্লস হাইস্কুল তৈরি হয় মূলত স্কটিশ মিশনারিদের উদ্যোগে। হৃদয় বসুমাতার কথায়, 'দেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্কটিশরা নিজেদের দেশে ফিরে গেলেও স্কটিশ মিশনারিদের সঙ্গে এখানকার মিশনারিদের যোগাযোগে ছেদ ঘটেনি। আর সেই সূত্র ধরেই স্কটিশ মিশনারির বিশেষ প্রতিনিধি বিল স্টিভেনসন এখানে এসেছেন।'

শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতিসাধনে দুই দেশের মধ্যে টুইনিং চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল অন্তত ২৫ বছর আগে। মহাকালগুড়ি মিশন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিরণ বসুমাতা বলেন, 'সেখানকার শিক্ষাদানের উন্নত পদ্ধতি যেটা আমাদের দেশের সঙ্গে খাপ খায় সেটা আমরা অবশ্যই গ্রহণ করতে পারি। শিক্ষাক্ষেত্রে আদানপ্রদানের মাধ্যমে আমরা একটা নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারি। সেখানকার প্রতিনিধিরা যেমন আমাদের এখানে এসে আমাদের এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা ঘুরে দেখলেন, সেইরকম আমরাও সেখানে গিয়ে সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা, পড়ানোর পদ্ধতি এবং অন্যান্য সবকিছু দেখে সেটা প্রয়োজনমতো এখানে ব্যবহার করতে পারি।' স্কটিশ মিশনারিদের সবরকম সহযোগিতা তাঁরা আগামীদিনেও পাবেন বলে তিনি আশাবাদী। এদিন স্কুলের পড়ুয়া এবং শিক্ষকরা বিলকে অভ্যর্থনা জানান।

বন্দির মৃত্যু

জলপাইগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : ফের জেলবন্দির মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়াল জলপাইগুড়িতে। মৃতের নাম কমলেশ্বর রায় (৬২)। বাড়ি কোচবিহার দুই মরিচবাড়ি খোল্টা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে সাজাপ্রাপ্ত ছিলেন। পরিবারের তরফে ভাই সদানন্দ রায় বলেন, 'দাদার ১২ বছরের সাজা হয়েছিল। প্রথম থেকেই কোচবিহার জেলেই ছিল। প্রায় দেড় বছর হল জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে এসেছিল। ২০২১ সালে একটি খুনের ঘটনায় দাদার সাজা হয়। প্রায় ১০ বছর আগে দুর্ঘটনায় আঘাত পাওয়ার পর থেকেই মাথায় সমস্যা ছিল। বুধবার আমাদের জেল সূত্রে অসুস্থতার খবর দেওয়া হয়েছিল।'

জেল সূত্রে খবর, কমলেশ্বর দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। বুধবার অসুস্থ বোধ করায় জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানেই বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে তিনি মারা যান।

চতুর্থবারের চেষ্টায় ব্রোঞ্জ সুব্রতর

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : বয়স মাত্র ষোলো। এর মধ্যে ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে ঘরে ফিরল রাজমিস্ত্রি এবং অঙ্গনওয়াড়ির সহায়িকার ছেলে সুব্রত রায়। জুডোতে প্রথমে রাজ্য স্কুল গেমসে প্রথম স্থান অধিকার করে সুব্রত। সেখান থেকে জম্মুতে ৬৮তম ন্যাশনাল স্কুল গেমসে অংশ নেওয়ার সুযোগ পায়। সেই প্রতিযোগিতাতেই ওই কিশোর ব্রোঞ্জ জিতেছে। শহরের ছেলের এমন সাফল্যে খুশির হাওয়া জলপাইগুড়িতে। শুক্রবার সুব্রত ফিরতে বাবা, মা এবং কোচের সঙ্গে ব্যান্ডপার্টি নিয়ে শোভাযাত্রা করেন এলাকাবাসী। ফুলের তোড়া এবং মিষ্টি দিয়ে তাকে বরণ করে নেওয়া হয়। সুব্রত বলল, 'তিন বছর ধরে পোড়াপাড়া জ্যোতি সংঘ ক্লাবে জুডোর প্রশিক্ষণ নিচ্ছি। দাদার সঙ্গে মাঠে গিয়ে ভালোবাসা জন্মায়। তারপর জেলা, রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে খেলার সুযোগ পাই। এই সাফল্যের পিছনে বাবা, মা এবং আমার কোচদের অবদান অনেকটা।'

পদক জয়ের পর জলপাইগুড়িতে সুব্রত। শুক্রবার।

জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পোড়াপাড়ার বাসিন্দা সুব্রত। ফণীন্দ্রদেব ইনস্টিটিউশনের নবম শ্রেণিতে পড়ে সে। ৬ থেকে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত ৬৮তম ন্যাশনাল স্কুল গেমসের আসর বসেছিল জম্মুতে। সেখানে জুডোর অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু, জম্মুকে হারিয়ে পদকলাভ। সোনা এবং রুপো যায় দিল্লি এবং কর্ণাটকে। সুব্রত ছাড়াও জলপাইগুড়ি থেকে আরও দুজন এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল।

> তিন বছর ধরে পোড়াপাড়া জ্যোতি সংঘ ক্লাবে জুডোর প্রশিক্ষণ নিচ্ছি। দাদার সঙ্গে মাঠে গিয়ে ভালোবাসা জন্মায়। তারপর জেলা, রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে খেলার সুযোগ পাই। এই সাফল্যের পিছনে বাবা, মা এবং আমার কোচদের অবদান অনেকটা।
>
> **সুব্রত রায়**

সুব্রতর বাবা সুকুমার রায় বলেন, 'ব্যান্ডপার্টি বাজিয়ে, মালা পরিয়ে আনন্দ করে ছেলেকে নিয়ে যাওয়া হবে, তা স্বপ্নেও ভাবিনি। অভাবের সংসারে ডাল-ভাত ছাড়া ওর মুখে ভালো কিছু তুলে দিতে পারি না। ছেলের সাফল্য আমাদের কাছে গর্বের। আমরা চাই ও আরও এগিয়ে যাক।' মা কৌশল্যা রায়ও একই কথা জানালেন। তবে সুব্রত এই প্রথম জাতীয় স্তরে খেলার সুযোগ পেয়েছে, এমনটা নয়। এর আগেও তিনবার সে সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু কোনও পদক জিততে পারেনি। গত অগাস্টে কলকাতায় রাজ্য স্কুল গেমসে জিতে ফের সুযোগ আসে। সুব্রতর কোচ প্রণয় রায়ও খুশি। তাঁর কথায়, 'জুডো খেলার জন্য যেরকম ডায়েট দরকার, সেটা ছেলেটা কখনওই পায়নি। আমরা ক্লাবের তরফে ওকে সাহায্য করছি, আগামীতেও করব। আশা ছিল, সোনা জিতবে, তাই একটু হতাশ হয়েছি। তবে এখন থেকে ভালো প্রশিক্ষণ দিলে ভবিষ্যতে খেলো ইন্ডিয়া'র মতো প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে সুব্রত।'

DAMRO

Internationally Trusted Furniture

STYLISH FURNITURE AT AFFORDABLE PRICES FOR THIS Wedding SEASON

ANDRIANA 3 PIECE BEDROOM SET
(QUEEN BED + 2D WARDROBE + DRESSER) Was ₹ 1,66,000 Now ₹ 1,39,000 EMI ₹ 11,583

BOSTON 4 PIECE BEDROOM SET
(QUEEN BED + 3D WARDROBE + DRESSER + NIGHT STAND) Now ₹ 37,900 EMI ₹ 3,158

RECLINER SOFA SET
(3 + 1R + 1R) Now ₹ 65,000 ONWARDS

PROXIMA SOFA
(3 + 2 SEATER) Was ₹ 59,000 Now ₹ 46,900

AIDEN MARBLE TOP
6 SEATER DINING TABLE SET Was ₹ 64,000 Now ₹ 54,000

250+ SHOWROOMS IN SOUTH ASIA

SILIGURI - P.C. Mittal Memorial Bus Terminus, & Commercial Complex, Sevoke Road.
Tel: 0353 254 5404, 9733388987.

Exclusive Dealers: COOCHBEHAR - Furniture Hub. Tel: 94348 12006. JAIGON - Uttarbanga Construction. Tel: 81700 65220. MALDA - Santi Sales. Tel: 96476 51335.

*Conditions Apply

FOR DEALERSHIP ENQUIRES 83369 92937. TOLL FREE CUSTOMER CARE 1800 425 1122. SALES SUPPORT salessupport@damroindia.com SHOP ONLINE @ www.damroindia.com

FREE DELIVERY SERVICE | FREE ASSEMBLY | ASSURED WARRANTY | FINANCE SERVICE | BAJAJ FINSERV | HDFC BANK

আমার উত্তরবঙ্গ

4 উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৬ নভেম্বর ২০২৪ J

চালক ও সহকর্মীকে মারধর, গ্রেপ্তার ৪

লরি আটকে ছিনতাই

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির একটি দশ চাকার লরি আটকে পণ্য ছিনতাই সহ গাড়ি ভাঙচুর এবং চালক ও সহকর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ময়নাগুড়ি শহর লাগোয়া লাটাগুড়ির রাস্তায় বাগজান মোড়ে ঘটেছে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয় ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দুষ্কৃতীদের ব্যবহার করা ছোট চারচাকার গাড়িটির ছবি সংগ্রহ করে। এরপর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তল্লাশি চালিয়ে ওই চারচাকার গাড়ি সহ চার ছিনতাইকারীকে গ্রেপ্তার করে তারা। এ ব্যাপারে ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ জানান, চারজনকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ছোট গাড়িটি আটক করা হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না সেটাও পুলিশ খতিয়ে দেখছে। তবে ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়া প্রায় এক লক্ষ টাকার কাপড়ের প্যাকেট তারা উদ্ধার করেছে। দুষ্কৃতীরা ছোট গাড়িটি নিয়ে লাটাগুড়ির দিক থেকে ময়নাগুড়ির দিকে আসছিল।

ধৃতদের মধ্যে রয়েছে মহম্মদ আনোয়ার, শৌভিক দত্ত, পিংকু রায় এবং আনারুল মহম্মদ। তাদের সকলেরই বাড়ি জলপাইগুড়িতে। লরির চালক রাম সোরেন এবং সহকর্মী রাজেশ তিরকি উত্তর দিনাজপুরের বাসিন্দা।

এই লরিটিতে ভাঙচুর চালায় দুষ্কৃতীরা।

চালকের কথায়, 'লরি ঘোরানোর সময় দুষ্কৃতীরা রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে যায়। ছোট গাড়ি থেকে নেমেই আমাকে এবং সহকর্মীকে বেধড়ক মারধর করে। আমরা ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়েছি। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পুলিশ এসে যাওয়ায় রক্ষা পেয়েছি।'

ময়নাগুড়ির একটি ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির দশ চাকার লরি কলকাতা থেকে পণ্য বোঝাই করে ময়নাগুড়ি আসছিল। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ট্রাকটি রাস্তা ভুল করে লাটাগুড়ির রাস্তায় বাগজান মোড়ের দিকে চলে যায়। সেখানে গাড়ি ঘোরানোর সময় লাটাগুড়ির দিক থেকে আসা ছোট চারচাকার গাড়ি থেকে নামে চার দুষ্কৃতী। ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির তরফে জানানো হয়, ওই গাড়ি থেকে নেমে দুষ্কৃতীরা গাড়ির চালক ও সহকর্মীকে মারধর করে। গাড়িতে ভাঙচুর চালায়। লরির সামনের দিকে কাচ ভেঙে দেওয়া হয়। শেষে লরিতে তারা রীতিমতো লুটপাট চালায়। লরিতে রাখা নতুন কাপড়ের একটি বড় প্যাকেট নিয়ে ছোট গাড়িতে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা।

খবর পেয়ে পুলিশের মোবাইল ভ্যান ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এক প্রবীণ বাসিন্দার কাছ থেকে পুলিশ বিস্তারিত জানতে পারে। সেখানেই কেউ একজন দুষ্কৃতীদের ব্যবহার করা গাড়িটির ছবি তুলে নিয়েছিলেন। পুলিশ সেই ছবি নিয়ে সুনির্দিষ্ট রাস্তা ধরে ধাওয়া করে গাড়িটি আটক করে। গাড়িতে থাকা চার দুষ্কৃতীকে থানায় নিয়ে আসা হয়। পরে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে কথাবার্তায় অসংগতি থাকায় গ্রেপ্তার করা হয়। এই ঘটনায় পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করায় ধন্যবাদ জানিয়েছেন ওই ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির তরফে সৈকত দাস। তিনি বলেন, 'খুব অল্প সময়ের মধ্যে পুলিশ দুষ্কৃতীদের ধাওয়া করে গ্রেপ্তার করে এবং ছিনতাই হয়ে যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করে। এজন্য পুলিশকে ধন্যবাদ জানাই।' লরির চালক ও সহকর্মী বর্তমানে সুস্থ রয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

ঘটনাক্রম

- একটি দশ চাকার লরি কলকাতা থেকে পণ্যবোঝাই করে ময়নাগুড়ি আসছিল
- ট্রাকটি রাস্তা ভুল করে লাটাগুড়ির রাস্তায় চলে যায়
- সেখানেই হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা
- ঘটনাস্থলে একজন দুষ্কৃতীদের ব্যবহৃত গাড়িটির ছবি তুলে নিয়েছিলেন
- পুলিশ সেই ছবি নিয়ে ধাওয়া করে গাড়িটি আটক করে

গুরদোয়ারায় গুরু নানকের জন্মজয়ন্তী। শুক্রবার মালবাজারের ক্যালটেক্স মোড়ে। ছবি : অ্যানি মিত্র

ভোটের ফলের অপেক্ষায় চা বাগান

শুভ দত্ত

বিন্নাগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : মাদারিহাট বিধানসভার উপনির্বাচনে ভোটদান হতেই পুরোনো ছন্দে ফিরছে চা বাগান এলাকাগুলি। নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলের নেতার চা বাগানে ঢুঁ মারা, বাড়ি বাড়ি সব খোঁজখবর নেওয়া লেগেই ছিল। ভোট শেষের পর এখনই আর কারও দেখা নেই। ফল বেরোনোর পর আগের তিক্ত অভিজ্ঞতা কাটিয়ে এবার কি আদৌ কেউ সত্যিই পাশে থাকবেন- সেই কথাই ভাবছেন বানারহাটের বিন্নাগুড়ি, হলদিবাড়ি ও মোরাঘাট চা বাগানের বাসিন্দারা।

চা বাগান এলাকার বাসিন্দাদের কথায়, সব দলের নেতারাই এলাকায় কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এমনকি ভোট মিটে গেলেও তাঁরা সবসময় পাশে থাকবেন বলে কমবেশি সকলে আশ্বাসও দিয়েছেন। কিন্তু ভোট শেষে সাধারণ মানুষ যেমন নিজের স্বাভাবিক কর্মছন্দে ফিরেছেন, তেমনি রাজনৈতিক নেতারাও ফিরছেন নিজেদের কাজে। এখন সকলে ফলাফলের অপেক্ষায়।

হলদিবাড়ি চা বাগানের বাসিন্দা সুখমণি ওরাওঁ বললেন, 'ভোটের কয়দিন এলাকায় কত নেতা এলেন, কত কথা বললেন। রাস্তা, পানীয় জল, মজুরি বৃদ্ধি সহ প্রচুর কাজ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। আদৌ কি এঁরা একটি কাজও করবেন, তা জানা নেই। ভোট শেষ হতেই আমাদের যেমনভাবে চলছিল ঠিক তেমনভাবেই চলছে।'

ভোটের ফলাফলের অপেক্ষায় রয়েছেন বিন্নাগুড়ি চা বাগানের বাসিন্দা মঞ্জিলা ওরাওঁ-ও। তাঁর কথায়, 'বাগানে কাজ করে সংসারের হাল টানতে হয়। ভোট শেষ, স্বাভাবিকভাবেই কোনও দলের কোনও নেতার দেখাও নেই। সব দলের নেতারাই আমাদের সমস্যা শুনেছেন। আমাদের বাগানে জলের সমস্যা, নিকাশিনালার সমস্যা দূর করার কথা বলেছেন। ভোট এলে সত্যিই ভালো হয়, আমাদের সমস্যায় প্রচুর মানুষকে পাশে পাই।

চা পাতা সংগ্রহের পর চা শ্রমিকরা। বিন্নাগুড়িতে। -ফাইল চিত্র

> আমাদের এলাকায় হাতির হানার সমস্যা রয়েছে। রাত হলে বাগানে হাতি ঢুকে পড়ে। এই সমস্যা প্রতিকারের জন্য সোলার লাইট বসানোর কথা এর আগের নির্বাচন থেকে শুনে আসছি। এই উপনির্বাচনেও প্রতিশ্রুতি পেলাম। এছাড়া আমাদের রাস্তার সমস্যার পাকাপাকি সমাধান হবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন সবাই। দেখি এখন কী হয়।
>
> **সরস্বতী বাগদাস বাসিন্দা, মোরাঘাট চা বাগান**

বাগানে নেতাদের আনাগোনা বন্ধ প্রসঙ্গে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি সাগর গুরুংয়ের বক্তব্য, 'ওই এলাকায় জনতার আশীর্বাদে বিজেপির মনোজ টিগ্গা দুই-দুইবার বিধায়ক হয়েছিলেন। তিনি কোনও কাজ করেননি, লোকের পাশে থাকা তো অনেক দূরের কথা। আমাদের প্রতিনিধি ও দলের কর্মীরা সবসময় সাধারণ মানুষের বিপদে পাশে ছিলেন, এখনও আছেন। আমাদের প্রার্থী এবারে বিধায়ক হলে স্থানীয়দের যে দাবি আছে, সেগুলি পূরণ করা হবে। লম্বা ভোট প্রচারের পর্বের পর সকলেই ক্লান্ত, বাইরের নেতারা প্রতিদিন এলাকায় গিয়ে খোঁজ নেবেন এমনটা নয়, স্থানীয় নেতৃত্ব তো সবসময়েই বাগানে রয়েছে। কোনও সমস্যা হলে তাঁদের পাশাপাশি বাগানের বাইরের সকলেও শ্রমিকদের পাশে থাকেন।'

এই প্রসঙ্গে বিজেপির মাদারিহাট ৪ মণ্ডল সভাপতি কৌশিক নন্দী বলেন, 'তৃণমূলের কাটমানি প্রথার জন্য চা বলয়ের লোক তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। অনেক আগেই এর প্রমাণ ভোট বাক্সতে দেখা গিয়েছে। স্থানীয়দের যেসব সমস্যা রয়েছে সেগুলি আমাদের সাংসদ, বিধায়করা সমাধানের চেষ্টা করলেও তাঁদের সেই কাজে শাসকদল সবসময় বাধা দেয়। ভোটের ফলাফল বেরোনোর পরও আমরা সবসময় সর্বসাধারণের পাশে আছি।'

আন্দোলনে চুপ কেন বিজেপি, প্রশ্ন মাল শহরে

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ১৫ নভেম্বর : মালবাজার থেকে লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল পরিমাণে ভোটে জয়যুক্ত হওয়ার পরেও রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি যে কোনও আন্দোলনের বিষয়ে যেন চুপ থাকার নীতি নিয়েছে। বিজেপি কর্মী এবং নেতাদের সোশ্যাল মিডিয়া ও প্রিন্ট মিডিয়াতে বক্তব্য রাখতে দেখা গেলেও রাস্তায় নেমে কোনও বিষয়েই আন্দোলন করতে দেখা যাচ্ছে না তাঁদের। এ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে মাল শহরে।

নিউ মাল স্টেশনে গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের হল্ট, অবাধে বালি-পাথর পাচার, জাতীয় সড়কের জায়গা দখল, এক লেনের জাতীয় সড়ক থেকে দুই লেনের জাতীয় সড়কের দাবি, সরকারি জমি দখল প্রভৃতি একাধিক বিষয়ে নানা দাবি থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞাত কারণে নিশ্চুপ মালবাজার শহর বিজেপি। এ বিষয়ে জেলা বিজেপি সভাপতি বাপি গোস্বামীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'এ ব্যাপারে যা বলার স্থানীয় নেতারা বলবেন।' একই কথা জানিয়েছেন বিজেপির জেলা সম্পাদক মনোজ ভুজেলও।

মাল বিধানসভার বিজেপির কনভেনার রাকেশ নন্দী বলেন, 'এটা ভুল। আমরা নানান সময় বিভিন্ন বিষয়ে ডেপুটেশন দিয়েছি। বর্তমানে সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম চলছে। তাই আন্দোলনের গতি একটু কমেছে। এই কার্যক্রম শেষ হলেই আমরা আবার পথে নামব।'

ফের পথে নামার কথা জানিয়েছেন বিজেপির মাল মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহাও। তাঁর কথায়, 'আমরা হাসপাতাল, পুরসভা, বিডিও অফিস সহ একাধিক জায়গায় ডেপুটেশন দিয়েছি। আমরা সব দপ্তরকে একটু সময় দিয়ে দেখছিলাম, যে তারা কাজ করে কি না। আমরা যেসব কারণে ডেপুটেশন দিয়েছি সেগুলো যদি দপ্তরগুলো না করে থাকে তাহলে তার পর্যালোচনা করে আবারও পথে নামব।'

যদিও বিষয়টিকে কটাক্ষ করে মাল টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অমিত দে বলেন, 'যাদের সঙ্গে জনতার সমর্থন থাকে না তারা সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশি থাকে। আর ওরা সোশ্যাল মিডিয়ায় না মাটিতে বসে আন্দোলন করবে, সেটা ওদের দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়। আমার কাজ আমার দলকে সংগঠিত করা। আমি আমার কাজ করে যাচ্ছি। কে কী করবে সেটা তাদের ব্যাপার।'

প্রধান বিরোধী দলকে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখতে পেলেও বাস্তবতায় দেখা যাচ্ছে না বলে জানালেন সিপিএমের মাল সার্কেল সম্পাদক রাজা দত্তও। তাঁর কথায়, 'আমরা সোশ্যাল মিডিয়াকে কেউ অস্বীকার করি না, আবার গণ আন্দোলন কেউ ভুলি না। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া সকলের কাছে পৌঁছায় না। বরং গণ আন্দোলনের ছোঁয়া সকলের হৃদয়ে তীব্রভাবে পৌঁছায়। আমরা আন্দোলন, পথসভা, ডেপুটেশনের মাধ্যমে বারবার জনতার দরবারে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি।'

বিরোধীদের কথায় সায় জানিয়ে বিজেপির একাংশ কর্মী বলছেন, মাল শহরের বিজেপি সোশ্যাল মিডিয়া অথবা সংবাদপত্রে বক্তব্য দেওয়াতে যতটা ব্যস্ত, সাধারণ কর্মীদের নিয়ে গণ আন্দোলন থেকে ততটাই বিমুখ।

শুরু রাস উৎসব

মানিকগঞ্জ ও চালসা, ১৫ নভেম্বর : শুক্রবার থেকে শুরু হয়ে গেল জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বোয়ালমারির রাস উৎসব। এদিন সকালে রাসচক্র পরিক্রমা করার পর একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। তাতে ব্যান্ডপার্টির বাজনা ও নাচের তালে স্থানীয় গৃহবধূ সহ প্রচুর কৃষ্ণভক্ত মানুষ অংশগ্রহণ করেন। শোভাযাত্রা করে সংলগ্ন তিস্তা নদী থেকে জল সংগ্রহ করে পুনরায় তাঁরা মেলা প্রাঙ্গণে ফিরে আসেন।

কমিটির সদস্যরা জানালেন, বিগত কয়েক বছর ধরে বোয়ালমারিতে স্বর্গীয় হীরালাল সরকারের স্মৃতির উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে রাস উৎসব। তাঁর ছেলে নরেন্দ্রনাথ সরকার বলেন, 'প্রধানত রাস উৎসবের মেলাতে বহু মানুষ আসেন। আমিও সপরিবারে এই অনুষ্ঠানে শামিল হয়েছি।' রাস উৎসব উপলক্ষ্যে প্রতিদিনই মঞ্চে বিভিন্ন রকমের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে এবং সাতদিনব্যাপী চলবে বলে জানিয়েছেন রাস কমিটির সেক্রেটারি রবীন্দ্রনাথ সরকার।

অন্যদিকে, চালসার শ্রীশ্রী সীতারাম বাবাজির রাধাগোবিন্দ আশ্রমে রাসপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে শুক্রবার রাসযাত্রার সূচনা করা হয়। ফিতে কেটে ও রাসচক্র ঘুরিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের সদস্য তথা জলপাইগুড়ির প্রাক্তন সাংসদ বিজয়চন্দ্র বর্মন। এদিন উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য রেজাউল বাকি, সমাজসেবী বিমলচন্দ্র রায় প্রমুখ। এবারে এখানে সপ্তম বর্ষ রাসযাত্রা। আশ্রমের অধ্যক্ষ যোগেন্দ্রনাথ দাস বাবাজি বলেন, 'রাসযাত্রাকে কেন্দ্র করে আগামী কয়েকদিন আশ্রমে কীর্তন সহ নানা অনুষ্ঠান হবে। সকলের জন্য থাকবে ভোগের ব্যবস্থা।'

সিপিএমের সম্মেলন

ধূপগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : সিপিএমের ধূপগুড়ি এরিয়া কমিটির সম্মেলন হল শুক্রবার। স্থানীয় কালাচাঁদ দরবেশ হলে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সিপিএমের জেলা সম্পাদক সলিল আচার্য। পতাকা উত্তোলন করেন দলের বর্ষীয়ান সদস্য পূজন চক্রবর্তী। এলাকার ৩০টি শাখা কমিটি থেকে

ধূপগুড়ি

মোট ২৮০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে হাজির ছিলেন। দলের প্রয়াত নেতা সুবোধ সেনের নামে সম্মেলন মঞ্চ এবং সন্ধ্যা মোদক ও শংকর দাসের নামে সম্মেলন নগরের নামকরণ করা হয়। জেলা কমিটির অবজার্ভার হিসেবে এদিন হাজির ছিলেন তুষার বসু এবং প্রাক্তন বিধায়ক মমতা রায়। অনুষ্ঠানের শেষে ২৪ জনের নতুন এরিয়া কমিটির সম্পাদক হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন জয়ন্ত মজুমদার। আগামী ২১ ও ২২ নভেম্বর জলপাইগুড়ি শহরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে দলের জেলা সম্মেলন। সেই কারণে ধূপগুড়ি এরিয়া কমিটি থেকে ৩৫ জন প্রতিনিধির নামও এদিন চূড়ান্ত হয়ে যায়। সম্পাদক পদে পুনর্নির্বাচিত জয়ন্ত বলেন, 'গত সম্মেলন থেকে এপর্যন্ত দলীয় কাজের বিস্তারিত আলোচনা এবং আগামীদিনের রূপরেখা তৈরি করেছি আমরা।'

বড়বাড়িতে সৌরচালিত পাম্প থেকে আসছে দুর্গন্ধময় আয়রনযুক্ত জল।

কল থাকলেও মেলে না পরিস্রুত পানীয় জল

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ১৫ নভেম্বর : রয়েছে পানীয় জলের কল। কিন্তু মিলছে না পরিস্রুত পানীয় জল। অপরিস্রুত জলেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিশুদের রান্না চলছে। কখনো-কখনো কিলোমিটার দুয়েক দূরে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কল থেকে পানীয় জল বয়ে আনতে হচ্ছে। ফলত, চরম দুর্ভোগে পড়েছেন জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বেলাকোবা গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়বাড়ির প্রায় পাঁচশো বাসিন্দা। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলেও না আঁচালে বিশ্বাস নেই বলে গ্রামবাসীদের দাবি।

ওই এলাকায় রয়েছে দুটি সৌরবিদ্যুৎচালিত পাম্প। যেখান থেকে এলাকাবাসীর পরিস্রুত পানীয় জলের সুবিধা পাওয়ার কথা। কিন্তু অভিযোগ, তাঁরা সেই জল পাচ্ছেন না। সেখানে পরিস্রুত পানীয় জল দূর অস্ত। মিলছে পানের অযোগ্য গন্ধময় আয়রনযুক্ত জল। জলপাইগুড়ি সদর পঞ্চায়েত সমিতি থেকে বেলাকোবার বড়বাড়িতে এক পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়ির পাশে এগুলি দুই সময় বসানো হয়েছিল। প্রথমটি বসেছিল বছর দুয়েক আগে। আর দ্বিতীয়টি বসে মাস আটেক আগে অর্থাৎ চলতি বছরের মার্চ মাস নাগাদ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, শুরু থেকেই এগুলি থেকে সুতোর মতো জল পড়ত। একসময় মাস ছয়েক এগুলি বন্ধ ছিল। সম্প্রতি দুর্গাপুজোর আগে মেরামতের পর জল মিললেও তা পানের অযোগ্য দুর্গন্ধময় ও আয়রনযুক্ত বলে ওই গ্রামের বাসিন্দা যামিনী রায়ের অভিযোগ। তিনি বলেন, 'গ্রামে প্রায় একশো ঘর রয়েছে। ঘরপিছু পাঁচজন হিসাবে প্রায় পাঁচশো মানুষ এখন পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন।'

কল্পনা রায় নামে আরেকজন জানান, গ্রামের পাশেই রয়েছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। সেখানে ওই অপরিস্রুত জলেই শিশুদের জন্য রান্নাবান্না করা হয়। গ্রামের কয়েকজন প্রায় কিলোমিটার দুয়েক দূরে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ট্যাপ থেকে পানীয় জল বয়ে আনেন বলে স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্বজিৎ রায় জানান। গ্রামের বাসিন্দা অমলকুমার দাসের কথায়, 'ওই এলাকায় দু'বছর আগে পাম্প বসানো হয়েছিল। কিছুদিন ভালো থাকার পর দুর্গন্ধময় আয়রনযুক্ত জল পড়া শুরু হয়। ওই জল পানের অনুপযুক্ত।'

মিনু রায় বর্মনের অভিযোগ, গ্রামে ৭০-৮০টি ঘর রয়েছে। অথচ ওই পাম্পের জলে দুর্গন্ধ ও পর্যাপ্ত আয়রন থাকায় পান করা যায় না। বোতলে জল ধরে রাখলে নীচের দিকে ওই আয়রনের স্তর পড়ে যায়। সুপেয় পানীয় জলের জন্য প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে বেলাকোবার জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ট্যাপ থেকে জল বয়ে আনতে হয়। দ্রুত এই সমস্যা সমাধানের দাবি জানান এলাকাবাসী প্রণব রায়।

এ প্রসঙ্গে বেলাকোবা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যা লিকশ্রী রায়ের কথায়, 'পানীয় জল নিয়ে সমস্যা রয়েছে। সেই সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আসা করা যায়, দ্রুত সমস্যাটি মিটে যাবে।' সব মিলিয়ে গ্রামের এত মানুষের জলসমস্যার শেষ অবধি কবে সমাধান হয় এখন সেটাই দেখার।

পুকুর পরিদর্শন

ধূপগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : শুক্রবার দুপুরে ধূপগুড়ি সুপার মার্কেট চত্বরে থাকা বাজার সমিতির দেড় বিঘা পুকুর পরিদর্শন করেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। গত বছর এই বিশাল পুকুরটি সাফাই করে সৌন্দর্যায়নের উদ্যোগ নেওয়া হলেও শেষপর্যন্ত চারধার সাফাই করেই কোনও এক অজ্ঞাত কারণে ওই কাজ থমকে যায়। এদিন অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) রূপক রায়, মহকুমা শাসক পুষ্পা দোলমা লেপচা, পুরপ্রশাসক রাজেশকুমার সিং পুকুরটি ঘুরে দেখেন। পাড় সংস্কার সহ চারিদিকে ঘেরা দিয়ে সৌন্দর্যায়নের পাশাপাশি মাছ চাষ বা বোটিংয়ের ব্যবস্থা করে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের প্রস্তাব রয়েছে। এবিষয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকরা মুখ না খুললেও পুর প্রশাসক বলেন, 'পুকুরপাড় বাঁধাই করে বসার জায়গা ও হাঁটার ব্যবস্থা হলে ভালো হবে। এ নিয়ে জেলা প্রশাসন এবং জেলা বাজার সমিতিকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।'

জেলার খেলা

ধ্রুবর ৫৯

ময়নাগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : ময়নাগুড়ি ক্রিকেট লাভার্সের ৬ দলীয় ক্রিকেট শুক্রবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে ইন্দিরা মোড় ৮৭ রানে শহিদগড়কে হারিয়েছে। দেবীনগর বেসিক স্কুল মাঠে প্রথমে ইন্দিরা মোড় ১২ ওভারে ১৬২ রান তোলে। ম্যাচের সেরা ধ্রুব ৫৯ রান করেন। শংকর ২৭ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে শহিদগড় ১২ ওভারে ৯ উইকেটে ৭৫ রানে আটকে যায়। বাবুজি ১৯ রান করেন। সাহেব দাস ১২ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট।

অন্য ম্যাচে দেবীনগর ৩৫ রানে আনন্দনগরের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে দেবীনগর ১২ ওভারে ৫ উইকেটে ১৩০ রান তোলে। ৬২ রান করেন ম্যাচের সেরা অজয় বাগচী। সুজিত ২০ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে আনন্দনগর ৭ উইকেটে ৯৫ রানে আটকে যায়। ঋক ১০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

বাইকে বিশ্বজয়ের ভাবনা মহিলার

নাগরাকাটা, ১৫ নভেম্বর : নেপাল থেকে বাইক নিয়ে বিশ্বভ্রমণে বেরোলেন ৫৫ বছরে এক মহিলা। ঝাপা জেলার মেচিনগর পুরসভার অন্তর্গত বুধবারে অঞ্চলের বাসিন্দা সুশীলা উপরেতি তিওয়ারি। তিনি শুক্রবার অসম থেকে ডুয়ার্স হয়ে সিকিমের উদ্দেশে রওনা হন। সকালে লুকসান লাগোয়া ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে পৌঁছাতেই এলাকার বাসিন্দারা তাঁকে সংবর্ধনা দেন। মহিলার সাহস ও ইচ্ছেশক্তিকে কুর্নিশ জানিয়েছেন সকলেই। সুশীলা বলেন, 'মেয়েরা যে কোনও কিছুতেই পিছিয়ে নেই, সেটা প্রমাণ করতেই আমার এমন প্রয়াস।' ডুয়ার্সের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছেন তিনি। আগামী ২২ নভেম্বর গ্যাংটক থেকে ফের নেপাল হয়ে থাইল্যান্ডের উদ্দেশে যাত্রা করবেন সুশীলা। ঘণ্টায় ৮০-৯০ কিলোমিটার বেগে বাইক চালিয়েও তাঁর কোনও সমস্যা হচ্ছে না বলেও তিনি জানিয়েছেন।

পথবাতি প্রদান

নাগরাকাটা, ১৫ নভেম্বর : ভুটান সীমান্তের চার পাহাড়ি গ্রামের জন্য সৌরবিদ্যুৎচালিত পথবাতি দিল সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি)-এর মালবাজারের ৪৭তম ব্যাটালিয়ন। শুক্রবার গরুবাথান ব্লকের ঝালংয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ঝালং সহ গৈরিবাস, গোদক ও হিলার এলাকার বাসিন্দাদের ওই পথবাতি দেওয়া হয়। ওই অনুষ্ঠানে স্থানীয়দের নিয়ে এসএসবি'র তরফে একটি ভলিবল প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। বাহিনীর কমান্ডান্ট সন্তোষ কুমার বলেন, 'নাগরিক কল্যাণ কর্মসূচির মাধ্যমে পথবাতিগুলি দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতেও সীমান্তের বাসিন্দাদের স্বার্থে আমাদের এমন উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।'

শীতের পড়ন্ত বিকেলে। শুক্রবার লাটাগুড়িতে শুভদীপ শর্মার তোলা ছবি।

'বাঁদরামিতে' নাজেহাল, নিরুপায় বন দপ্তর

শুভ দত্ত

বানারহাট, ১৫ নভেম্বর : ধরুন আপনি নিজের ঘরে কোনও কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ শুনলেন 'মিলিটারি এসেছে, মিলিটারি এসেছে' চিৎকার। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে সাবধান হতে যাবেন, কিন্তু দেখলেন ততক্ষণে 'বাঁদরামি' সারা। শুনতে হয়তো খানিক মজার মনে হচ্ছে কিন্তু এইরকমই প্রায় দুই শতাধিক বাঁদর যাদের দল এলাকায় ঢুকলে আওয়াজ ওঠে 'মিলিটারি এসেছে' বলে, তাদের বাঁদরামিতে অতিষ্ঠ বানারহাটের মানুষ। বাড়িতে ঢুকে খাবার-দাবার লুঠ করা তো রয়েছেই। এর পাশাপাশি উৎপাতের তালিকায় নতুন সংযোজন স্কুলের ক্লাস চলাকালীন সেখানে পড়াশোনা ভন্ডুল করে দেওয়া। যদিও এবিষয়ে সম্পূর্ণ হাত তুলে দিয়েছে বন দপ্তর। বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার ধ্রুবজ্যোতি বিশ্বাসের কথায়, 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন-১৯৭২ অনুসারে বাঁদরকে বন্যপ্রাণীর তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আইন অনুসারে আমাদের এই বিষয়ে কিছু করার নেই।'

কিছু বছর আগেও চা বাগান পেরিয়ে বানারহাট এলাকায় কিছু বাঁদর ঢুকত। কিন্তু বর্তমানে জঙ্গলে

বানারহাট কলোনিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাঁদরের দল।

পর্যাপ্ত খাবার না পেয়ে পাকাপাকিভাবে লোকালয়েই ঘাঁটি গেড়েছে অসংখ্য বাঁদর। আর আদর্শপল্লি এলাকার ১ এবং ২ নম্বর কলোনি, ক্ষুদিরামপল্লি ও সুকান্তপল্লিতে রোজ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এই বাঁদররা। এদের হাত থেকে ঘরের জিনিস রক্ষা করতে স্থানীয়রা নানা উপায়ে বড় বাঁদরদের আটকাতে সক্ষম হলেও বুদ্ধির জোরে হার মানতে হয়েছে বাঁদরদের কাছে। বাঁদরেরা দলের সব থেকে ছোট সদস্যকে এক্ষেত্রে ঘরে ঢুকিয়ে হামলা চালাচ্ছে।

কিছুদিন আগে এইরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে আদর্শপল্লি এলাকার বাসিন্দা রিজু সরকারের। তাঁর কথায়, 'কিছুদিন আগে সকালের দিকে টেবিলে কিছু খাবার রাখা ছিল। হঠাৎ দেখি সে সমস্ত হাপিস হয়ে গিয়েছে। বাইরে বেরিয়ে দেখি এক খুদে বাঁদর সেসব নিয়ে বসে আছে আর বাকিরা সেগুলো ভাগ করে নিচ্ছে।' আর এই সমস্যা প্রায় রোজকারের বলে তিনি জানান।

অন্যদিকে, আরেক বাসিন্দা দেবজিৎ বারুইয়ের অভিজ্ঞতায়, 'আগে সামান্য ধাওয়া দিলে বাঁদরের দল পালিয়ে যেত। কিন্তু বর্তমানে বাঁদরের হাত সাফাইয়ের কাজে সামান্য ব্যাঘাত ঘটলে দাঁতমুখ খিচিয়ে হামলা চালায়। এলাকায় বাঁদরের কামড়ে জখম হয়েছেন প্রচুর মানুষ।' শুধু খাবার ও জিনিস ধ্বংস ছাড়া বাঁদর থেকে রোগ ছড়ানোর আশঙ্কাও করেছেন তিনি।

বানারহাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুকল্যাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'প্রায় সময় স্কুল চলাকালীন ক্লাসরুমের বারান্দায় বাঁদর চলে আসে এতে সমস্যা হয়। এমনকি স্কুলের বেশ কিছু ক্লাসের সিলিং বাঁদরের দল নষ্ট করে ফেলছে।'

হাতির হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। - সংবাদচিত্র

বন দপ্তর ঠুঁটো জগন্নাথ, ক্ষোভ এলাকার কৃষকদের

হাতির হানা থেকে নিস্তার চায় আমগুড়ি

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : হাতির হামলা থেকে যেন কিছুতেই রেহাই পাচ্ছে না ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকাবাসী। দিনেরবেলায় নদীর চরে আর সন্ধে নামতেই নদী পেরিয়ে গ্রামে ঢুকে পড়ছে ৪০ থেকে ৫০টি হাতির দল।

বৃহস্পতিবার রাতেও গ্রামে হাতির দল এসে কয়েক বিঘা জমির ধান সাবাড় করেছে। শুধু ধানই নয়, গ্রামে সদ্য বসানো কয়েক বিঘার চা গাছের পাতাও তছনছ করেছে। গ্রামে লাগাতার হাতির হানা দেখেও বন দপ্তর ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছে, অভিযোগ স্থানীয়দের। বনকর্মী না হোক হাতি তাড়াতে পটকা, সার্চলাইটের দাবি জানিয়েছেন গ্রামবাসী। যদিও হাতি তাড়াতে লাগাতার নজরদারির পাশাপাশি কুইক রেসপন্স টিমও গঠন করা হচ্ছে বলে দাবি করছে বন দপ্তর। গরুমারার ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেনের বক্তব্য, 'ধান পাকার মরশুমে হাতির হানা রুখতে বিভিন্ন এলাকায় কুইক রেসপন্স টিম গঠন করা হয়েছে। বনকর্মীরাও রাত জেগে হাতি তাড়াচ্ছেন।'

এদিন সকালে গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গ্রামে এলেন আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দিলীপ রায়। তিনি বলেন, 'হাতির হামলায় সর্বশান্ত এলাকার কৃষকরা।' বন দপ্তর হাতি তাড়াতে কেন কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। হাতির হানা নিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে বন দপ্তরের আরও কড়া নজরদারি প্রয়োজন বলে জানালেন ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদরঞ্জন রায়।

আমগুড়ি গ্রামের জলঢাকা নদী লাগোয়া বেতগারা ও নাকটানিবাড়ির চর। বেতগাড়া থেকে প্রায় চার কিমি ও নাকটানিবাড়ি থেকে আনুমানিক তিন কিমি দূরে গরুমারার জঙ্গল। বছর কয়েক আগে পর্যন্তও গ্রামে নিশ্চিন্তে আবাদ করতেন চাষিরা। গ্রামে হাতি এসে উৎপাত চালাবে, একথা স্বপ্নেও ভাবেননি গ্রামের বাসিন্দারা। তবে বছর দুয়েক হল পরিস্থিতি বদলেছে। বেড়েছে দাঁতালের প্রকোপ। প্রতিবছর ধান পাকতে শুরু করলেই হাজির মূর্তিমান বিভীষিকার মতো বুনোর দল। গত সপ্তাহখানেক ধরে গ্রামের পাশের জলঢাকা নদী পেরিয়ে ঘাসবনে আশ্রয় নিয়ে রয়েছে ৪০ থেকে ৫০টি হাতির একটি দল। দিনেরবেলায় বনের ভেতর ঘাপটি মেরে থাকলেও সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে দিচ্ছে তাণ্ডব।

নদী পেরিয়ে গ্রামে ঢুকে দলটি সাবার করছে বিঘের পর বিঘা জমির ধান। বেতগাড়ার স্থানীয় কৃষক সুধীর রায়, কামা রায়, গিরিশ রায়দের বক্তব্য, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে প্রায় সারারাত জমিতে তাণ্ডব চালিয়েছে হাতিগুলো। একই ছবি নাকটানিবাড়ির চরেও। শুধু ধানখেতেই নয় গ্রামের বেশ কয়েকটি চা বাগানেও হাতির দলের চলাফেরায় নতুন লাগানো সমস্ত গাছ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। গ্রামে মোট ১০ থেকে ১২ বিঘা জমির ধান খেয়ে শেষ করেছে হাতিরা। এই ক্ষতির মুখে পড়ে হাতির হানা রুখতে বন দপ্তরের দ্রুত পদক্ষেপ দাবি করছে এলাকার চাষিরা।

ক্ষতির মুখে

- গ্রামে ১০- ১২ বিঘা ধান সাবাড় করেছে বুনোর দল
- সদ্য বসানো চা গাছ তছনছ করেছে
- পঞ্চায়েত প্রধান পরিদর্শনে এসে আঙুল তুলেছে বন দপ্তরের দিকে
- বন দপ্তরের দাবি, হাতির হানা রুখতে রাতভর কাজ করছে কুইক রেসপন্স টিম

'খড়ের ছাউনির নীচে আর কতদিন'

আবাস তালিকায় ব্রাত্য বেরুবাড়ির আদিবাসীরা

অমিতকুমার রায়

মানিকগঞ্জ, ১৫ নভেম্বর : রাজ্যজুড়ে চলছে আবাস যোজনার সমীক্ষা। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে ইতিমধ্যেই প্রথম পর্যায়ের সমীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু আবাস যোজনার উপভোক্তাদের তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন এলাকার গৃহহীন আদিবাসীরা। এতেই ক্ষোভের সঞ্চার ঘটেছে আদিবাসী মহলে। অভিযোগ, পাকা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও এলাকার অনেকের উপভোক্তা তালিকায় নাম রয়েছে। অথচ জীর্ণ মাটির ঘরে থেকেও সরকারি পাকা ঘরের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে আদিবাসী সমাজকে। এমন পরিস্থিতিতে ঘরের দাবিতে এলাকার নেতা, জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে ব্লক প্রশাসনের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন তাঁরা।

দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুমিত্রা দেব অধিকারীর মন্তব্য, '২০১৮ সালে আগের বোর্ডের আমলে তালিকা তৈরি ও জিওট্যাগ করা হয়েছিল। সেসময় কোনও কারণে ঘরের তালিকা থেকে আদিবাসীদের নাম বাদ পড়ে গিয়েছিল। বিষয়টি ব্লক প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা চলছে।'

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ খানিকটা এলাকাজুড়ে আদিবাসীদের বসবাস। পঞ্চায়েত দপ্তর সূত্রে খবর, এই গ্রাম পঞ্চায়েতের চড়কডাঙ্গা, সাঁওতালপাড়া, কালীতলা, শিরীষপাড়া, নতুন বস্তি, দইখাতা, চিলডাঙ্গা, বর্গীডাঙ্গার মতো গ্রামগুলিতে মূলত আদিবাসী জনজাতির বাস। তাঁরা পেশায় হয় কৃষক, নয় চা শ্রমিক। বিশ্বায়নের যুগে আজও তাঁদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটেনি।

শিরীষতলার বাসিন্দা সন্তোষ হেমব্রম বলেন, 'এলাকায় ১৬টি আদিবাসী পরিবারের বসবাস। কিন্তু আবাসের তালিকায় একটি বাড়িরও নাম নেই।' রাজু মুর্মুরও একই অভিযোগ, 'আজও আমাদের মাটির ঘরে দিন গুজরান করতে হয়। তবুও সরকারি ঘর পাইনি।' অথচ পাকা বাড়ি আছে এমন বহুজনের নাম রয়েছে আবাসের তালিকায় বলে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন তিনি। একই সুরে সুর মিলিয়ে স্থানীয় চম্পা টুডুর বক্তব্য, 'আজও আমাদের ছাপরার ঘরে থাকতে হয়। অনেককে আবার ত্রিপল টাঙিয়ে রাত কাটাতে হচ্ছে।'

ভোট আসে ভোট যায়। সরকার বদলায়। তবুও তাঁদের ছাপোষা জীবনের ছবিটা একই রয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ করলেন এলাকার এক তরুণ নবীন মালপাহাড়ি। তাঁর কথায়, 'সরকারি সুযোগসুবিধা থেকে আমরা চিরকাল বঞ্চিত। ঘরের জন্য এলাকার শাসক নেতা থেকে শুরু করে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে গিয়ে আবেদন জানিয়ে এসেছি। কিন্তু ফল কী হবে জানি না।'

নতুন বস্তি এলাকায় আজও এমন মাটির ঘরে দিন কাটে আদিবাসীদের।

> এলাকায় ১৬টি আদিবাসী পরিবারের বসবাস। কিন্তু আবাসের তালিকায় একটি বাড়িরও নাম নেই।
>
> **-সন্তোষ হেমব্রম**
> *শিরীষতলার বাসিন্দা*

২৭টি রাস্তা সংস্কারে বরাদ্দ ৪৫ কোটি

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : জেলার প্রত্যন্ত গ্রামগুলি থেকে চা বাগান এলাকা পর্যন্ত রাজ্য সরকার ২৭টি গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণের প্রকল্প নিয়েছে। রাস্তাগুলির জন্য রাজ্য বরাদ্দ করেছে ৪৫ কোটি টাকা। স্টেট ফান্ড থেকেই এই রাস্তাগুলির জন্য টেন্ডার করা হয়েছে। কারা সেই কাজের বরাত পাবেন সে বিষয়েও টেন্ডার স্ক্রুটিনি করা চলছে। খুব শীঘ্রই নির্মাণকাজ শুরু হবে বলে জানালেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থার কার্যনির্বাহী ইঞ্জিনিয়ার জ্যোতির্ময় সিনহা।

জলপাইগুড়ির একাধিক গ্রামীণ এলাকা থেকে চা বাগানের সংযোগকারী রাস্তাগুলি দীর্ঘদিন ধরে জরাজীর্ণ দশায় পড়ে রয়েছে। চলাচলে প্রতিনিয়ত ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছিল সাধারণকে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলের তরফে বেহাল রাস্তা সংস্কারের গালভরা আশ্বাস দেওয়ার পরেও সেগুলোর ছবি পালটায়নি। এতদিন পর সেই কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হওয়ায় স্বস্তি মিলেছে স্থানীয় মহলে।

ডাবগ্রাম-২ নম্বর পঞ্চায়েতের সাহু সেতু থেকে ফাড়াবাড়ি নেপালি বস্তি হয়ে ক্যানাল রোড পর্যন্ত প্রায় ছ'কিমির রাস্তাটি সংস্কার করতে ৩ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা খরচ হবে। রাজগঞ্জের ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের কাছে সারিয়াম থেকে ফকিরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়ে আমবাড়ি ফালাকাটা রোড পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কিমি রাস্তা সংস্কারের জন্য খরচ করা হবে ২ কোটি।

মেটেলির বিটি রোড থেকে মাটিয়ালি চৌপথি হয়ে জুরন্তী চা বাগান পর্যন্ত ৪ কিমি রাস্তার সংস্কার করার জন্য দেড় কোটির অর্থবরাদ্দ রয়েছে। বানারহাটের মোগলকাটা চৌপথি থেকে কলাবাড়ি চা বাগান পর্যন্ত চলাচলের প্রায় অযোগ্য রাস্তাটির সংস্কারকাজে ধরা হয়েছে ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। মালবাজারের পূর্ব ডামডিম মোড় থেকে নেপুচাপুর চা বাগান পর্যন্ত রাস্তারটির সংস্কারে ২ কোটি এবং জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পলিটেকনিকের সামনে থেকে ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগান পর্যন্ত পথের হাল ফেরাতে ২ কোটি টাকা ধরা হয়েছে প্রকল্পে। নভেম্বরের শেষের দিক থেকে রাস্তা মেরামতির কাজ শুরু হবে, এমনটাই জানিয়েছে রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা।

অবশেষে

- গত পঞ্চায়েত ভোটে রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস মিললেও ভোগান্তির ছবি বদলায়নি।
- অবেশেষে টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ করে নির্মাণকাজের বরাদ্দ আসায় খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা
- শীঘ্রই কাজ শুরু হবে, জানালেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা

ডুডুয়া নদী থেকে ফের বালি চুরি

অভিযান সত্ত্বেও বেপরোয়া

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : গত বছর বর্ষার ঘটনা। বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে নতুন শালবাড়িতে বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ডুডুয়া নদী থেকে অবাধে বালি তোলায় বাঁধ দিয়ে জল গ্রামে ঢুকে গিয়েছিল। এখন ফের সেখান থেকেই বালি তুলে পাচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। একেবারে প্রকাশ্যে দিনের বেলায় নদীতে ট্র্যাক্টর নামিয়ে তাতে বালি তোলা চলছে। এতে একদিকে যেমন বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তেমনি কাঁচা রাস্তা দিয়ে বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর চলাচলে বেহাল পরিস্থিতি হয়েছে রাস্তার। ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে গাদং-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সরব হলেও বালি মাফিয়ারা তাতে পাত্তা দিতে নারাজ। প্রধান পারমিতা রায় সরকারের কথায়, 'খোঁজ নিয়ে দেখে প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। একাধিক অভিযানও চালানো হয়েছে। তবুও বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য কমছে না। কড়া পদক্ষেপের জন্য ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকদের জানানো হবে।'

এদিকে, এর আগে পাচারকারীদের রুখতে নানা অভিযান চালানো হয়েছে প্রশাসনের তরফে। বছর তিনেক আগে তাঁদের ওপর হামলা করা হয়। পাচার রুখতে গেলে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকদের গাড়িতে বড় গাড়ি নিয়ে হামলা চালায় বালি মাফিয়ারা। ওই ঘটনার পরবর্তীতে পুলিশি পদক্ষেপ করায় দৌরাত্ম্য অনেকটাই কমেছিল। কিন্তু সম্প্রতি ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে তারা। ইজারা নেই, এমন জায়গা থেকে অবাধে বালি তুলে পাচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে বাঁধের ক্ষতির আশঙ্কায় সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা জানিয়েছেন, অনবরত বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর চলায় এলাকা থেকে জাতীয় সড়কে ওঠার রাস্তার বেহাল পরিস্থিতি হয়েছে। বড় বড় গর্তে দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। কয়েকজন অসাধু মানুষের কাজের জন্য বর্ষায় ভুগতে হচ্ছে তাঁদের। প্রশাসন ও পুলিশ এর আগে যেভাবে অভিযান চালিয়ে অবৈধ চক্র বন্ধ করে দিয়েছিল, এখনও একইভাবে একটানা অভিযান চালানো প্রয়োজন। স্থানীয় বাসিন্দা জানিয়েছেন, বালি মাফিয়া হঠাৎই সক্রিয় হয়ে উঠেছে। পুলিশি অভিযান না হলে এদের রুখে দেওয়া অসম্ভব।

ধূপগুড়ির ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক জয়দীপ ঘোষ রায় বলেন, 'দ্রুত অভিযান চালানো হবে। প্রয়োজনে পুলিশকে সঙ্গে নিয়েও অভিযান হবে।'

অভিযান চালিয়েও কতটা বন্ধ করা সম্ভব হবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। চক্রের সঙ্গে জড়িতরা গভীর রাতেও নদী থেকে বালি তুলছে। এর জন্য গ্রামবাসীদের সতর্ক থাকতে হবে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকদের একাংশ।

> দ্রুত অভিযান চালানো হবে। প্রয়োজনে পুলিশকে সঙ্গে নিয়েও অভিযান হবে।
>
> **-জয়দীপ ঘোষ রায়**
> *বিএলএলআরও, ধূপগুড়ি*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

ছুটির পর।। ডুয়ার্সের রেতি ফরেস্টে কৌশিক নন্দীর ক্যামেরায়।

বঞ্চিতদের সঙ্গে বিডিও'র বৈঠক

জলপাইগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : খালি হাতে ফিরতে হয়েছিল বৃহস্পতিবার। তবে শুক্রবার আবাস যোজনায় বঞ্চিত গ্রামবাসীদের সঙ্গে দেখা করে কিছুটা আশ্বাস দিলেন জলপাইগুড়ি সদর বিডিও মিহির কর্মকার। ঠকপাড়া, তাঁতিপাড়া, বোদাপাড়া, তিস্তার চর, বানিয়াপাড়ার বাসিন্দারা এদিন দুপুরে সদর বিডিও অফিসে যান। তাঁদের অভিযোগ, ২০১৮ সাল থেকে সরকারি প্রকল্পের ঘরের জন্য তাঁরা আবেদন করছেন। তবে এই পাঁচ গ্রামের প্রায় ৫০০ পরিবারের নাম কোনওদিন আবাস যোজনার তালিকায় ওঠেনি।

নন্দনপুর বোয়ালমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁশকুঠিয়া ১৭/২১৫ বুথের কুড়ি জনের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে এদিন বিডিও বৈঠকে বসেন। প্রায় এক ঘণ্টা তাঁদের কথা হয়। বাসিন্দাদের জানিয়েছেন, আবাস যোজনার তালিকার জন্য ঠিক করে সার্ভে করা হয়নি। বৈঠকের শেষে বিডিওর আশ্বাসে তাঁরা হাসিমুখে বেরিয়ে আসেন। প্রতিনিধিদলের সদস্য প্রদীপ তন্ত্র জানান, 'বিডিও সাহেব আমাদের নামের তালিকা এবং আধার কার্ডের কপি জমা দিতে বলেছেন।' তৃণমূলের সদর ব্লক সভাপতি নির্মল রায় বলেন, 'আমাদের আর্জি মেনে নতুন করে সমীক্ষা করে তালিকা বানানোর ক্ষেত্রে যথাযথ চেষ্টা করবেন বলে জানিয়েছেন বিডিও।'

সরকারি মেলার সূচনা

বেলাকোবা, ১৫ নভেম্বর : শুক্রবার বেলাকোবায় 'বাংলা মোদের গর্ব' কর্মসূচির সূচনা হয়। ছাত্রছাত্রী, নৃত্যশিল্পীদের নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা কলেজ মোড় হয়ে বাজার পরিক্রমা করে। এরপর প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিন। রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, পুলিশ সুপার প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। জেলা শাসক বলেন, 'রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য এই মেলা।'

হাইওয়েতে টোটো ধরছে পুলিশ

ধূপগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : নিষেধাজ্ঞা জারি হলেও নেই নজরদারি। আর তার জেরেই জাতীয় সড়ক ও এশিয়ান হাইওয়ের ওপর পণ্য ও যাত্রী নিয়ে ছুটছে টোটো। আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের (আরটিও) নজর না থাকায় সড়কে বাড়ছে ঝুঁকির যাত্রা। পুলিশের তরফে হাইওয়েতে টোটো চলাচল বন্ধের নির্দেশিকা লাগানো হয়েছে। তবে সেই নির্দেশিকাই সার, আইন অমান্য করে দেদার চলছে টোটো। রাজ্য সরকারের তরফে নির্দেশিকা জারি করে হাইওয়ের উপর টোটো চলাচলে রাশ টানা হয়েছে। হাইওয়ের উপর টোটো নিয়ে চলাচল করা যাবে না এই মর্মে ধূপগুড়িজুড়ে প্রচার করেছে ট্রাফিক গার্ড। এমনকি এশিয়ান হাইওয়ের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে ব্যানার লাগিয়ে টোটো চলাচল বন্ধের নির্দেশিকা লাগিয়ে দেওয়া হয়। ট্রাফিক গার্ড কয়েকদিন অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকজন টোটোচালককে আটক করে। পরে তাঁদের সর্তক করে ছেড়ে দেওয়া হয়।

এদিকে চালকদের দাবি, টোটোর উপর নির্ভর করে তাঁদের সংসার চলছে। প্রতিদিন যা উপার্জন হয় তাতেই সংসারের খরচ এবং টোটোর কিস্তি মেটানো চলে। এভাবে টোটো চলাচল বন্ধ করে দিলে তাঁদের পথে বসতে হবে। টোটোচালকরা জানান, বিকল্প রাস্তার ব্যবস্থা করা হলে তাঁরা হাইওয়েতে টোটো চালানো বন্ধ করবেন। জলপাইগুড়ির আরটিও নবীনচন্দ্র অধিকারী বলেন, 'পুলিশ অভিযানে নেমেছে। আরটিও দপ্তর থেকে অভিযান চালানো হচ্ছে। এই অভিযান ধারাবাহিকভাবে চলবে।'

দ্বিতীয় বর্ষে রাস উৎসব

জলপাইগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : রাস উৎসব উপলক্ষ্যে রাসলীলা এবং নাম সংকীর্তনের আয়োজন করা হল জলপাইগুড়ির উত্তর সুকান্তনগর এবং সেনপাড়ায়। শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ নগেন বাউলি আনন্দ আশ্রম কমিটির পরিচালনায় ধুমধাম করে রাসের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে সংকীর্তন ও পদাবলি পরিবেশন করবেন জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মাথাভাঙ্গার বিভিন্ন শিল্পীরা। ১৫-১৭ নভেম্বর পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলবে। এদিন মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তদের ঢল নামতে দেখা যায়। মন্দির কমিটির সদস্য বাবাই দাস বলেন, 'মন্দিরটি রাধাগোবিন্দ নগেন বাউলি মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল। আগে শুধু গোপালের পুজো হলেও এখন শ্রীকৃষ্ণের পুজো করা হয়।'

জরদা সেতুতে বন্ধ যান চলাচল

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : প্রায় বছর দুই ধরে বন্ধ সেতু। সেতু বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয় পথচারী থেকে স্থানীয়রা বলে অভিযোগ। আমরা বলছি, ময়নাগুড়ি শহরের ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে অবস্থিত জরদা সেতুর কথা। উত্তরবঙ্গ সংবাদে 'বিপজ্জনক দুর্বল জরদা সেতু' শীর্ষক খবর প্রকাশিত হয়েছিল। এরপরেই বিশেষজ্ঞরা সেতু পরিদর্শন করে চলাচল বন্ধ করে দেন। এদিকে দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও নতুন সেতু নির্মাণের কাজ কেন এগোচ্ছে না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে জনমানসে। পাশে অবস্থিত দ্বিতীয় জরদা সেতু দিয়েই এখন চলছে যাতায়াত।

ময়নাগুড়ি নাগরিক চেতনার সম্পাদক অপু রাউতের অভিযোগ, 'সেতুটি দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ থেকে পরিবহণকর্মী সকলেই। আমরা কয়েকদিন আগেও এবিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে স্মারকলিপি দিয়েছি।'

সেতু নিয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের (এনএইচআই-নাইন) এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দেবব্রত ঠাকুরের বক্তব্য, 'জরদা সেতুর ডিসিআর এখনও তৈরি হয়নি।' উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ৩১ নম্বর সড়ক পথ। মালবাজার-ময়নাগুড়ি হয়ে সড়কটি গিয়েছে ধূপগুড়ির দিকে। শহরের ওপর পাশাপাশি জোড়া জরদা সেতু। পুরোনো সেতুটি ব্রিটিশ আমলের। সেবক করোনেশন সেতুর আদলে তৈরি। পাশেই বামফ্রন্ট আমলে নির্মিত দ্বিতীয় সেতু। ব্যস্ততম এই সড়কের পুরোনো জরদা সেতুটি দীর্ঘ সময় ধরে বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

এখনও পর্যন্ত নতুন করে সেতু নির্মাণ বা পুরোনো সেতুটি মেরামতির কাজ করে সত্বর চালু করা হবে সেবিষয়ে কিছুই জানতে পারিনি বলে অভিযোগ করেন পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায়। তিনি বলেন, 'জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি দ্রুত পদক্ষেপ করা হোক।'

বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক চঞ্চল সরকার বলেন, 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করব। সেতুটি বন্ধ থাকায় সমস্যা হচ্ছে।'

ময়নাগুড়ি শহরে ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা পুলক রায় বলেন, 'আমি একজন বাসচালক। পুরোনো সেতুটি বন্ধ থাকায় নতুন জরদা সেতুতে যানজটের সৃষ্টি হয় প্রতিনিয়ত।'

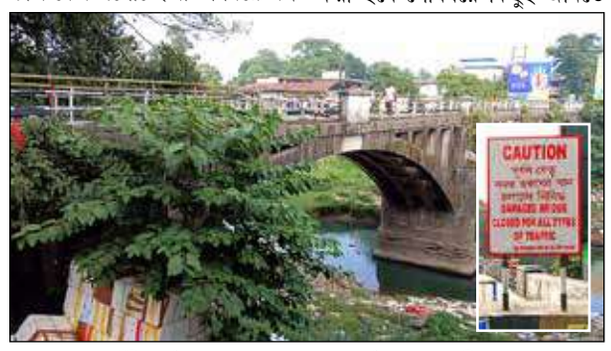

ঝুঁকিপূর্ণ সেতুতে যাতায়াতে দুর্ভোগ। ময়নাগুড়িতে।

জন্মজয়ন্তীতে বিরসা-স্মরণ সব দলের

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৫ নভেম্বর : ভগবান বীর বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী শুক্রবার পালন হল জলপাইগুড়িজুড়ে। 'ধরতি আবা' হিসেবে পরিচিত ওই স্বাধীনতা সংগ্রামীকে দলমতনির্বিশেষে আদিবাসী সমাজের পাশাপাশি অন্যরাও স্মরণ করেছেন। মালবাজারের রাঙ্গামাটি চা বাগানের সুন্দরী লাইনে সরকারি উদ্যোগে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে ছিলেন আদিবাসী উন্নয়নমন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক, জেলা শাসক শামা পারভিন, পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন, ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ, মালবাজারের মহকুমা শাসক শুভম কুণ্ডল প্রমুখ। মন্ত্রী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সাতদিন ধরে সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিরসা জয়ন্তী পালনের অনুষ্ঠান হবে। ১৭ এবং ১৮ নভেম্বর শিলিগুড়িতে বার্ষিক আদিবাসী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রয়েছে। ২০ ও ২১ নভেম্বর আদিবাসী অধ্যুষিত ব্লকগুলিতে হবে জয় জোহরমেলা।'

মালবাজার শহরে বিরসা জয়ন্তী উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদ। শহরের বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া সংগঠনের কার্যালয়ে আয়োজিত ওই শিবিরের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক। সেখানে ছিলেন আদিবাসী বিকাশ পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তেজকুমার টোপ্পো, বাবলু মাঝি, অমরদান বাক্সলা, গঙ্গা বেগ, মালবাজার পুরসভার কাউন্সিলার অমিতাভ ঘোষ সহ অন্যরা। সংগৃহীত ৫৮ ইউনিট রক্ত মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়।

বেলাকোবা লাগোয়া শিকারপুর চা বাগানে আদিবাসী জনতা ক্লাবের উদ্যোগে বিরসা জয়ন্তী পালিত হয় ফটিঙ্গা লাইনে। শোভাযাত্রা, পড়ুয়াদের নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। বিরসার জীবনদর্শন এবং আত্মত্যাগের ওপর বক্তব্য রাখেন এলাকার প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান কারু কুজুর। আয়োজক ক্লাবের সম্পাদক সঞ্জিত ভগত বলেন, 'নতুন প্রজন্মের কাছে ভগবান বিরসা মুন্ডার কথা তুলে ধরতে এই প্রয়াস।'

বিরসা জয়ন্তী পালিত হয় মেটেলি ব্লকেও। চালসা বীর বিরসা মুন্ডা জন্মজয়ন্তী পালন কমিটি এবং মাটিয়ালি-বাতাবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে চালসা গোলাইয়ে বিরসার মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রদীপ জ্বালান মেটেলির বিডিও অভিনন্দন ঘোষ, জয়েন্ট বিডিও সৌরভ গাটাইত, মেটেলি থানার আইসি মিংমা লেপচা, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অরিন্দম মাইতি প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মাদলের তালে নাচতে দেখা যায় বিডিও সহ অন্যদের। পাশাপাশি এদিন ইনডং মোড় এলাকা, নাগেশ্বরী ও সামসিং চা বাগান, বানারহাটের হলদিবাড়ি চা বাগান মোড় সংলগ্ন এলাকাতেও দিনটি উদযাপিত হয়।

লক্ষ্মীপাড়া ও গ্যান্দ্রাপাড়া চা বাগানেও অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন স্থানীয়রা। নাগরাকাটার বীর বিরসা মুন্ডা মোড়ে বিরসার মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানান বিধায়ক পুনা ভেংরা, নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর, নাগরাকাটার প্রাক্তন বিধায়ক শুক্রা মুন্ডা, সমাজসেবী ধীরাজ ভগৎ, বলিরাম কুজুর, সীমা কেরকেট্টা সহ বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠনের সদস্যরা।

মালবাজারের রাঙ্গামাটি চা বাগানে বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তীতে অনুষ্ঠান।

শনিবার, ৩০ কার্তিক ১৪৩১, ১৬ নভেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৭৭ সংখ্যা

বুলডোজারের ভবিষ্যৎ

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের দর্পচূর্ণ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। যে বুলডোজার যোগী সরকারের প্রতীক বলে প্রচার করা হচ্ছিল, তার চাকা মাটিতে আটকে দিয়েছে বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ। কারও বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ ওঠামাত্র অতিতৎপরতার সঙ্গে বুলডোজার দিয়ে অভিযুক্তের বাড়িঘর ভেঙে ফেলায় বাধা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সর্বোচ্চ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, পুলিশ ও প্রশাসন বিচার বিভাগের ভূমিকা নিতে পারে না।

আদালতের মতে, কেউ অপরাধ করলেই তার বাড়িঘর ভেঙে ফেলার অধিকার সরকারের নেই। বুলডোজার ব্যবহার করে অভিযুক্তদের বাড়িঘর ভাঙা ক্ষমতার অপব্যবহার ছাড়া আর কিছু নয়। সুপ্রিম কোর্টের এহেন রোষাগ্নির মুখে যোগী-রাজ্য সাফাই দিচ্ছে, সরকার কখনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি ধ্বংস করে না। শুধু অবৈধভাবে দখল করা সরকারি সম্পত্তি উদ্ধারের উদ্দেশ্যে বুলডোজার চালানো হয়। সেক্ষেত্রেও সুপ্রিম কোর্ট মনে করিয়ে দিয়েছে, চাইলেই হয় না, অবৈধ নির্মাণ ভাঙার কিছু নিয়ম আছে।

কমপক্ষে ১৫ দিনের শোকজ নোটিশ না দিয়ে কোনও নির্মাণ ভাঙা যাবে না বলে নির্দেশিকাও দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। শুধু উত্তরপ্রদেশ নয়, বুলডোজার ব্যবহারে তথাকথিত ন্যায়বিচারের পথে হেঁটেছে মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকারও। বিজেপি বুলডোজারকে কার্যত ন্যায়বিচারের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেছে। ইদানীং যোগী সরকারের 'বাটেঙ্গে তো কাটেঙ্গে' স্লোগানের পিছনে একধরনের কর্তৃত্ববাদী চেহারা ফুটে উঠেছে।

বুলডোজার দিয়ে অবৈধ নির্মাণ ভাঙা সবসময় বেআইনি নয় নিশ্চয়ই। কিন্তু উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের মতো বিজেপি শাসিত রাজ্যে যে কায়দায় তার ব্যবহার হচ্ছে, সেটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ভারতীয় আইন নির্দোষ কারও ওপর শাস্তির খাঁড়া নামানোর ঘোর বিরোধী। অথচ বুলডোজার দিয়ে অভিযুক্তের বাড়িঘর ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে তার পরিবারকে রাতারাতি রাস্তায় বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

যদিও বিজেপি অপরাধদমনে যোগীর পদক্ষেপগুলিকে সঠিক বলে প্রচার করে। তাই অভিযুক্তদের পাশাপাশি সমালোচক, বিরোধীদের ওপরও বুলডোজার নীতি গ্রহণের পক্ষপাতী বিজেপি। সুপ্রিম কোর্ট মনে করিয়ে দিয়েছে, মহিলা, শিশু এবং বয়স্কদের টেনেহিঁচড়ে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়াটা ক্ষমতার অপব্যবহার মাত্র এবং তা সমর্থনযোগ্য নয়, আইনসম্মতও নয়। কেন না, বাসস্থানের অধিকার নাগরিকদের অন্যতম মৌলিক অধিকার।

বিচারপতিদের স্পষ্ট উচ্চারণে এই অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা অসাংবিধানিকও বটে। অপরাধীদেরও সাংবিধানিক অধিকার থাকে। কে দোষী আর কে দোষী নন, সেটা বিচারের দায়িত্ব শুধু বিচারকের। অন্য কেউ সেটা ঠিক করতে পারেন না। কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নিতে পারেন না। সুপ্রিম কোর্টের এই কথাগুলি মেনে চলা হবে কি না, তা অবশ্য অনিশ্চিত। কারণ গত ১০ বছরে বারেবারে আদালতের নির্দেশ এড়ানো বা লঙ্ঘনের সাক্ষী হয়েছে দেশ।

দেশের আইনকানুনের প্রতি আস্থাশীল হলে ওই ধরনের চটজলদি বিচারের কথা ভাবাই যায় না। আইনবিরুদ্ধ এমন তৎপরতার পিছনে অন্য কিছু নয়, আছে যেনতেনপ্রকারেণ ইতিহাসে নিজেদের নাম খোদাই করার মরিয়া চেষ্টা। কোনও কিছু ভাঙার তুলনায় গড়া অনেক কঠিন। বুলডোজার-রাজ ঠিক তার উলটো পথে হাঁটে। তাই কখনও অপরাধীদের দমনে ঠোক দো উচ্চারিত হয়। আবার কখনও বুলডোজার নীতি গ্রহণ করা হয়।

ক্ষমতায় বসে থাকলেই কেউ যাবতীয় নিয়মকানুনের ঊর্ধ্বে চলে যায় না। তড়িৎগতিতে ন্যায়বিচার পাইয়ে দেওয়ার নামে অবলীলায় আইন ভাঙা তাই সুশাসনের পরিচয় হতে পারে না। যোগী আদিত্যনাথ ও মধ্যপ্রদেশ সরকারের এহেন আইন লঙ্ঘনের শাসন যে আগাগোড়া ভুলে ভরা, সুপ্রিম কোর্ট সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

অমৃতধারা

ক্রোধাগ্নিতে যদি তুমি দগ্ধ হও তার নির্গত ধোঁয়া তোমার চোখকেই পীড়িত করবে। অসংযত চিন্তা যতই হবে, তোমার শান্তিপূর্ণ অবস্থা ততই ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। যেখানে জ্ঞান আছে সেখানে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। শান্তি পাওয়া কত দুরূহ, কেননা তা তোমার নাকেরডগায় বিদ্যমান। নির্বোধ ব্যক্তি কখনই সন্তুষ্ট হয় না, জ্ঞানীজন সদা সন্তুষ্টচিত্ত হয়ে নিজ মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদের সন্ধান পান। ক্রোধান্বিত ব্যক্তি মেজাজ হারানোর সঙ্গে আরও অনেক কিছু হারান। যে শান্ত থাকে তাকে বোকা বানানো যায় না। জনগণের মনের সমতান জাগরুক হলে, ঐক্যবদ্ধ ও সুসংবদ্ধ সমাজের ভিতর তার প্রকাশ ঘটে। বস্তু বা পরিস্থিতি দ্বারা যদি তুমি চমকিত হও, তাহলে তুমি সহজেই হতবিহ্বল হবে।

-ব্রহ্মাকুমারী

ওঁরা কীভাবে বেঁচে, আমরা জানি না

সম্প্রতি অবাক করা দুটো খবর সাড়া ফেলেছে। নারী, শিশু ও গরিবের সমস্যা লাতিন আমেরিকা-আফ্রিকাতেও কম নয়।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

দুটো দেশের দু'রকম দুটো খবর পড়ার পর চুপ করে বসে থাকি। খবর দুটো সত্যি তো? ঠিকঠাক পড়েছি তো?

দুটো দেশই খেলার সূত্রে আমাদের সবার অতি চেনা। ঘরে ঘরে ঢুকে পড়েছে একটা দেশের ফুটবলারদের নাম, একটা দেশের ক্রিকেটারদের নাম।

এই এত চেনা দেশ এত অসংবেদনশীল হয়ে উঠল কী করে? মানবাধিকার লঙ্ঘন সেখানে কোনও ব্যাপারই নয়?

একটা দেশ আর্জেন্টিনা, অন্যটা দক্ষিণ আফ্রিকা।

প্রথমে আর্জেন্টিনার খবর বলি। সে দেশটাকে বলা হত সামাজিক দিক দিয়ে লাতিন আমেরিকার সবচেয়ে প্রগতিবাদী দেশ। মারাদোনা-মেসির দেশ এখন সম্পূর্ণ উলটো পথে হাঁটছে দক্ষিণপন্থী পার্টির নেতা খাভিয়ের মিলেই প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর।

কী ব্যাপার? আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করে দিয়েছেন ফেমিনিজম হল হাস্যকর এক লড়াই। ঠিকঠাক ভাষণ উদ্ধৃত করলে বলতে হবে, 'নারীবাদ হল পুরুষ ও মেয়েদের মধ্যে অস্বাভাবিক লড়াই লাগানোর প্রবণতা'। এবং পরবর্তী ঘোষণা, টিনএজারদের গর্ভপাত আসলে এক ধরনের খুন। মিলেই ধীরে ধীরে সেই সরকারি প্রকল্পগুলোকে নষ্ট করে দিচ্ছেন, যা আসলে নারী-পুরুষ সমানাধিকারের কথা বলত। নিউ ইয়র্ক টাইমসের মতো কাগজে বিশাল প্রবন্ধে বলা হয়েছে, সারা দেশজুড়ে নাবালিকাদের গর্ভবতী হওয়া আটকাতে যাঁরা কাজ করতেন, তাঁদের অনেকেরই চাকরি গিয়েছে। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সরকারিভাবে জন্মনিরোধক পিল বিতরণের কাজ।

অবিশ্বাস্য, না?

আর একটা অবিশ্বাস্য গল্পও শুনে নেওয়া যাক।

দক্ষিণ আফ্রিকার নর্থ-ইস্ট প্রভিন্সে একটা সোনার খনিতে আটকে পড়েছে হাজারখানেক মানুষ। এসব ক্ষেত্রে যা হয়, আলিবাবার গল্পে চিচিং ফাঁকের মন্ত্র ভুলে যাওয়ার মতো। বেচারারা ঢুকেছিল খনির গভীরে। কাউকে কিছু না জানিয়ে। বেআইনি পথে। আর বেরোনোর রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না।

সরকার জানিয়ে দিয়েছে, তারা আর খনির গহ্বর থেকে কাউকে উদ্ধার করবে না। আটকে পড়া মানুষগুলোর আত্মীয়রা জল এবং খাবার পাঠাচ্ছিল। পুলিশ সব আটকে দিয়েছে। বুঝতেই পারছেন, কী ভয়াবহ পরিস্থিতি। গলিত কিছু দেহ বেরোচ্ছে। বাইরের জনতা উত্তেজিত। ততটাই নিরুত্তাপ সরকার।

সরকারি মন্তব্য শুনবেন? ওখানকার এক মন্ত্রী বলেছেন, 'যারা ঢুকেছে, তারা সব অবৈধ কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত। অবৈধভাবে ঢুকেছে সোনা চুরি করে আনার জন্য। সরকার তাদের বের করে আনার জন্য কোনও চেষ্টা চালাবে না।' দক্ষিণ আফ্রিকায় বেআইনিভাবে সোনা পাচার দিনকে দিন বাড়ছে। লক্ষ লক্ষ ডলার ক্ষতি হচ্ছে সরকারের। এই যুক্তিতেই ভেতরের অসহায় মানুষকে সাহায্য করা হচ্ছে না।

আমরা প্রতিদিনই পড়ি ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন যুদ্ধের খবর। রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধের খবর শুনতে শুনতে মনে হয়, এ ব্যাপারটা কি চিরকাল চলবে? বাংলাদেশ ধীরে ধীরে ধর্মান্ধদের হাতে চলে যাচ্ছে শুনলে মন খারাপের বাতাস বয়। আফগানিস্তানে মেয়েদের দুর্দশার খবর শুনে অসহায় মনে হয় নিজেকে। কিন্তু এর বাইরের বিশাল পৃথিবীতেও যে কত অনাচার চলছে, তা জানা হয় না। আর্জেন্টিনা বা দক্ষিণ আফ্রিকার খবর দুটো আমাদের পিছিয়ে নিয়ে ফেলে অনেক আলোকবর্ষ দূরে। আমরা কি এবার তা হলে ধীরে ধীরে পিছনের দিকে চলে যাব?

আর্জেন্টিনা এবং দক্ষিণ আফ্রিকা, দুটো দেশই তাদের মহাদেশে ভাবনাচিন্তায় এগিয়ে থাকা নামগুলোর একটা। চে গেভারা বা নেলসন ম্যান্ডেলার দেশকে আমরা অনুন্নতই বা বলব কী করে? দুটো দেশেই স্বাধীনতার সংগ্রাম গোটা বিশ্বের কাছে অনুপ্রেরণার। সেই সংগ্রামে লড়াকু মানুষগুলোর প্রত্যেকের জীবন নিয়ে একটা উপন্যাস, একটা সিনেমা হতে পারে। সেখানে যখন এই জাতীয় ঘটনা ঘটে, তখন নিজের ওপর বারবার অবিশ্বাস জন্মায়। এটা ঠিক, এটা কি ঠিক? মেয়েদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করা যায়? এমন ব্যবহার করা যায় গরিব দুঃখী অসহায় মানুষদের সঙ্গে?

কোথায় পড়লাম মনে পড়ছে না, সম্ভবত নিউ ইয়র্ক টাইমসেই- এবার মিলেইয়ের আমলে আর্জেন্টিনায় প্রেসিডেন্টের প্রাসাদে 'হল অফ উওমেন' নামটা পালটে ফেলা হয়েছে। নতুন নাম হয়েছে হল অফ আর্জেন্টাইন হিরোজ। সেই ঘরে দেশের বিশিষ্ট নারী চরিত্রদের ছবি টাঙানো ছিল দেওয়ালে। ছবিগুলো সব ফেলে দেওয়া হয়েছে। সেখানে টাঙানো হয়েছে দেশের প্রাক্তন পুরুষ প্রেসিডেন্টদের ছবি। খরচ কমানোর যুক্তি দেখিয়ে আর্জেন্টিনার নতুন প্রেসিডেন্ট বেশ কিছু মন্ত্রক তুলে দিয়েছেন। তার মধ্যে একটা হল মহিলাদের মন্ত্রক।

ঠিক এক বছর আগের নভেম্বরে একইসঙ্গে ক্ষমতায় এসেছিলেন দুই চরম দক্ষিণপন্থী নেতা- আর্জেন্টিনার মিলেই এবং নেদারল্যান্ডসের গির্ট ওয়াইল্ডার্স। তখন ইন্টারনেটে ঘুরছিল নানারকম মিম এবং একটা প্রশ্ন। চরম দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে কি অদ্ভুত হেয়ারস্টাইলের কোনও মিল রয়েছে? মিলেই, ওয়াইল্ডার্স- দুজনেরই চুলের স্টাইল অন্যরকম। একেবারে ট্রাম্প বা বরিস জনসনের মতো।

ট্রাম্প ফিরে আসায় বিশ্বজুড়ে যেসব নেতাদের লাভ হয়েছে, মুখে হাসি ফুটেছে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইজরায়েলের নেতানিয়াহু, ভারতের মোদি, তুরস্কের এর্দোগান, সৌদির মহম্মদ বিন সলমান, ইতালির মেলোনি, উত্তর কোরিয়ার কিম, হাঙ্গেরির ওরবান। এবং অবশ্যই আর্জেন্টিনার মিলেই। অবাক হবেন, ট্রাম্প ফেরায় মস্কোয় পুতিনও খুশি। কৌতূহল থাকছে, মহিলাদের নিয়ে মিলেইয়ের মন্তব্য ট্রাম্প-মোদি-পুতিনরা কতটা অনুমোদন করবেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যাটা একটু আলাদা। স্টিলফনটেইন নামে যে জায়গায় খনির মধ্যে কয়েক হাজার লোক আটকে, সেখানে অনেক বিদেশিও রয়েছেন। বিশেষ করে মোজাম্বিক ও লেসেথো, দুই দেশের। এই লোকগুলোকে স্থানীয়রা বলেন, জুলু জুলু। মানে কী? যাঁরা যে কোনও সুযোগেই ঝোপ বুঝে কোপ মারে। সরকারের বক্তব্য, এই লোকগুলোর জন্যই সরকারের বছরে কয়েক লক্ষ ডলার ক্ষতি হয়। অনেক খনি বন্ধ হয়ে গিয়েছে, চাকরি গিয়েছে অনেকের। এই অপরাধীদের ছেড়ে দেওয়াটাই অন্যায় হবে।

আফ্রিকায় কেনিয়া বা তাঞ্জানিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকার জঙ্গলে ঘুরতে বেরোনোর জন্য প্রচুর বিদেশি আকুল। অনেক বাঙালি বন্ধুও ঘুরে এসে প্রশংসা করছেন সেখানকার ছবির মতো জঙ্গলের। পর্যটনই পারে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, এই ভাবনা থেকে গাম্বিয়া, সিয়েরা লিওন বা মালওয়ির মতো দেশ চেষ্টা করছে ইউরোপিয়ান সার্কিটে নিজেদের তুলে ধরার। তবু আফ্রিকার মধ্যে এমন আফ্রিকা লুকিয়ে রয়েছে, যা পঞ্চাশ বছর আগে পড়ে।

সুদান, দক্ষিণ সুদানে গৃহযুদ্ধের শেষ নেই। সম্প্রতি লন্ডনের পরিচিত সংস্থার এক সমীক্ষা বলছে, গত এক বছরে শুধু খার্টুম রাজ্যেই মারা গিয়েছেন ৬১ হাজার লোক। ১৯ মাস ধরে সেখানে তৈরি হয়েছে বিশ্বের ভয়ংকরতম মানবিক সমস্যা। দুর্ভিক্ষ, অজানা রোগে উধাও হচ্ছে মানুষ। বাকি পৃথিবী তার খোঁজও রাখে না সেভাবে। দেশজুড়ে এমন বিশৃঙ্খলা, ঠিক কত লোক মারা গিয়েছেন, তার হিসেব নেই সেখানে।

দক্ষিণ সুদানে ভাবতে পারেন, ডামাডোলের ভিতরে অধিকাংশ জলাশয়ের জল পানের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। বন্যার জন্য ভেসে গিয়েছে দেশ, আর জলের মধ্যে মিশে গিয়েছে তেল। খেলেই কাশি এবং নানারকম রোগ অনিবার্য। তবু লোকে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে সেই জলই পান করছেন। নাইজিরিয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এত ভয়ংকর হল, প্রথমে খরায় নষ্ট হল অসংখ্য খেত, তারপর বন্যায়।

কোথাও গৃহযুদ্ধ, কোথাও খরা, কোথাও বন্যা, কোথাও মানবাধিকার লঙ্ঘন, কোথাও বা বিদেশি রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ। ইরিট্রিয়ার মতো ছোট দেশে সাংবাদিক ডাউইট ইসাক কোনও ট্রায়াল ছাড়াই জেলবন্দি হয়ে আছেন ২৩ বছর। তাঁর সুইডিশ পাসপোর্টও রয়েছে। অথচ তাঁকে মানবাধিকারের এক পুরস্কার দেওয়া ছাড়া সুইডেন কিছু করতে পারেনি।

কোথাও গৃহযুদ্ধ, কোথাও খরা, কোথাও বন্যা, কোথাও মানবাধিকার লঙ্ঘন, কোথাও বা বিদেশি রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ। ইরিট্রিয়ার মতো ছোট দেশে সাংবাদিক ডাউইট ইসাক কোনও ট্রায়াল ছাড়াই জেলবন্দি হয়ে আছেন ২৩ বছর। তাঁর সুইডিশ পাসপোর্টও রয়েছে। অথচ তাঁকে মানবাধিকারের এক পুরস্কার দেওয়া ছাড়া সুইডেন কিছু করতে পারেনি।

ওদিকে আবার ইকোয়েটোরিয়াল ঘানায় প্রেসিডেন্টকে বাঁচানোর জন্য রাশিয়া সেদেশে পাঠিয়েছে ২০০ বিশেষ সেনা। তারা দেশের সেনাদের বিশেষ ট্রেনিং দিচ্ছে। রাশিয়া এই কাজটা করছে অগাস্ট থেকে। লক্ষ্য আর কিছুই না, আফ্রিকা মহাদেশে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করা।

বিবিসির ওয়েবসাইটেই পড়লাম, বারকিনা ফাসো দেশটার তরুণ ফুটবলাররা ম্যাচের আগে রাশিয়ার জাতীয় সংগীত শোনে। গ্রাফিতি ফেস্টিভালে দেওয়ালে আঁকা হয় পুতিনের ছবি। রাশিয়ার প্রাথমিক লক্ষ্য তিনটি মিলিটারি শাসিত দেশ মালি, নাইজার ও বারকিনা ফাসোতে প্রভাব বিস্তার। তারা এজন্য টোপ দিচ্ছে সাংবাদিক, ইনফ্লুয়েন্সার ও ছাত্রদের। প্রয়োজনে নিখরচায় ঘুরিয়ে আনছে মস্কোয়। তিন দেশেই সম্প্রতি মিলিটারি কিউ হয়েছে। ইসলামি মৌলবাদীদের দাপট কমছে না। রাশিয়া তাদের সঙ্গে নানারকমের চুক্তি করেছে।

এসব দেখে কি ট্রাম্প চুপচাপ লক্ষ্মী ছেলে হয়ে বসে থাকবেন? বাইডেন যেমন আফ্রিকায় ২২ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছিলেন, ট্রাম্প ওদিকে যাওয়ার বান্দা নন। বরং আগে প্রেসিডেন্ট থাকার সময় ছাপার অযোগ্য কথা বলেছিলেন, আফ্রিকার কিছু দেশ নিয়ে। ক্ষমতায় থাকার সময় তিনি নাইজিরিয়াকে সাহায্য করেছিলেন বোকো হারামের মতো জঙ্গি সংগঠনকে তাড়ানোর জন্য। যারা ১৫ বছর ধরে নাইজিরিয়ায় সক্রিয় ছিল।

অর্ধেকের বেশি দুনিয়ার খবর রাখি না আমরা। আমরা জানি না, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের মানুষ কত জ্বালা যন্ত্রণার মধ্যে পড়ে আছেন।

আজ

১৯৩০

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সাঁতারু মিহির সেন।

১৯৭৩

প্রাক্তন ব্যাডমিন্টন তারকা পুল্লেলা গোপীচাঁদের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

একজন ফুলটাইম প্রেসিডেন্ট নেই। সুকান্ত মন্ত্রিত্ব সামলাবেন না এখানে সামলাবেন। শুভেন্দু পারফরমার। বিজেপিতে এখন নানা সাংগঠনিক সমস্যা। মজবুত সভাপতি দরকার। আমি চাই, শুভেন্দু অধিকারী সভাপতি হোন।

- তথাগত রায়

ভাইরাল/১

মোবাইল অন্তপ্রাণ। সিঙ্গাপুরে এক তরুণী মোবাইলে কথা বলতে বলতে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। একটি গাড়ি ধাক্কা মারলে তিনি ছিটকে কয়েক মিটার দূরে পড়েন। গাড়িচালক ছুটে যান। মেয়েটি উঠে নিজের দিকে নজর না দিয়ে মোবাইলের ক্ষতি হয়েছে কি না দেখতে থাকেন।

ভাইরাল/২

বাস্তবে সাপে-নেউলে সম্পর্ক। কিন্তু তাঁদের বন্ধুত্ব যেন জয়-বীরুকেও হার মানাচ্ছে। একসঙ্গে আইসক্রিম খাচ্ছেন, বাইক চালাচ্ছেন, ঘোড়ায় চড়ছেন ট্রাম্প ও বাইডেন। মাছ ধরা থেকে ক্যাসিনো চুটিয়ে উপভোগ করছেন দুই মহারথী। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় তৈরি ভিডিওটি ভাইরাল।

উত্তরের পাঁচালি

আসুক প্রচারে

রাসকে কেন্দ্র করে কোচবিহার সহ পার্শ্ববর্তী এলাকা এখন উৎসবমুখর। বৈরাগিদিঘির পাড়ের মদনমোহনবাড়িকে কেন্দ্র করেই রাসমেলা হয়। তবে অনেকেরই অজানা কোচবিহার শহরের বুকেই রয়েছে আরও একটি মদনমোহনবাড়ি। যা 'ছোট মদনমোহনবাড়ি' হিসেবেই পরিচিত। রাস উৎসবের সময় এই মদনমোহনবাড়িটিও সেজে ওঠে। রাসমেলা মাঠের দক্ষিণদিকের কোনায় রয়েছে কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ এস্টেটের এই ঠাকুরবাড়ি। তদারকির অভাবে বহু বছর এখানে তেমন কোনও আড়ম্বর ছিল না। তবে ২০০৬ সাল থেকে রাসমেলার সময় এই ঠাকুরবাড়িও জমজমাট হয়ে ওঠে। এখানে মদনমোহন, শিবলিঙ্গ রয়েছে। রাসমেলায় বেড়াতে এসে অনেক পুণ্যার্থীই এখানে একবার হলেও আসেন। কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ ১৯৩০ সালের ৮ নভেম্বর প্রয়াত হন। তিনি উইল করে নিজের কিছু সম্পত্তি চিহ্নিত করে তার নিজের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত মদনমোহনকে উৎসর্গ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর মন্দির তৈরি করে বাড়ির বিগ্রহগুলির নিত্যপুজো হোক, এরকমটাই ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন উইলে। পরবর্তীতে কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের বাড়ির পাশে বর্তমান মন্দিরটি তৈরি করা হয়। সেই মন্দিরই এখন 'ছোট মদনমোহনবাড়ি' নামে পরিচিত। এবারে রাসমেলা চালকালীন ছোট মদনমোহনবাড়িকে আরও বেশি করে প্রচারের আলোয় আনার দাবি উঠেছে। **–শিবশংকর সূত্রধর**

উজ্জ্বল।। কোচবিহারে ছোট মদনমোহনবাড়ি।

ফিরুক গরিমা

মালদার গোলাপট্টি এলাকা। দুর্গাদেবী দীনবন্ধু প্রাথমিক বিদ্যালয় এখানেই রয়েছে। ভবনের ফলকে ১৯০০ সালের উল্লেখ রয়েছে। সেই সময় অখণ্ড বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে শিক্ষিতরা ইংরেজবাজার শহরে আসতেন। চাকরি পেয়ে মালদা শহর সপরিবারে থাকতেন। তাঁদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার তাগিদে সেই সময় গোলাপট্টিতে গড়ে তোলা হয় একটি পাঠশালা। সেই পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন মালদা শহরের আদি শিক্ষাগুরু দীনবন্ধু চৌধুরী। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। নানা গুণের অধিকারী। রাগ সংগীতে পারদর্শী, ভালো এসরাজ বাজাতেন। তাঁর কাছে শিক্ষিত হয়ে অনেকেই চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, অধ্যাপক, সাহিত্যিক তৈরি হয়েছিলেন। দীনবন্ধুর পরে দুর্গাদেবী দীনবন্ধু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হন সুবোধচন্দ্র বোস। তাঁর হাত ধরেও মালদার বহু মানুষ আজ প্রতিষ্ঠিত। নিজ নিজ কাজের মাধ্যমে মালদার নাম উজ্জ্বল করেছেন। সাতের দশকে এই স্কুল ভবনটি দ্বিতল হয়। তবে আজ স্কুলের গরিমা অনেকটাই কমেছে। আর চারটা সরকারি স্কুলের মতো শহরের তথাকথিত ভালো পরিবারের সন্তানরা এখানে ভর্তি হয় না। টিমটিম করেই প্রদীপ জ্বলছে আদি শিক্ষালয়ের। হাল ফেরাতে উপযুক্ত ব্যবস্থার দাবি জোরালো হয়েছে। **–সৌরভ ঘোষ**

নজরে।। মালদা শহরে দুর্গাদেবী দীনবন্ধু প্রাথমিক বিদ্যালয়।

উত্তরবঙ্গ নিয়ে সঠিক জানব কবে?

অনেকেই আছেন, যাঁরা ঘুরে বেড়াতে চান। অথচ উত্তরবঙ্গ জানেন না, দক্ষিণবঙ্গও জানেন না। বাংলাকেই চেনেন না।

শৌভিক রায়

'দার্জিলিং আর সিকিম ছাড়া দেখার আর কী কী আছে উত্তরবঙ্গে?' সমাজমাধ্যমে বেড়ানোর এক গ্রুপে এরকম একটি প্রশ্ন দেখে চমকে উঠলাম। রাগ হল। খানিকটা দুঃখও। তবে অবাক হইনি। উত্তরবঙ্গ সম্পর্কে আমাদের অনেকের জানার পরিধি এটুকুই। রাজ্যের উত্তরে বিপুল সংখ্যক মানুষ বাস করেন। এখানে বহু প্রাচীন জনপদ আছে। কিন্তু সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা আমাদের অনেকেরই নেই। এই শ্রেণির মানুষের কাছে এই রাজ্য একটি ছোট্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ। তার বাইরে আর কিছু নেই। ফলে এই জাতীয় হাস্যকর প্রশ্ন ঘুরপাক খায় অনেকের মনেই। যাঁরা উত্তরবঙ্গ জানেন না, তাঁরা দক্ষিণবঙ্গও জানেন না।

অন্য রাজ্যের মানুষ বাঙালি বুঝে প্রথমেই জানতে চান, কলকাতা থেকে গিয়েছি কি না। খুব স্বাভাবিক সেটা। রাজ্য রাজধানী হল কলকাতা। একসময় শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতিতে সেরা শহর ছিল। ছিল দেশের রাজধানীও। সমৃদ্ধ তার অতীত। ফলে বাইরের লোক পশ্চিমবঙ্গ বলতে কলকাতা বুঝলে, খুব কিছু অবাক হওয়ার ব্যাপার নেই। কিন্তু যখন এই রাজ্যে জন্মানো ও বড় হয়ে ওঠা কেউ কোচবিহার বলতে 'বিহারের কোথায়' বা 'অসমে তো, তাই না' জাতীয় প্রশ্ন করেন তখন রাগ হওয়াটা স্বাভাবিক। আমাদের শিক্ষাকার্যক্রম এতটাও খারাপ নয় যে, পড়ুয়াদের রাজ্যের জেলা সম্পর্কে পরিচিত করানো হয় না! প্রশ্ন জাগে, আমরা কি আদৌ পড়াশোনা করেছি?

অনেকেরই ধারণা উত্তরবঙ্গ বোধহয় নির্দিষ্ট কোনও একটি জায়গা। হয়তো শ্যামবাজার থেকে গড়িয়া তার এলাকা। কিন্তু মালদাও উত্তরবঙ্গে, আবার দিনহাটাও তাই। দূরত্ব? প্রায় দশ ঘণ্টা। ট্রেনে রীতিমতো রিজার্ভেশন করে যাতায়াত করতে হয়। এই জাতীয় কথা আসলে নিজেদের দৈন্য দশার প্রকাশ। নিজের রাজ্য ও দেশকে না জানার উদাহরণ। কিন্তু এর ফলে যে জায়গায় জন্মালাম, যেখানকার আলো, বাতাসে বড় হয়ে উঠলাম, সেই জায়গা ও তার মানুষকেই পরোক্ষভাবে অপমান করা হল। সেটা আমরা বুঝি না। অজ্ঞতা আমাদের এতটাই।

কিছুদিন আগে এক নামী পত্রিকায় একটি উপন্যাস চমকে দিয়েছিল। সেখানে লাটাগুড়িতে অসুস্থ হওয়া মানুষকে চিকিৎসার জন্য আলিপুরদুয়ারে নিয়ে আসা হচ্ছিল। অথচ জলপাইগুড়ি লাটাগুড়ির কাছে। শিলিগুড়িও। খুনিয়া মোড় থেকে আধ ঘণ্টার মধ্যেই কোনও কোনও চরিত্র পৌঁছে যাচ্ছিল সংকোশে। স্থানজ্ঞানহীন লেখক ভাসা ভাসা ভাবে লিখছিলেন। বিস্ময়ের কথা, সেই পত্রিকার পক্ষ থেকে তাঁর এই ভুলগুলি ধরিয়েও দেওয়া হয়নি। বরং 'উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটে উপন্যাস' ভেবে শ্লাঘা বোধ করেছিল তারা। আবার এক বিখ্যাত সংস্থার বিজ্ঞাপনেও দেখেছি কলকাতা, আসানসোল, দুর্গাপুর ইত্যাদি জায়গার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও তাদের শাখা আছে। কী বুঝবেন? উত্তরবঙ্গের কোথায়? রায়গঞ্জে? মালবাজারে? উত্তর অজানা।

আমরা উত্তরের মানুষের অনেকেরও নিজেদের জায়গা নিয়ে সঠিক ধারণা নেই। অনেকেই মনে করেন, ডুয়ার্স মানে দার্জিলিং আর সিকিম। কিন্তু ডুয়ার্সের সঙ্গে এদের কারও কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা জানি না। একটি সময় অসম ডুয়ার্স ও বেঙ্গল ডুয়ার্স বলে বিভাজন ছিল। জানি না তাও।

ভূগোল ও ইতিহাস জ্ঞানহীন তাই বেড়েই চলেছি আমরা। দেখা ও জানার আনন্দ থেকে, দেখানো ও জানানো আজকালকার ট্রেন্ড। আর সেটিই আমাদের ট্র্যাজেডি।

(লেখক শিক্ষক। কোচবিহারের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৮৯

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। জনবসতিপূর্ণ স্থান ৩। অন্তঃপুর, অন্দরমহল ৫। কৌতুকে উপবাস ৭। পুরাণের পাঠক, বক্তা ৯। কোঁকড়ানো চুলের গুচ্ছ ১১। ভণ্ড, ধার্মিকতার ভানধারী ১৪। ধীবরের ঔরসে এবং ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভজাত বাঙালি জাতিবিশেষ ১৫। কৃষ্ণসারের চামড়া।

উপর-নীচ : ১। সপ্তলোকের অন্যতম ২। দশদিনব্যাপী উৎসব ৩। শিশুর ভাষায় বাঘের ডাক ৪। দেবালয়, উপাসনা গৃহ ৬। ঘুরে ঘুরে পাহারা ৮। থেমে থেমে চলা ১০। আলিঙ্গন করে গলা জড়িয়ে ধরেছে এমন ১১। চিত্রকর, রঞ্জন শিল্পী ১২। রঙ্গ, রঙ্গ দেখাবার জন্য দৌড়াদৌড়ি বা নাচগান, কৃত্রিম বা কপট ঝগড়া ১৩। ধমক দেওয়া, ভর্ৎসনা করা।

সমাধান ■ ৩৯৮৮

পাশাপাশি : ১। গুড়ুম ৩। পুত ৫। নোনা ৬। মকাই ৮। শম্বর ১০। বাচিক ১২। গজাল ১৪। আজা ১৫। বীর ১৬। লগুড়।

উপর-নীচ : ১। গুড়াকেশ ২। মনোহর ৪। তনিকা ৭। ইন্দু ৯। ঠগ ১০। বাগজাল ১১। কড়মড় ১৩। জাহ্নবী।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বিশেষ ট্রেন

রবিবার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার জন্য হাওড়া ও ব্যান্ডেলের মধ্যে একজোড়া বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করেছে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। হাওড়া থেকে সকাল ৭টা ৫ মিনিটে ট্রেনটি ছাড়বে।

কাউন্সিলারের কীর্তি

বৈদ্যবাটী পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পৌষালি ভট্টাচার্য ও তাঁর অনুগামীরা বাড়ি বাড়ি কার্তিক ঠাকুর ফেলে পুরসভার প্যাডে লিখে দিয়েছেন পুরসভা অনুমোদিত। শুরু বিতর্ক।

উদ্ধার গয়না

শুক্রবার বিশেষ তল্লাশির সময় হাওড়া স্টেশনে গয়াগামী ট্রেনের এক যাত্রীর কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ সোনা ও রুপোর গয়না এবং নগদ টাকা উদ্ধার করল আরপিএফ।

প্রতারণা

চাকরি দেওয়ার নাম করে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে। নদিয়ার গোপীনগর এলাকায় এক গৃহবধূকে চাকরি দেওয়ার নামে ৩২ লক্ষ টাকা নেন তিনি।

লটারি দুর্নীতিতে ইডি'র তল্লাশিতে উদ্ধার ৩ কোটি টাকারও বেশি

ফের টাকার পাহাড় মহানগরে

রিমি শীল

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : লটারি দুর্নীতি কাণ্ডে হানা দিয়ে কলকাতার এক আবাসন থেকে উদ্ধার হল ৩ কোটিরও বেশি টাকা। টাকা গুনতে ইডির তরফে মেশিন আনা হয়। এর আগে এমন টাকার পাহাড়ের হদিস হয়েছিল পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবী অর্পিতার ফ্ল্যাটে। লটারি দুর্নীতি নিয়ে দেশজুড়ে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে তদন্ত আধিকারিকরা। শুক্রবার রাজ্যের সাতটি জায়গায় তল্লাশি চালান ইডির আধিকারিকরা। হিসাববহির্ভূত টাকার উৎসের সন্ধান পেয়ে দক্ষিণ কলকাতার লেক মার্কেটের কাছে এক লটারি সংস্থার অফিসে হানা দেয় ইডি। তখনই ওই আবাসনে বিপুল টাকার হদিস পান তদন্তকারীরা। তারপরই ওই টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়।

চলতি মাসে লটারিতে দুর্নীতির যোগসূত্রতে দেশজুড়ে তল্লাশি শুরু করেন ইডি আধিকারিকরা। তদন্ত সূত্রে এই রাজ্যেও হানা দেয় ইডির দল। বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ সহ একাধিক রাজ্যের ২০টি ঠিকানায় তল্লাশি চালান তদন্তকারীরা। কয়েক হাজার কোটি টাকার অবিক্রিত টিকিট উদ্ধার করা হয়েছে। কলকাতা ও দিল্লির তদন্তকারী দল যৌথভাবে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে। সূত্রের খবর, কেরল ও কলকাতার বিশেষ সিবিআই আদালতে লটারি দুর্নীতিতে অভিযোগ দায়ের করে মামলা হয়েছে। সেই সূত্রে আবার লটারি দুর্নীতিতে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন তদন্তকারীরা।

এদিনও সকাল থেকে অভিযান শুরু করে ইডি। মহিষবাথান, মাইকেল নগর, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, লেক মার্কেট সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়। সূত্রের খবর, অবিক্রিত টিকিটের মধ্যে পুরস্কার ঘোষণা হত, সেই টিকিট বিক্রি হয়ে হিসেবে দেখানো হত। আদতে যিনি জিতেছেন তিনি ওই সংস্থারই লোক। টাকা ঘুরে সংস্থার কাছেই যেত।

বাজেয়াপ্ত

- শুক্রবার রাজ্যের সাতটি জায়গায় তল্লাশি চালায় ইডি
- হিসাববহির্ভূত টাকার উৎসের সন্ধান পেয়ে লেক মার্কেটের কাছে এক লটারি সংস্থার অফিসে হানা দেয় তারা
- তখনই ওই আবাসনে বিপুল টাকার হদিস পান তদন্তকারীরা
- তারপরই ওই টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়

এমনকি প্রভাবশালীরাও লটারির টিকিট জিততেন। এর মাধ্যমে কালো টাকাকে ঘুর পথে সাদা হিসেবে দেখানো হত। নির্বাচনি বন্ডের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলিকে কোন সংস্থা কত টাকা চাঁদা দিয়েছে সেই সংক্রান্ত তথ্য পেশ হওয়ার পর দেখা যায় একটি

লটারি দুর্নীতিতে উদ্ধার হওয়া টাকা। শুক্রবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল

সংস্থা সবথেকে বেশি চাঁদা দিয়েছে। যে সংস্থার কর্ণধার সান্টিয়াগো মার্টিন। তিনি পাঁচ বছর ধরে ইডির নজরে রয়েছেন। শুধু এই রাজ্য নয়, গোটা দেশজুড়ে এই প্রতারণাচক্র চলত। ওই সংস্থা ২০১৯ সালের এপ্রিল মাস থেকে ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত এই রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে সব থেকে বেশি টাকা নির্বাচনি বন্ডে দেয়। তদন্তকারীদের নজরে আসে সাধারণ মানুষ টিকিট কাটছে কিন্তু প্রভাবশালীরা লটারি জিতছেন।

২০২২ সালে অনুব্রত মণ্ডল লটারি জেতার পর বিষয়টি আরও বিশেষভাবে প্রকাশ্যে আসে। তারপরই এক লটারি কোম্পানির দুই কর্ণধারকে দিল্লির দপ্তরেও ডেকে পাঠানো হয়। এই প্রতারণার জাল এই রাজ্য ছাড়িয়ে কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত তা জানার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে উঠেছেন তদন্তকারীরা।

সদস্য সংগ্রহের পর্যালোচনা দিল্লিতে

আরও সময় চাইতে পারে বঙ্গ বিজেপি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : রাজ্যে দলের সদস্য সংগ্রহে লক্ষ্যের থেকে অনেকটা পিছিয়ে বঙ্গ বিজেপি। লক্ষ্যপূরণে তাই সময় চায় গেরুয়া শিবির। ২০ নভেম্বর সারা দেশে দলের সদস্যতা অভিযানের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক হবে দিল্লিতে। সেই বৈঠকে রাজ্যের লক্ষ্যপূরণে কেন্দ্রের কাছে অতিরিক্ত সময় চাইতে পারে বঙ্গ বিজেপি। তবে ২০ নভেম্বর দিল্লির ওই বৈঠকে যোগ দেওয়ার আগে ১৭ নভেম্বর আরও এক দফায় সারা রাজ্যে বিশেষ সদস্যতা অভিযান করতে চলেছে বিজেপি। লক্ষ্যপূরণে অতিরিক্ত সময়ে চাওয়া হবে কি না তা নির্ভর করছে ১৭ নভেম্বরের সদস্য সংগ্রহের ওপর।

২৭ অক্টোবর অমিত শা'র হাতে আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছিল রাজ্যের সদস্যতা সংগ্রহ অভিযান। ওইদিন গোটা রাজ্যে দলের সদস্য সংগ্রহ হয়েছিল প্রায় ৩৫ হাজার। যদিও তারপরেই সংগ্রহ একধাক্কায় প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়। যদিও বিজেপির মতে, দুর্গাপুজো ও ধারাবাহিক নানা উৎসবের জন্যই সদস্য সংগ্রহে ভাটা পড়েছিল। তবে এরই মধ্যে ৬ নভেম্বর পর্যালোচনা বৈঠকে রাজ্যের সদস্য সংগ্রহের কঙ্কালসার চেহারা দেখে কেন্দ্রীয় নেতা সুনীল বনশল জানিয়ে দিয়েছিলেন, ২০ নভেম্বরের মধ্যে অন্তত ৫০ লাখ সদস্য করতে না পারলে দিল্লির বৈঠকে রাজ্যের যোগ দেওয়ার দরকার নেই। এরপরেই নড়েচড়ে বসে রাজ্য বিজেপি। দিল্লির বৈঠকে মুখরক্ষা করতে ১০ নভেম্বর রাজ্যজুড়ে বিশেষ সদস্য সংগ্রহ অভিযান করা হয়।

সূত্রের খবর, ১০ নভেম্বর একদিনে রাজ্যে প্রায় ৭০ হাজার সদস্য সংগ্রহ হয়। মোট সংগ্রহের প্রায় ২/৩ অংশ সদস্য সংগ্রহ হয় শুধু উত্তরবঙ্গেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও ২০ নভেম্বরের লক্ষ্য থেকে এখনও অনেকটাই দূরে বঙ্গের গেরুয়া শিবির। সেই কারণেই ১৭ নভেম্বর রবিবার দ্বিতীয় দফায় রাজ্যে ১ দিনে ১ লাখ সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যপূরণে ঝাঁপাতে চলেছে বিজেপি। সদস্য সংগ্রহ অভিযানের এক নেতার মতে, একমাত্র তা হলেই ২০ নভেম্বর দিল্লির বৈঠকের আগে রাজ্যের ৫০ লাখ টার্গেটের কাছাকাছি পৌঁছোনো যাবে। সেই কারণে ১৭ নভেম্বরের বিশেষ অভিযানের সাফল্যের ওপরেই মূলত নির্ভর করছে দিল্লির বৈঠকে মুখরক্ষার লড়াই।

তবে ৫০ লাখের লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি পৌঁছোনো গেলেও বাকি ১০ দিনে আরও ৫০ লাখ সদস্য সংগ্রহ কার্যত অসম্ভব। সেই কারণেই রাজ্যে সদস্য সংগ্রহ অভিযানের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য দিল্লির কাছে বিশেষ অনুমতি চাইতে পারে রাজ্য বিজেপি।

এই বিষয়ে রাজ্যের এক নেতা বলেন, '৩০ নভেম্বরের পর গোটা দেশে দলের সাংগঠনিক নির্বাচনি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই নির্বাচনের জন্য ৫ সদস্যের সিআরও দল নির্বাচিত হয়েছে। ৩০ নভেম্বর সদস্য সংগ্রহ অভিযান শেষ হলে প্রত্যেক রাজ্যে এসআরও বা স্টেট রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ হবে। ওই এসআরও-র নেতৃত্বেই রাজ্যে রাজ্যে দলের সাংগঠনিক নির্বাচন প্রক্রিয়া চলবে। সেক্ষেত্রে রাজ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়ার পাশাপাশি আমাদের সদস্য সংগ্রহের কাজও চালাতে হবে। তার জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনুমোদন দরকার। সেই অনুমোদন পেতেই ২০ নভেম্বর দিল্লির বৈঠকের আগে সম্মানজনক সদস্য সংগ্রহ করা দরকার।'

বইমেলায় থাকছে না বাংলাদেশের স্টল

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : ২০২৫ কলকাতা বইমেলায় থাকছে না বাংলাদেশের স্টল। এবছর ৪৮তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা ২৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে। চলবে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এবছরের থিম দেশ জার্মানি। শুক্রবার তারই লোগো উদ্বোধন হয়। প্রতি বছরের মতো এবছরও গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা, স্পেন, পেরু, আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া সহ একাধিক দেশ এবং দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব, হরিয়ানা, গুজরাট সহ বিভিন্ন রাজ্য অংশ নিচ্ছে বলে জানালেন বই সেলার্স ও পাবলিশার্স গিল্ডের সভাপতি ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের উদ্ভূত পরিস্থিতির মধ্যে সরকারি নির্দেশনা ছাড়া এই বিষয়ে বিশেষ কিছু বলা যাবে না। পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

এখনও পর্যন্ত ১০৫০টি স্টলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক সুধাংশুশেখর দে জানান, প্রচুর প্রকাশক আবেদন করেছেন। কিন্তু তাদের স্টল দেওয়া সম্ভব হয়নি। প্রায় ১৩০০ নতুন স্টলের আবেদন ছিল।

রাসপূর্ণিমায় তলিয়ে গেলেন চার তরুণ

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : শুক্রবার রাসপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেলেন চার তরুণ। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নোদাখালি থানার বিড়লাপুর ১ নম্বর ফাটুক জেটিঘাটে। প্রতি বছরের মতো এই বছরও রাসপূর্ণিমার সকালে হাজার হাজার মানুষ গঙ্গায় স্নান করতে আসেন। এদিনও সকাল থেকেই ওই জেটিঘাটে ছিল মানুষের উপচে পড়া ভিড়। পুণ্যলাভের আশায় জলে নেমে স্নান করেন তাঁরা। তখনই স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে যান ওই চার তরুণ। স্থানীয় মানুষ বুঝতে পেরে তাঁদের উদ্ধার করতে যান। কিন্তু চারজনের কাউকেই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। আনা হয় ডুবুরি। নামানো হয় নৌকাও। জোর কদমে তল্লাশি শুরু হয়। কিন্তু ওই চার তরুণের কোনও হদিস মেলেনি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, নিখোঁজদের বয়স ১৫ থেকে ১৭-র মধ্যে।

বন্ধ থাকছে হাওড়া ব্রিজ

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : শনিবার রাত সাড়ে ১১টা থেকে ভোর সাড়ে ৪টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে হাওড়া ব্রিজ বা রবীন্দ্র সেতু। কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে হাওড়া ব্রিজের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাই ওই সময় যান চলাচল বন্ধ রাখা হবে। রবীন্দ্র সেতু মূলত লোহার কাঠামো এবং স্তম্ভের ওপর ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। তাই লোহার কাঠামোগুলির পরিস্থিতি কী ও অন্যান্য অংশ যথাযথ রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখবে বন্দর কর্তৃপক্ষ।

দেব দীপাবলিতে আহিরীটোলাঘাটে। শুক্রবার আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

কাউন্সিলারকে গুলি, ধৃত নাবালক

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : শুক্রবার সন্ধ্যায় কসবা রাজডাঙ্গা এলাকায় ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলার সুশান্ত ঘোষকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে। কাউন্সিলার এদিন বাড়ির সামনে জনসংযোগ করছিলেন। সেই সময় এক নাবালক তাঁর দিকে এগিয়ে যায়। সে তাঁকে অভাব-অভিযোগের বিষয়ে জানাতে চায় বলে ওই কাউন্সিলার প্রথমে ভেবেছিলেন। কিন্তু ওই নাবালক হঠাৎই পকেট থেকে রিভলভার বের করে কাউন্সিলারকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে দেয়। গুলিটি অবশ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ওই কাউন্সিলারের বাড়ির দরজায় লাগে। সুশান্ত ১০৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। আগে তিনি ওই ওয়ার্ডেরই কাউন্সিলার ছিলেন। পরে ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার হন। এদিনের ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। মহিলারা রাস্তা অবরোধ করেন। পুলিশ অভিযুক্ত নাবালককে গ্রেপ্তার করে তদন্ত শুরু করেছে। সে বিহারের বৈশালীর বাসিন্দা। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই ঘটনাটি ঘটানো হয় বলে পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে মনে করছে। ১০৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলার লিপিকা মান্না ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন।

দক্ষিণবঙ্গে শীতের আমেজ

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : রাজ্যে শীতের আমেজ ধীরে ধীরে অনুভূত হচ্ছে। দুপুরে খানিকটা গরম অনুভূত হলেও সকাল এবং বিকাল থেকেই বেশ খানিকটা ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে। বাতাসে শিরশিরানি। সন্ধ্যার পর উত্তুরে হাওয়াও বইছে। এর ফলে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে। শুক্রবারই কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে নেমেছে। যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী সপ্তাহ পর্যন্ত রাজ্যে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। আকাশ থাকবে পরিষ্কার। ফলে তাপমাত্রা আরও খানিকটা কমবে।

শিক্ষা দপ্তর নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর নিয়ে উদ্বেগ কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। একাধিক নিয়োগ দুর্নীতির ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ শুরু হয়েছিল তাঁর। কেলেঙ্কারি এমন পর্যায়ে যায় যে, তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী তথা তাঁর দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত সহকর্মী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে মন্ত্রীসভা থেকে বরখাস্ত করতে বাধ্য হন তিনি। শুধু মন্ত্রিত্ব নয়, তৃণমূল দল থেকেই বহিষ্কার করতে হয় মহাসচিব পার্থকে। নিয়োগ দুর্নীতির কেলেঙ্কারির রেশ এখনও মেলায়নি। পার্থকে সরিয়ে ব্রাত্য বসুকে শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব দিয়েও শান্তি নেই মুখ্যমন্ত্রীর। নতুন করে রাজ্যজুড়ে নতুন করে ট্যাব কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসায় শিক্ষা দপ্তরকে নিয়ে ভাবনা আবার চেপে বসেছে মুখ্যমন্ত্রীর মাথায়। তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে ভাবনার সেই আভাসও মিলেছে তাঁর কথাবার্তা ও আচরণের মধ্যে দিয়ে। পাহাড়ে সফররত অবস্থায় এত ব্যস্ততার মাঝেও মুখ্যমন্ত্রী এই নিয়ে কথা বলেছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে। এই বিষয়ে অবশ্য যোগাযোগ করেও শিক্ষামন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

পাহাড় থেকে ফোন ব্রাত্যকে

শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মহলের খবর, অবিলম্বে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ট্যাব কেলেঙ্কারির বিষয়টির ফয়সালা করতে মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছেন। কেন ঘটল, কীভাবে ঘটল, শিক্ষা দপ্তর ও স্কুল কর্তৃপক্ষগুলির কোনও ত্রুটি আছে কি না তা জরুরি ভিত্তিতে তদন্ত করে বিষয়টির ফয়সালা করতেই হবে বলে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশ। পাহাড় থেকে এদিন কলকাতায় ফিরে আবার ব্রাত্যর সঙ্গে এই নিয়ে তিনি কথা বলবেন বলেও শিক্ষামন্ত্রীকে জানিয়েছেন। এই কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে যেসব ছাত্রছাত্রী এখনও ট্যাবের টাকা হাতে পায়নি, জরুরি ভিত্তিতে তাদের টাকা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে শিক্ষামন্ত্রীকে নির্দেশও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পুলিশকেও এই ব্যাপারে যথেষ্ট তৎপর হয়ে শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে তদন্তের কথা বলেছেন তিনি। আসলে ট্যাব কেলেঙ্কারির বিষয়টি প্রথমে একটি জেলা দিয়ে শুরু হলেও পরে রাজ্যের একাধিক জেলায় একাধিক স্কুলের নাম জড়িয়ে যাওয়াতেই কিছুটা উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী। আবারও সেই শিক্ষা দপ্তরকে জড়িয়ে কেলেঙ্কারির ঘটনাই মুখ্যমন্ত্রীকে আরও বিচলিত করেছে বলেই তাঁর ঘনিষ্ঠ মন্ত্রীদেরও ধারণা।

প্রশ্নবাণ

- তুলনামূলক সাহিত্য নিয়ে প্রথম বই লেখেন রলফ হেক্কল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বইটি প্রকাশিত হয়। এনিয়ে এশিয়ায় প্রথম পত্রিকা বের হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কে ছিলেন সম্পাদক?
- একসময়ের বাস কনডাক্টর শিবাজি রাও গায়কোয়াড়কে আমরা এখন কী নামে চিনি?
- শার্লক হোমসের মতোই বাংলার এক বিখ্যাত ঠিকানা হল ৭২ নম্বর বনমালী নস্কর লেন। ঠিকানার মতোই এখানকার বিখ্যাত বাসিন্দা কে?

আগের দিনের উত্তর

সুপর্ণকান্তি ঘোষ, নানুক অফ দি নর্থ, জন্টি রোডস

ঠিক উত্তরদাতা : অমিত চক্রবর্তী, কুহেলী দত্ত, অলোক কর্মকার, সুদীপ্ত মণ্ডল, প্রিয়ঙ্কর চাকি- শিলিগুড়ি, নীলরতন হালদার- মালদা, ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী- খড়িবাড়ি, নিবেদিতা হালদার, বীণাপাণি সরকার হালদার- বালুরঘাট, সৈকত সেনগুপ্ত- জলপাইগুড়ি, অর্ণব সরকার- কোচবিহার, আব্দুল মালেক সেখ- নদিয়া, কৃষ্ণা সাহা, কালিদাস সাহা- কামাখ্যাগুড়ি, সৌরদীপ পাল- ভোটপট্টি, সুপর্ণা অধিকারী-দিনহাটা, শংকর সাহা- পতিরাম, অরূপ মাহাতো- পুরুলিয়া, সমাদৃতা চন্দ- ভোলারডাবরি, সঞ্জীবকুমার সাহা-মাথাভাঙ্গা।

উত্তর পাঠাতে হবে 8597258697 হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে, বিকেল ৫টার মধ্যে। সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামীকাল।

ঝাড়গ্রামে জমি উদ্ধারে পদ্মের সেই অনুপ্রবেশ তাস

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : গত বিধানসভা নির্বাচনে জঙ্গলমহলের একাধিক জনজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন ও আদিবাসীদের ধর্মীয় ভাবাবেগকে সুকৌশলে কাজে লাগিয়েছিল তৃণমূল। এবার সেই প্রভাব কাটাতে'২৬-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যের অমুসলিম ভোটকে একছাতার তলায় আনার লক্ষ্য বিজেপির। সেই লক্ষ্যেই আদিবাসী ভোট ফেরানোর তোড়জোড় শুরু হয়েছে।

'১৯-এর লোকসভা ভোটে রাজ্যের ১৮টি লোকসভা আসনের মধ্যে উত্তরবঙ্গ ও জঙ্গলমহল থেকে বিজেপি জিতেছিল মোট ১১টি আসন। '২৪-এর লোকসভায় উত্তরবঙ্গে কোচবিহার ছাড়া বাকি ৬টি আসন ধরে রাখতে সক্ষম হলেও জঙ্গলমহলে ধরাশায়ী বিজেপি। জঙ্গলমহলের ৪টি লোকসভা আসনের মধ্যে একমাত্র পুরুলিয়া আসনটি জিততে পেরেছে তারা। '২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে জঙ্গলমহলের আসন যে কমতে চলেছে তার ইঙ্গিত ছিল '২১-এর বিধানসভার ফলে। প্রথাগতভাবে রাজ্যের মোট (৫.৮ শতাংশ) আদিবাসী জনজাতি ভোটের বড় অংশের বাস উত্তরবঙ্গ ও জঙ্গলমহলে। ভোট শতাংশের বিচারে '২৪-এর ভোটে তৃণমূলের চেয়ে বিজেপি ৪ শতাংশ বেশি আদিবাসী ভোট পেলেও আসন জেতার নিরিখে পিছিয়ে পড়ে বিজেপি। এর পিছনে উত্তরবঙ্গ ও বিশেষত জঙ্গলমহলে বিজেপির আদিবাসী, জনজাতি ভোটে ধসই কারণ। '২১-এর বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্য সরকারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের দৌলতে রাজ্যজুড়ে মহিলা ভোটে যে ব্যাপক সাড়া পড়েছিল, তার প্রভাব পড়েছিল জঙ্গলমহলের আদিবাসী মহিলাদের ভোটেও।

শুক্রবার আদিবাসী নেতা বিরসা মুন্ডার জন্মদিন উপলক্ষ্যে ঝাড়গ্রামে বিজেপির আদিবাসী মোর্চার এক সভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, '২০২৬-এর নির্বাচনে আদিবাসী জনজাতি মানুষ তাদের জল, জঙ্গল, জমির অধিকার আদায়ের লড়াই লড়বে। এই লড়াইকে ৫০০ টাকা, ৭০০ টাকা ভাতা দিয়ে বিপথে পরিচালিত করা যাবে না।' ধর্মীয় পরিচয়ে আদিবাসীরা হিন্দু নন। সারি ও সারনার মতো স্বতন্ত্র ধর্মে তারা বিশ্বাসী। কিন্তু সেই ধর্মের স্বীকৃতি মেলেনি।

'২১-এর বিধানসভা ও '২৪-এর লোকসভা ভোটের আগে আদিবাসীদের ধর্মীয় পরিচয়ের দাবিকে সমর্থন করে কেন্দ্রের কাছে তার স্বীকৃতি দাবি করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির আদিবাসী ভোটে ধস নামার এটাও একটা কারণ বলে মনে করে বিজেপি। তৃণমূলের সেই অস্ত্র ভোঁতা করতে এবার আদিবাসী এলাকায় অনুপ্রবেশ তাস খেলা শুরু করল বিজেপি। ঝাড়খণ্ডের দৃষ্টান্ত দিয়ে এদিন ঝাড়গ্রামের আদিবাসীদের উদ্দেশে শুভেন্দু বলেন, 'সমস্ত আদিবাসী সমাজ সাবধান হন, আপনাদের জমিজঙ্গল কাড়তে চলেছে। ঝাড়খণ্ডে আদিবাসীদের জমি কাড়ছে অনুপ্রবেশকারীরা। তারা এই রাজ্যের মালদা, মুর্শিদাবাদ দিয়ে ঝাড়খণ্ডে ঢুকেছে। রাজ্যের তৃণমূল সরকারের মদতেই তা হচ্ছে।'

রেখা পাত্রের উদ্দেশে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের মন্তব্য নিয়ে এদিন আদিবাসী মহিলাদের প্রতি অসম্মানকে রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে হাতিয়ার করেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, 'ঝাড়খণ্ডে আদিবাসী মহিলা সীতা সোরেনকে যে ভাষায় আক্রমণ করে হিমন্ত সোরেনরা, এখানে সন্দেশখালির তপশিলি জাতির মহিলা রেখা পাত্রকে সেই ভাষাতেই আক্রমণ করেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।'

শালিমার স্টেশনে ঝামেলা

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : পার্কিং ফি নিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যায় হাওড়ার শালিমার স্টেশনে। এক ব্যবসায়ীর মাথা ফাটানোর অভিযোগ ওঠে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ওই ব্যবসায়ীর ছেলেকে মারধর করে তাঁর স্মার্ট ফোন ও টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা বনি আমিন রাজ নামে এক ব্যবসায়ী মুম্বই থেকে নিজের গ্রামের বাড়িতে আসেন। বৃহস্পতিবার রাতে শালিমার স্টেশন থেকে জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসে চেপে তাঁদের মুম্বই ফেরার কথা ছিল। সেইমতো শালিমার স্টেশনে আসেন তাঁরা। তখনই স্থানীয় ১০-১৫ জন তরুণ তাঁদের কাছ থেকে পার্কিং ফি বাবদ মোটা টাকা দাবি করতে থাকেন। এই নিয়ে ওই ব্যবসায়ীর সঙ্গে বচসা শুরু হয়। তখনই ওই তরুণরা ব্যবসায়ীর মাথায় লোহার রড দিয়ে আঘাত করেন। তাঁর মাথা ফেটে যায়। পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মাথায় ৬টি সেলাইও পড়ে। সেই সময়ই তাঁর ছেলের মোবাইল ও টাকার ব্যাগ কেড়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে আসে পুলিশ। হাওড়ার বি গার্ডেন থানায় অভিযোগ দায়ের হয়।

জনস্বার্থ মামলা

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : মুর্শিদাবাদ জেলার সরবঙ্গপুর গ্রামে ১০০ বছরের মন্দিরের মাঠ দখল হয়ে গিয়েছে। এই অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা হয়। তারপরই এক মামলকারীর ওপর আক্রমণ করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় অভিযুক্ত দুই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান সহ ৬ জনের জামিনের আবেদন খারিজ করল হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চ। জনস্বার্থে মামলাকারীর পক্ষে আইনজীবী আশিসকুমার চৌধুরী আদালতে জানান, জনস্বার্থ মামলা করার জন্যই আক্রমণ করা হয় ওই ব্যক্তিকে। ১৭ দিন ধরে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন ওই ব্যক্তি।

পথে নামার পরিকল্পনা সিপিএমের

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : সিবিআই তদন্তের ১০০ দিনের মাথায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দপ্তর অভিযান করবে সিপিএম। সিবিআই তদন্তের ত্রুটি ও গাফিলতিগুলি তুলে ধরে পথে নামতে চলেছে তারা। সিপিএম চাইছে এই ঘটনায় বিচারবিভাগীয় তদন্ত করা হোক। তাই ২১ নভেম্বর কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা সহ শহরতলির কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে সিজিও কমপ্লেক্স অভিযানের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে রাজ্য কমিটির বৈঠকে। দলের ক্ষয়িষ্ণু পরিস্থিতিতেও কলতান দাশগুপ্তর অডিও ক্লিপ, তন্ময় ভট্টাচার্যের মহিলা সাংবাদিক হেনস্তা সহ একাধিক ঘটনায় বিড়ম্বনায় পড়েছে সিপিএম। এই সকল বিষয় সরিয়ে আরজি কর ইস্যু জিইয়ে রাখতে গণসংগঠনগুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে থাকতে চাইছে তারা। শুধু আরজি কর নয়, জয়নগর সহ রাজ্যে নারী নির্যাতনের ঘটনায় নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসজুড়ে চলবে আন্দোলন কর্মসূচি।

রাজ্যের ছটি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের পর বৈঠকে বসে সিপিএমের রাজ্য কমিটি। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় সিবিআই তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে বিরোধিতায় পথে

আরজি কর : বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি

নামবে তারা। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে সিবিআই তদন্তের গাফিলতি নিয়ে একাধিক বিষয় তুলে ধরা হয়। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের অভিযোগ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ঘটনাটি আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করে। পুলিশ তথ্যপ্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করেছে। আরজি কর আবহে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের কথোপকথনের বেশ কিছু অডিও ভাইরাল হয়। তা সিবিআইয়ের হাতে পৌঁছোলেও চার্জশিট বা শীর্ষ আদালতের কাছে জমা দেওয়া রিপোর্টে উল্লেখ করেনি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। আসলে আইএএস, আইপিএসদের এক ব্যাচে প্রশিক্ষণ হয়। তাই সিবিআই কখনও পুলিশের বিরোধিতা করে ঘটনার অন্তর্নিহিত সত্য উদঘাটন করবে না। তাই সিবিআই দপ্তর অভিযানের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই দলীয় শৃঙ্খলা নিয়ে জেলায় জেলায় কড়া বার্তা পাঠানো হয়েছে দলের তরফে। তাই রাজ্য কমিটির বৈঠকে তন্ময় ভট্টাচার্য, সোমনাথ ঝায়ের ইস্যুও উঠে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে আরজি কর ইস্যু কোনওভাবে হাতছাড়া করতে চাইছে না আলিমুদ্দিন। এই পরিপ্রেক্ষিতে এদিন মহম্মদ সেলিম বলেন, 'গণসংগঠনগুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।' ফেব্রুয়ারি মাসে দলের পার্টি কংগ্রেস রয়েছে। এরিয়া কমিটিগুলিরও সম্মেলন শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দলকে আন্দোলনে নামার বার্তা দিয়ে সাংগঠনিক শক্তি পরীক্ষার পাশাপাশি গোষ্ঠী কোন্দল ও অস্বস্তির বিষয়গুলিও আড়াল করা যাবে।

এদিন তিনি জানান, এক্স কর্তৃপক্ষের তরফে তাঁকে ই-মেল করে জানানো হয়েছে, পুলিশের তরফে তাঁর অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে অভিযোগ জানানো হয়েছে। যদিও এক্স কর্তৃপক্ষ তাঁর সমাজমাধ্যম থেকে উসকানিমূলক কিছু খুঁজে পায়নি।

বালাসন উৎসব

দুই পাহাড়কে কোমর বেঁধে সমতলে নামিয়েছে যে নদী তার নাম বালাসন। এই নদীর পাড়ে জলজ দুপুরে শীতল হাওয়ারা ছুটে বেড়ায়। আর টইটুম্বুর রাত্তিরে কুয়াশার ঘোমটায় ঢেকে লুকিয়ে থাকে মেঘেদের মেয়েরা। সেই হিমেল বাতাস আর মেঘবালিকাদের নদীছাড়া করতে এই নদীর পাড় থেকে লুট হচ্ছে হরেক কিসিমের রং।

তাকে বাঁচাতে এবং জোরালো প্রতিরোধ গড়ার ডাক দিয়ে সম্প্রতি হয়ে গেল বালাসন উৎসব।

নদী নিয়ে এই উৎসবের উদ্যোক্তা ছিল অন্য ধ্রুপদ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশান। ধিমাল ও ওরাওঁ জনজাতির কৃষ্টির পরিচায়ক নৃত্যে সমৃদ্ধ দু'দিনের এই উৎসবের আসর বসেছিল বাগডোগরার কাছে ভুট্টাবাড়িতে হিমালয়ান ওয়ার্ল্ড মিউজিয়ামের প্রাঙ্গণে। শুধু মনোরঞ্জন নয়, সচেতনতাও ছিল এই অনুষ্ঠানের লক্ষ্য। তাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেন ডঃ ওমপ্রকাশ ভারতী, প্রেমানন্দ রায়, বিশ্বজিৎ সাহা, সুব্রত দত্ত, গর্জেন মল্লিক এবং রোমা ছেত্রী।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা হয় নীলাঞ্জনা বসুর সরস্বতী বন্দনা নৃত্য দিয়ে। নদীকেন্দ্রিক সংগীত পরিবেশন করেন ঋতম বসু, পিয়ালী বসু, সুদীপ ভদ্র, দেবারতি দেব। তালবাদ্যে সহযোগিতা করেন স্বরূপ মজুমদার। সংগীতশিল্পী দেবাশিস লোক তারবাদ্য মুরচুঙ্গা বাজিয়ে শোনান। সঙ্গে ছিল তাঁর সেভ তিস্তা বিষয়ক সংগীত পরিবেশন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সঞ্চিতা ভট্টাচার্য। সংস্থার সম্পাদক সোমা সান্যাল চক্রবর্তী জানালেন, নদী নিয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার প্রথম পদক্ষেপ এটি। ভবিষ্যতে এই কাজ ধারাবাহিকভাবে চলবে। তাঁর দৃঢ় উচ্চারণই বোঝা গেল, এই অবোধ এবং নির্বোধের দুনিয়ায় তাঁর ভেতর এক বোধের এবং প্রতিরোধের নদী দু'কূল ভাসিয়ে এগিয়ে যেতে চাইছে।

– ছন্দা দে মাহাতো

দীপ জ্বেলে যাই

ছোটদের থিয়েটারের দিশা দেখাতে বহুদিন ধরেই উত্তরবঙ্গ সচেষ্ট। নারায়ণ সাহা, শংকর দত্তগুপ্ত থেকে সদ্য প্রয়াত দীপোজ্জ্বল চৌধুরী, সবাই আন্তরিকভাবে পথ দেখাতে চেয়েছেন। তাঁদের সেই প্রচেষ্টাকে নিয়ে কলম ধরলেন **রামসিংহাসন মাহাতো**

জমজমাট।। *আনন্দ কালচারাল সেন্টারের নাটক 'পিটার দি গ্রেট'।*

সৃষ্টির প্রদীপ কখনও নেভে না। নিভলে থমকে যাবে গ্রহ তারা। বিশ্ব চরাচর অন্ধকার হয়ে যাবে। তাই এই দীপ উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতেই থাকে। যেমন শিলিগুড়ির শিশু নাট্যম অ্যাকাডেমির কর্ণধার দীপোজ্জ্বল চৌধুরী। সম্প্রতি তিনি তাঁর স্বপ্নের শিশুদের ছোট জগৎ ছেড়ে পাড়ি দিয়েছেন বড় আকাশে। কিন্তু তাঁর স্বপ্নের শিশুরা অনেক প্রদীপের শিখা হয়ে উত্তরবঙ্গের মাথাভাঙ্গা থেকে মালদা পর্যন্ত, এমনকি মায়াবী আলোর কলকাতাতেও নিজস্ব আলো ছড়াচ্ছে। বৃহস্পতিবারই কলকাতার ঐকতান মঞ্চে রাজ্য কলা উৎসবে চিলা রায়কে নিয়ে 'বীরপুরুষ' নাটক করে সকলকে চমকে দিয়েছে কোচবিহার সদর গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের খুদেরা। কোচবিহারে জেলাভিত্তিক আন্তঃস্কুল নাটক প্রতিযোগিতায় সেরা হয়ে ওরা রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছে। এ বিষয় নিয়েই কথা হচ্ছিল স্কুলের নাট্য শিক্ষক অর্ণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। জানালেন, ২০১০ সাল থেকে স্কুলে পড়ুয়াদের ড্রামা ক্লাব শামিয়ানা তৈরি করে এই চর্চা চলছে। তাঁরা প্রতিবছর বিদ্যালয় নাটক উৎসব এবং আন্তঃবিদ্যালয় স্কুল নাট্য প্রতিযোগিতায় এই চর্চা ধরে রেখেছেন। তাঁর কাছেই জানা গেল, কোচবিহারে একই ধরনের চর্চা চলছে শিক্ষিকা মাধবী বড়গাঁওয়ের নেতৃত্বে সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুলে। বিবেকানন্দ বয়েজ স্কুল এবং কোচবিহার বালিকা বিদ্যালয়েও এমন চর্চার হদিস মিলেছে। ভালো কাজ করছে কোচবিহার স্বপ্ন উড়ানও।

কোচবিহারে শুধু শহরের স্কুলই যে এমন চর্চা চলছে তা নয়, মাথাভাঙ্গার প্রত্যন্ত এলাকাতেও তার ঢেউ লেগেছে। মাথাভাঙ্গা-১ এবং ২ ব্লক ও শীতলকুচি ব্লকের ছয়টি স্কুলে গিলোটিন নাট্য সংস্থার নেতৃত্বে কাজ চলছে। গিলোটিনের কর্ণধার নাট্য ব্যক্তিত্ব নারায়ণ সাহার কথায়, 'চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়াদের নিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে নাটক তৈরি করে তা শহরের মঞ্চস্থ করা হবে।' তাঁর কথায় বেশ দৃঢ়তা ছিল। বোঝা গেল, নাটকের দল শুধু লোকশিক্ষা আর বিনোদন নিয়েই ব্যস্ত নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিয়েও ভাবছে। এটা ভালো লক্ষণ।

ছোটদের নাটক যদি যথাযথভাবে তৈরি হয় তাহলে তার জনপ্রিয়তা কোন স্তরে যেতে পারে তার সবচেয়ে সার্থক উদাহরণ হল কোচবিহার আনন্দম কালচারাল গ্রুপের নাটক 'পিটার দি গ্রেট'। সুকুমার রায়ের গল্প নিয়ে নাট্য রূপ ও নির্দেশনা শংকর দত্তগুপ্তের। ২০০৩ সালে সেই নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়। এখনও চলছে। ইতিমধ্যে ১০০টিরও বেশি শো হয়েছে। নাটকে ছোটদের জগৎ গড়ার স্বপ্ন দেখতেন উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট মূকাভিনেতা শংকর দত্তগুপ্ত। তাদের

কোচবিহার শিশু কিশোর নাটক সংস্থার একটি পরিবেশনা।

আনন্দ দিতেই ১৯৮০ সালে তৈরি করেছিলেন আনন্দম। মঞ্চেই এই শিল্পীর অকাল প্রয়াণ ঘটে। তারপর সংস্থার হাল ধরেন তাঁর কন্যা এবং দুই পুত্র সুকন্যা, সৌম্যজিৎ ও শুভজিৎ দত্তগুপ্ত। শিশুদের নিয়ে পায়ে পায়ে ৪৫ বছর ধরে অগুনতি সাফল্যকে ঝুলিতে ভরে পথ চলা উত্তরবঙ্গে ছোটদের দলের পক্ষে নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য ইতিহাস।

এছাড়া কোচবিহারেই ২০০৮ সাল থেকে ছোটদের থিয়েটারের স্কুল চালাচ্ছে শিশু-কিশোর নাট্য সংস্থা। সংস্থার সম্পাদক সোমনাথ ভট্টাচার্য জানালেন, এই স্কুল হয় ব্রাহ্মমন্দির প্রাঙ্গণে প্রতি শনি ও রবিবার। তারা প্রতিবছর শিশু-কিশোর নাট্য উৎসব এবং সাহিত্যকলা উৎসব করে থাকেন, প্রকাশিত হয় 'সবুজ মন' নামে একটি পত্রিকাও। এবছর শিশু-কিশোর নাটক উৎসব হয়েছে ১২-১৪ নভেম্বর। সোমনাথবাবুর মতে, ছোটরা এখানে এসে কিছুক্ষণের জন্য হলেও মুক্তির স্বাদ খুঁজে পায়।

জলপাইগুড়ি শহরে যাঁরা বড়দের নাটক করেন তাঁদের মধ্যে কলাকুশলী ও মুক্তাঙ্গনের ছোটদের বিভাগ আছে। কলাকুশলীর তমোজিৎ রায় তো ছোটদের নিয়ে কাজে খুবই আন্তরিক। আর মালদা মালঞ্চ গোষ্ঠীর তারকা বলতে অনেকে চেনেন এক শিশুশিল্পীকে। শিলিগুড়িতেও পার্থপ্রতিম মিত্রের নেতৃত্বাধীন সৃজন সেনা, বিশ্বজিৎ রায়ের দল স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে কাজে বিশেষভাবে মনোযোগী। কিন্তু সবার মধ্যে ধ্রুবতারা হয়ে ছিলেন দীপোজ্জ্বল। শিশুদের নিয়ে কাজে চাই, তাদের মতো সারল্য, আর সাদামাটা আন্তরিকতা। দীপোজ্জ্বল ছিলেন তারই আদর্শ মডেল। পরনে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি আর কাঁধে ঝোলা। মুখে স্মিত হাসি। সবসময় বিনয়ী সম্ভাষণ। শিশু নাট্যম ছিল তাঁর প্রাণের স্পন্দন, ২৪ ঘণ্টা ধরে সব ভাবনার উৎস। এর জন্য তিনি অর্ধশতকেরও বেশি নাটক লিখেছেন এবং পরিচালনা করেছেন। ছোটদের নাটকের বাহিনী নিয়ে হিল্লি-দিল্লি-কলকাতা তো বটেই এমনকি বাংলাদেশও ঘুরে এসেছেন। একসময় উত্তরবঙ্গ অসম শিশু-কিশোর উৎসবের তিনি ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। মুখে কথা বলে নয়, গলায় সুর তুলে নয়, তিনি শিশু নাট্যমে তাঁর কাজে শতফুল ফোটাতে চেয়েছেন। ফুল ফুটুক না ফুটুক অন্তত উত্তরবঙ্গে ছোটদের নাট্যচর্চায় ২৫ বছর পূরণ করায় একটা প্রদীপ জ্বালানো উচিত তাঁর জন্য।

শিবানন্দে বিভোর সুনন্দা

ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যে উপাস্য দেবতা হলেন নটরাজ শিব। আর শিবানন্দ লাহারি হল শিবের সদানন্দ সত্তাকে নিয়ে আদি শঙ্করাচার্যের লেখা স্তোত্র। এই স্তোত্রকে ভরতনাট্যম আঙ্গিকে মঞ্চে প্রকাশ করলেন বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী সুনন্দা সাহা। তিনি তাঁর নিবেদনে বুঝিয়ে দিলেন বিষয়ের গভীরে ডুব না দিলে ভক্তিরসের এই মুক্তমঞ্চে তুলে আনা যায় না। আহা কী মন ছুঁয়ে যাওয়া নৃত্য নিবেদন।

সম্প্রতি দীনবন্ধু মঞ্চে সুনন্দা নৃত্যাঙ্গনের দু'দিনের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কর্ণধারের ভক্তিরসের এই নিবেদন ছাড়াও আকর্ষণীয় অংশে ছিল শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান। এই প্রতিযোগিতায় জুনিয়ার ও সিনিয়ার বিভাগে ভরতনাট্যমে প্রথম হয়েছেন অস্মিতা জয়সওয়াল ও রবীন দাস। কত্থকে জুনিয়ার ও সিনিয়ার বিভাগে প্রথম হয়েছেন পিউ সাহা ও ঋদ্ধিমা দত্ত। এই প্রতিযোগীদের নৃত্যাঙ্গনের তরফে মঞ্চেই পুরস্কৃত করা হয়। বিচারকের আসনে ছিলেন নৃত্য প্রশিক্ষক সঞ্চারী সরকার এবং গৌরাঙ্গ মণ্ডল। মঞ্চে অতিথি হিসেবে ছিলেন গুরু সংগীতা চাকি, সহেলি বসু ঠাকুর ও রঞ্জিতা বসু। বিভিন্ন পর্বে শিক্ষার্থীদের নিবেদনেও ছিল পরিশ্রমী অনুশীলনের ছাপ। সিনিয়ার শিক্ষার্থী শিল্পীদের মধ্যে তাদের অনুষ্ঠানে নজর কেড়েছেন আশিক সরকার, মল্লিকা মহন্ত ও জুঁই দেবনাথ। দু'দিনের এই অনুষ্ঠানে সঞ্চালনার দায়িত্ব সামলেছেন নৃত্যাঙ্গনের শিক্ষার্থী জুঁই দেবনাথ, জুঁই ভট্টাচার্য ও হারসিকা বেগবাণী। সব মিলিয়ে উপভোগ্য দুটি সন্ধ্যা উপহার দিলেন সুনন্দা ও তাঁর শিক্ষার্থী শিল্পীরা।

- ছন্দা দে মাহাতো

ছিমছাম অনুষ্ঠান

সম্প্রতি কোচবিহার জার্নালিস্টস ক্লাবের উদ্যোগে কোচবিহারের রেডক্রস সোসাইটি ভবনে বিজয়া সম্মিলনি ও বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হল। এই উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন গোকুল সরকার, শঙ্কর রায়, প্রহ্লাদ ভৌমিক, রজনীকান্ত বর্মন প্রমুখ বিশিষ্টরা। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন নুরজাহান। এদিন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মৌসুমি গুহ চৌধুরী। স্বপনকুমার সরকার ও ঝুমা সরকারের সংগীত পরিবেশন অনুষ্ঠানে অন্য মাত্রা যোগ করে। এদিনের অনুষ্ঠানে তরুণ দাস সম্পাদিত পত্রিকা 'তিস্তা-তোর্ষা সমাচার'-এর শারদ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল স্বরচিত কবিতা পাঠ। এদিন মোট ১৫ জন কবি স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন অশোককুমার ঠাকুর। *– সমীর পাল*

গানের লড়াই

সম্প্রতি ধূপগুড়ি ব্লকের চরচরাবাড়ি গ্রামের জোড়াকালী, শ্যামাপুজো উৎসব কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রাজবংশী সম্পদায়ের লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতিকে নিয়ে হল বিশেষ আলোচনা ও চোরচুন্নি গানের লড়াই। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী মঙ্গলাকান্ত রায়, লোকসংস্কৃতি গবেষক ডঃ রতনচন্দ্র রায়, রাজবংশী চিত্র পরিচালক কামতারত্ন তপন রায়ের পাশাপাশি প্রদীপকুমার রায়, বিজয়কুমার রায়, পরিমল রায়, মলিন রায়, বজিন রায়, প্রগতি রায়, মিনতি রায়, পুতুল রায়ের মতো বিশিষ্টদের অনেকেই।

–গণেশচন্দ্র রায়

জমাট আড্ডা

কিছুদিন আগে রোববারের সাহিত্য আড্ডা আয়োজিত জমজমাট এক আড্ডায় ইসলামপুরের আদি দুর্গামন্দির প্রাঙ্গণ ছিল আবেগে জমজমাট। সংস্থার সভাপতি ডাঃ বিনয়ভূষণ বেরার লেখনীতে উঠে আসে আরজি কর প্রসঙ্গ। সম্পাদক চন্দন সিংহের কথায় আড্ডায় বয়োজ্যেষ্ঠদের শৈশবকালীন অভিজ্ঞতা বর্তমান প্রজন্মের মনে ঈর্ষা জাগিয়ে তুলবে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে পরিচালনা করেন সুদীপ্ত ভৌমিক। যাঁর লেখায় ও কথনে না হাসলেই নয় তিনি হলেন ভবেশ দাস। ডঃ বাসুদেব রায় ও বরুণ রায়ের কথায় উঠে আসে শতবর্ষ পুরোনো আদি দুর্গামন্দিরের পুজোর সেকাল ও একাল। উপস্থিত ছিলেন লেখক প্রসূন শিকদার, দ্বিজেন পোদ্দার, প্রাণগোপাল বালা, সমাজসেবী স্বরূপানন্দ বৈদ্য, নৃত্যশিল্পী স্মৃতিকণা রায় প্রমুখ।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

নাচের টানে

ছন্দম নৃত্যায়নের প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠানে সবাই মাতলেন। সম্প্রতি ইসলামপুরের মুক্তমঞ্চে প্রশিক্ষিকা দোলা মৈত্রের নির্দেশনায় যেন অনন্য সুন্দর এক নৃত্য মুদ্রা বেষ্টিত অনুষ্ঠান দেখলেন শহরবাসী। কতটা কঠোর অনুশীলন থাকলে এই ধরনের একটা সম্পূর্ণ নৃত্যের অনুষ্ঠান উপস্থাপন করা যায় তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। নৃত্য ভাবনায় আধুনিকতা মন কেড়ে নেয় সকলের।

–সুরমা রানি

মঞ্জরী ও হরিণ সাহিত্য পত্রিকার উদ্যোগে শুরু হল ত্রৈমাসিক সাহিত্যসভা। সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার ভোলারডাবরিতে। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন অর্পিতা পণ্ডিত। এদিন মঞ্জরী ও হরিণ সাহিত্য পত্রিকার পুজো সংখ্যা আলাদাভাবে প্রকাশিত হয়। স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান উৎপল অধিকারী,

নতুন উদ্যোগ

নিবারণ পণ্ডিত, জগন্নাথ শীল, লিপিকা দেবনাথ, অক্ষয়কুমার বর্মন, রীনা পণ্ডিত, রীতা চক্রবর্তী, দিলীপ দেবনাথ প্রমুখ। তরুণ কবি সৌরভ দেবনাথের লেখা কবিতা পাঠ করে শোনান রূপা দেবনাথ। এছাড়া অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করে শোনান অন্তরা দেবনাথ, রিম্পা দেবনাথ, ঝুম্পা দেবনাথ ও অনামিকা সরকার। সমাপ্তি সংগীত পরিবেশন করেন জগন্নাথ শীল।

বইটই

অনন্য প্রয়াস

প্রকাশিত হয়েছে মহিলাদের লেখা পত্রিকা **দশভুজা**র প্রথম বর্ষ **শারদ সংখ্যা**। আলিপুরদুয়ারের সম্পাদক-প্রকাশক শিপ্রা বসু তালুকদারের তত্ত্বাবধানে। প্রথম প্রয়াসের প্রচেষ্টা অনেকটা পথচলার স্বপ্ন দেখায়। সংখ্যাটি বিশেষ রচনা, কবিতা, গল্প, ঘোরাঘুরি, স্বাস্থ্য, সুর-তাল-ছন্দ, রান্নাবান্নাকে কেন্দ্র করে নানা লেখালেখিতে ঠাসা। 'বর্তমান সময়ে বাংলার কয়েকজন বিশিষ্ট মহিলা সাহিত্যিক' শীর্ষকে রমা কর্মকারের লেখাটি মহিলাদের কলমপ্রীতিকে আরও অনেকটা বাড়িয়ে দেবে। ডঃ সুমিত্রা চৌধুরীর লেখা 'রাসসুন্দরীর কথা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিপ্রার সমস্ত প্রচেষ্টায় ছবির একটা বিশেষ গুরুত্ব থাকে। এই সংখ্যাটিও সেই চেষ্টা থেকে বাদ পড়েনি। সুরঙ্গনা মজুমদারের আঁকা প্রচ্ছদটি উল্লেখযোগ্য।

শারদ অর্ঘ্য

বরাবরের মতোই মন ভালো করা একগুচ্ছ অনুভূতি নিয়ে এবারও পাঠকদের হাতে ধরা দিয়েছে **মঞ্জরীর পুজো সংখ্যা**। একগুচ্ছ কবিতা ও ছোট গল্পকে সঙ্গী করে। আলিপুরদুয়ারের প্রত্যন্ত এক এলাকা ভোলারডাবরি থেকে প্রকাশিত এই ক্ষুদ্র পত্রিকা বহুদিন ধরেই উত্তরবঙ্গের সাহিত্য জগৎকে সমৃদ্ধ করতে অক্লান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তুষারকান্তি চক্রবর্তী, মানবেন্দ্র দাসদের লেখা কবিতায় সেই চেষ্টা পত্রিকার এই সংখ্যাতেও বর্তমান। অন্য কবিতাগুলিও সুন্দর। বেশ ভালো লাগে রিনা পণ্ডিত, স্বপনকুমার সরকার, কমল রায়, পবিত্রভূষণ সরকার, নারায়ণ পণ্ডিতদের লেখা গল্পগুলি। পত্রিকার এই সংখ্যার প্রচ্ছদটি আলাদাভাবে চোখ টানে।

তোমাকে দিলাম

প্রেম। অদ্ভুত এক অনুভূতি। সেই প্রেম বাস্তবে আসতে পারে বা হয়তো কল্পনায়। এমনই এক প্রেমকে উদ্দেশ্য করে একটি খুদে-বই লিখে ফেলেছেন সৌরভ দত্ত। সৌরভের **তুমি** ১২টি খুদে কবিতার সংকলন। তরুণ পেশাগতভাবে শিক্ষা জগতের সঙ্গে যুক্ত কিন্তু ২০১২ সাল থেকেই তিনি লেখালেখির জগৎটার সঙ্গে রয়েছেন। বেশ কয়েকটি পত্রিকায় তাঁর বিভিন্ন লেখা প্রকাশিত হয়েছে। খুদে-বইটি প্রেমে ভরপুর। সৌরভ লিখেছেন, 'তুমি-কেন্দ্রিক আমার শেষতম কবিতা এটি/কাব্যে উজাড় করে বেসেছি তোমায় ভালো।' লেখবন্ধন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত এই বইয়ের প্রতিটি কবিতাই পড়তে বেশ।

ছোটদের জন্য

ছোটরা আজ বড্ড তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাচ্ছে। ছোটবেলাটা তারা যাতে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে পারে সেজন্য কলম ধরেছেন রাজশ্রী মৈত্র। লিখেছেন **ছন্দে ছড়ায় মনের কথায়**। ছড়া, কবিতা, গল্প ও ছোটগল্পের সম্ভার। রাজশ্রী শিলিগুড়ির। নাচ, গান, ছবি আঁকা, কবিতাকে সঙ্গী করে বেড়ে ওঠা। নানা মাধ্যমে স্বরচিত কবিতা পাঠ করতে ভালোবাসেন। আর খুব বেশি ভালোবাসেন ছোটদের জন্য নানা স্বাদের লেখা লিখতে। লিখে ফেলেছেন, 'ঘুমপাড়ানি গানে এখন/সোনা ঘুমায় না/পরীর দেশে গল্পের তারা/কিছুই বোঝে না।' স্বপ্ন দেখেন, 'যখন আমি বড় হবো/রাখবো তোমার মান/তোমার হৃদয় জুড়িয়ে যাবে/ভরে যাবে প্রাণ।'

ছন্দের টানে

'শৈশব হারিয়ে বড় হয়ে উঠছি/হারিয়েছি বহু অনুভূতি/সাথে আছে শৈশব কালের স্মৃতি।' লিখেছেন শমীক ঘোষ। তাঁর **ছন্দের হাতেখড়ি** বইয়ে। সব মিলিয়ে ২৪টি কবিতার এক সুন্দর সংকলন। সবগুলিই পড়তে বেশ। শূন্যতা শমীকের ছন্দে 'জমা হয়েছে বহু কথা/শুধুই রয়েছে ভেতরে চাপা/জীবনচক্রে শত মানুষের আনাগোনা/ব্যর্থ প্রকাশে মনের ব্যথা-/সময়চক্রে জীবনের ব্যস্ততা/তবু তাড়া করে এক অদ্ভুত শূন্যতা।' বইটি বাবা শিবুচন্দ্র ঘোষকে উৎসর্গ করেছেন শমীক। কবির কথায়, 'কবিতাতেই খুঁজে পাই মনের কথা, না বলতে পারা কথায় ছন্দের হাতেখড়ি, সমসাময়িক বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মনের কল্পনার মেলবন্ধন।'

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান
এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

যত কাণ্ড আকাশপথে

মোদির বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি, রাহুলের কপ্টারের ওড়ায় বাধা

কপ্টার ওড়ার অনুমতি না মেলায় আটকে থাকলেন রাহুল গান্ধি। শুক্রবার ঝাড়খণ্ডের গোড্ডায়।

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর : রাজনীতির মারপ্যাঁচ নির্বাচনি মাঠে-ময়দানে আকছার চলে। কিন্তু মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ডে ভোটের ভরা মরশুমে আকাশপথেও যে রাজনৈতিক কাণ্ডকারখানা জমে ক্ষীর হতে পারে তার আঁচ মিলল শুক্রবার। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিমান জরুরি অবতরণ করে ঝাড়খণ্ডের দেওঘর বিমানবন্দরে। আদিবাসী নেতা বিরসা মুন্ডার জন্মদিবস উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শুক্রবার বিহারের জামুইয়ে গিয়েছিলেন মোদি। দেওঘর বিমানবন্দর থেকে হেলিকপ্টারে চেপে তিনি জামুই গিয়েছিলেন। ওই অনুষ্ঠান সেরে সেখান থেকে একইভাবে দেওঘরে ফিরে আসেন মোদি। কিন্তু ভারতীয় বায়ুসেনার যে বিমানে চেপে তাঁর নয়াদিল্লি ফেরার কথা ছিল সেটিতে হঠাৎ যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। ফলে দেওঘর বিমানবন্দরে আটকে পড়েন মোদি। বিমানেই বসে ছিলেন তিনি। গোটা বিমানবন্দরকে কড়া নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে ফেলা হয়। প্রায় ২ ঘণ্টা পরে বায়ুসেনার অপর একটি বিমানে চেপে দেওঘর থেকে নয়াদিল্লির উদ্দেশে রওনা দেন মোদি।

দেওঘর বিমানবন্দরে মোদি আটকে থাকাকালীন তার থেকে মাত্র ৮০ কিলোমিটার দূরে গোড্ডায় হেলিকপ্টার বিভ্রাটে জড়ান লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। গোড্ডায় এদিন একটি নির্বাচনি জনসভা ছিল তাঁর। সেটি সেরে ঝাড়খণ্ডেই অপর একটি জনসভায় যোগ দিতে যাচ্ছিলেন রাহুল। কিন্তু এটিসির তরফে বাধাদানের ফলে গোড্ডায় দু-ঘণ্টারও বেশি সময় আটকে থাকে তাঁর হেলিকপ্টার। দু-ঘণ্টা পরে তাঁর হেলিকপ্টার ওড়ার অনুমতি পায়। কংগ্রেসের অভিযোগ, বিজেপির তরফে ইচ্ছাকৃতভাবে রাহুল গান্ধিকে প্রচারে যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, জামুইয়ে মোদির সভার জন্য আকাশপথ নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। সেই কারণেই রাহুল গান্ধির হেলিকপ্টার ওড়ার অনুমতি দিতে বিলম্ব হয়েছে। রাজ্যের কংগ্রেস নেতা দীপক পান্ডে সিং বলেন, 'দেশের শীর্ষ বিরোধী নেতাকে কপ্টারে এতক্ষণ অপেক্ষা করানো হল। আমি বুঝতে পারছি না বিজেপি এমনটা কেন করছে।'

মোদি-রাহুলের পাশাপাশি আকাশপথে কাণ্ডকারখানার সঙ্গে নাম জড়িয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'রও। শুক্রবার মহারাষ্ট্রের হিঙ্গোলিতে তাঁর হেলিকপ্টারে তল্লাশি চালায় নির্বাচন কমিশনের একটি দল। এক্স হ্যান্ডেলে সেই কথা জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি লেখেন, 'আজ হিঙ্গোলিতে নির্বাচনি প্রচারের সময় আমার হেলিকপ্টারে তল্লাশি চালান কমিশনের আধিকারিকরা। বিজেপি নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। নির্বাচন কমিশনের সমস্ত নিয়মকানুন মেনে চলে।' সম্প্রতি শিবসেনা (ইউবিটি) প্রধান উদ্ধব ঠাকরের হেলিকপ্টার ও ব্যাগে তল্লাশি চালানোর সময় বিতর্ক হয়েছিল। মোদি-শা'দের হেলিকপ্টারে তল্লাশি চালানো হয় কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন উদ্ধব। তাঁর ওই খোঁচার পরই এদিন শা'র কপ্টারে তল্লাশি চলে। এর আগে মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে, দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, অজিত পাওয়ারদের হেলিকপ্টারেও তল্লাশি চালানো হয়েছে।

রাজ্যকে নোটিশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : হাতি তাড়াতে গিয়ে আদালত অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত হল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৬ বছর আগে হাতি ও মানুষের সংঘাত বন্ধে সুপ্রিম কোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছিল তা কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এর জেরে এবার রাজ্যের জবাব তলব করেছে সুপ্রিম কোর্ট। অভিযোগ উঠেছে, আদালতের নির্দেশ অমান্য করে এখনও হাতি তাড়াতে মশাল এবং গজাল ব্যবহার করা হয় রাজ্যে। এই ব্যাপারে বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যের কাছে জবাব তলব করেছে।

এর আগে ১৫ অগাস্ট ঝাড়গ্রামে হাতি তাড়ানোর জন্য লোহার রড, গজাল এবং মশাল ছোড়ার অভিযোগ উঠেছিল হুলা পার্টির বিরুদ্ধে। তাতে এক হস্তিনী ও তার গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু হয়। হাতি তাড়াতে যাতে ওই ধরনের কোনও কিছু ব্যবহার করা না হয় সেইজন্য ২০১৮ সালে নির্দেশ দিয়েছিল সর্বোচ্চ আদালত। তখন মুচলেকা দিতে হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড এবং

হাতি তাড়াতে আদালত অবমাননা

কর্ণাটক সরকারকে। রাজ্যগুলি তখন জানিয়েছিল, ধাতব অস্ত্র তো বটেই, জরুরি পরিস্থিতিতে মশালও ব্যবহার করবে না রাজ্য। অভিযোগ উঠেছে, বাকি রাজ্যগুলি এই নির্দেশ কার্যকর করলেও পশ্চিমবঙ্গ এই বিষয়ে কোনও সদর্থক উদ্যোগ নেয়নি। এই ঘটনায় রাজ্যের প্রিন্সিপাল কনজারভেটার অফ ফরেস্ট-এর কৈফিয়ত তলব করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

অভিযোগ উঠেছে, হাতি তাড়াতে এখনও পর্যন্ত কোনও বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরি করতে পারেনি রাজ্য সরকার। বরং বন দপ্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতেই হাতিদের ওপর নৃশংস হামলার ঘটনা ঘটেছে। হুলা পার্টির উপযুক্ত প্রশিক্ষণের বন্দোবস্তও করা হয়নি। গ্রামগুলির সীমানায় লাগানো হয়নি সোলার লাইট। গ্রামবাসীদের সোলার টর্চও দেওয়া হয়নি। নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, লংকা গুঁড়োর ধোঁয়া বা ড্রাম বাজিয়ে হাতি তাড়াতে হবে। সেটাও পালন করেনি রাজ্যের বন দপ্তর।

দেরাদুনে বেপরোয়া গতির বলি ৬ পড়ুয়া

দেরাদুন, ১৫ নভেম্বর : একদিন দলবেঁধে জনা সাতেক কলেজ পড়ুয়া বেরিয়েছিলেন বেড়াতে। রাস্তার ধাবায় কবজি ডুবিয়ে খানাপিনার পর গাড়ি নিয়ে শুরু হয় তাঁদের বেপরোয়া দৌড়। কিন্তু তার পরিণতি হল মর্মান্তিক। উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে মারাত্মক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ছয়জনের। আর একজন প্রাণে বাঁচলেও আপাতত হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি চলছে। সিসিটিভি ফুটেজ থেকে দেখা যায়, একটি বিএমডব্লিউ গাড়ির সঙ্গে রেষারেষি করতে গিয়েই ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারে পড়ুয়াদের টয়োটা ইনোভা গাড়িটি। ঘটনাটি ঘটে ১২ নভেম্বর কাকভোরে।

পুলিশ জানিয়েছে, ওএনজিসি চকে একটি বিএমডব্লিউ গাড়ির সঙ্গে পড়ুয়াদের গাড়িটি রেষারেষিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনে থাকা একটি ট্রাকে ধাক্কা মারলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তবে পড়ুয়াদের মদ্যপানের বিষয়টি নিশ্চিত হতে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছে পুলিশ।

শোকপ্রকাশ করে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বলেন, 'ছয় তরুণের মৃত্যু অত্যন্ত মর্মান্তিক। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন তাঁদের আত্মার চিরশান্তি হয় এবং শোকস্তব্ধ পরিবারগুলি এই শোক সহ্য করার শক্তি পায়।'

ধড়-মুণ্ডু আলাদা

মুখ্যমন্ত্রী জানান, পুলিশ ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করছে।

দুর্ঘটনায় আহত সিদ্ধেশের বাবা বিপিন আগরওয়াল সবাইকে ভুয়ো খবর না ছড়ানোর আবেদন করেছেন। তিনি বলেন, 'ছয়টি পরিবার তাদের সন্তান হারিয়েছে। আমাদের ছেলের অবস্থা গুরুতর। আমরা অনুরোধ করছি, দয়া করে গুজব ছড়াবেন না। পুলিশ তদন্ত করছে এবং সময়মতো সত্য উদঘাটিত হবে।'

দুর্ঘটনাস্থলের যে ভিডিও প্রথমে ছড়িয়ে পড়ে তাতে দেখা যায়, সংঘর্ষের ধাক্কায় উড়ে গিয়েছে গাড়ির ছাদ। মৃতদের মধ্যে কারও মাথা নেই, কারও দেহ গাড়ির ভিতরেই পিষ্ট হয়ে আছে। রাস্তায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। দুর্ঘটনার পর একাধিক ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছিল সমাজমাধ্যমে। তবে সে দৃশ্যের ভয়াবহতা দেখে তা মুছে দিয়েছে 'এক্স'।

মৃতদের সকলকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের নাম কুণাল কুকরেজা (২৩), অতুল আগরওয়াল (২৪), ঋষভ জৈন (২৪), নব্যা গোয়েল (২৩), কামাক্ষী (২০) এবং গুণীত (১৯)। এঁদের মধ্যে কুণাল হিমাচলপ্রদেশের বাসিন্দা, বাকিদের বাড়ি দেরাদুনে। একমাত্র জীবিত ব্যক্তি সিদ্ধেশ আগরওয়াল (২৫) গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তিনিই পার্টির আয়োজক ছিলেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

'বিরসা মুন্ডা চক' নামকরণে রাজনৈতিক তর্জা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর : দিল্লির সরাই কালে খাঁ চকের নাম পালটে বিরসা মুন্ডা চক রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টার শুক্রবার এই ঘোষণা করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান নায়ক এবং আদিবাসী নেতা 'ভগবান' বিরসা মুন্ডার ১৫০তম জন্মবার্ষিকীর দিন উপলক্ষ্যে এই ঘোষণা করা হয়। এ নিয়ে বিরোধীদের কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়েছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার তথা বিজেপিকে।

বিরসা মুন্ডার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে 'জনজাতীয় গৌরব দিবস' পালিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খাট্টার শুক্রবার বলেন, 'আজ থেকে সরাই কালে খাঁ চকের নতুন নাম বিরসা মুন্ডা চক। তাঁর মূর্তি, তাঁর নামাঙ্কিত এই চক শুধু দিল্লিবাসী নয়, বিরসার জীবনের মূল্যবোধ এবং সংগ্রাম এখানে আসা প্রতিটি মানুষকে অনুপ্রেরণা জোগাবে।'

কিছুদিন আগে সরাই কালে খাঁ চকে বিরসা মুন্ডার মূর্তি উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তারপরেই কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রী সরাই কালে খাঁ চকের নাম বদলের কথা ঘোষণা করলেন। দিল্লিতে বেশ কয়েকটি এলাকা এবং রাস্তার নাম বদল হয়েছে আগেই। এবার সেই তালিকায় জুড়ল সরাই কালে খাঁ চক। এখানে একটি আন্তঃরাজ্য বাস টার্মিনাল রয়েছে। অওরঙ্গজেব রোডের নাম বদলে প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালামের নামে করা হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনের রেসকোর্স রোডের নাম বদলে করা হয় লোককল্যাণ মার্গ। ডালহৌসি রোডের নাম পালটানোরও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। সেটির নাম দারা শিকো রোড করার দাবি উঠতেই আপত্তি জানিয়েছিলেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদেরা। তাঁদের যুক্তি ছিল, বারবার রাস্তার নাম বদলের সিদ্ধান্ত আসলে ইতিহাসের সঙ্গে খেলা করা। তারপরেও রাজপথের নাম বদলে করা হয় 'কর্তব্যপথ'। বিরসা মুন্ডাকে সম্মান জানাতে এই চকের নাম বদল নিয়েও কেন্দ্রের মোদি সরকারকে কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা। তাদের বক্তব্য, একদিকে আদিবাসীদের জল-জমি-জঙ্গল কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে তাদের খুশি করতে বিরসা মুন্ডার নাম ব্যবহার করা হচ্ছে। আদিবাসীদের উন্নয়ন না করে তাদের ভোট টানার রাজনীতি করছে বিজেপি।

কংগ্রেসের দাবি, 'ঝাড়খণ্ডে বিধানসভা ভোটের কথা ভেবেই বিজেপি সরকার নাম বদল করছে। কিন্তু আদিবাসীদের জমি ও জঙ্গলের অধিকার রক্ষায় কার্যত কিছুই করছে না।' তৃণমূলের রাজ্যসভার নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েনের অভিযোগ, 'আদিবাসী উন্নয়নের জন্য বাজেট বরাদ্দ ধারাবাহিকভাবে কমানো হচ্ছে। ২০২৪ সালের বাজেটে তপশিলি উপজাতি শব্দটি মাত্র একবার উল্লেখ করা হয়েছে।'

আপত্তি অজিতের, প্রশ্ন বিজেপির একাংশেরও

'বাটেঙ্গে' স্লোগানে বিপত্তি মহায্যুতিতে

মুম্বই, ১৫ নভেম্বর : উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের 'বাটেঙ্গে তো কাটেঙ্গে' স্লোগান এখন হিন্দিবলয়ের সবথেকে বড় রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে মহারাষ্ট্রে বিজেপি এবং মহায্যুতির ভোটপ্রচারেও শোনা যাচ্ছে। কিন্তু সেই স্লোগান ঘিরে মহায্যুতির অন্দরে তো বটেই, বিজেপির একাংশেরও আপত্তি উঠছে। আর তাতে ভোটের মুখে হঠাৎই অস্বস্তিতে মহারাষ্ট্রের শাসকজোট।

এনসিপি নেতা তথা রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার আপত্তি তুলেছেন যোগীর ওই স্লোগান নিয়ে। তিনি তাঁর সমর্থকদের বলেছেন, উত্তরপ্রদেশের ওই স্লোগান যেন মহারাষ্ট্রের ভোটে ব্যবহার করা না হয়। একটি সাক্ষাৎকারে অজিত পাওয়ার বলেন, 'আমি জনসভায় এবং সংবাদমাধ্যমের কাছে বারবার ওই স্লোগান নিয়ে আমার আপত্তির কথা জানিয়েছি। কিছু বিজেপি নেতাও আমার সঙ্গে একমত। এটা উত্তরপ্রদেশ নয়। এই ধরনের স্লোগান উত্তরে চলতে পারে। কিন্তু এখানে এসব চলে না।' যোগীর বদলে মোদির স্লোগানকে তিনি মহারাষ্ট্রের পক্ষে আদর্শ বলে দাবি করেছেন। অজিত পাওয়ার বলেন, 'আমাদের নিজস্ব নীতি-আদর্শের পাশাপাশি মহারাষ্ট্র সবকা সাথ, সবকা বিকাশ এবং প্রধানমন্ত্রীর এক হ্যায় তো সেফ হ্যায় স্লোগান মেনে চলে।'

বিজেপি নেতা তথা রাজ্যের আরও এক উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ অবশ্য বাটেঙ্গে স্লোগানের পক্ষে। তিনি বরং প্রশ্ন তুলেছেন অজিত পাওয়ারের অতীত রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে। ফড়নবিশ বলেন, 'যোগী আদিত্যনাথের স্লোগানের মধ্যে খারাপ কিছু তো আমি দেখছি না। ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে, জাতপাত, সম্প্রদায় এবং রাজ্যের ভিত্তিতে যখনই ভাগাভাগি হয়েছে তখন আমাদের দেশই দুর্বল

> এটা উত্তরপ্রদেশ নয়। এই ধরনের স্লোগান উত্তরে চলতে পারে। কিন্তু এখানে এসব চলে না।
>
> **অজিত পাওয়ার**

হয়েছে। অজিত পাওয়ার দীর্ঘদিন ধর্মনিরপেক্ষ এবং হিন্দুবিরোধী মতাদর্শের সঙ্গে কাটিয়েছেন। যাঁরা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবি করেন তাঁদের কথায় হিন্দুত্বের বিরোধিতা থাকেই। মানুষের আবেগের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হতে ওঁর খানিকটা সময় লাগবে।' ফড়নবিশের এই বার্তা সত্ত্বেও অজিত বলেন, 'সবার নিজস্ব ধ্যানধারণা রয়েছে। আমি জানি না ফড়নবিশ কী বলেছেন। কিন্তু আমরা বাটেঙ্গের মতো স্লোগানকে সমর্থন করি না।'

অজিত পাওয়ারকে নিয়ে বিজেপির ছুঁতমার্গ অবশ্য বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সমাবেশেও দেখা গিয়েছে। মুম্বইয়ের শিবাজি পার্কে মোদির জনসভায় বাকি শরিক দলের নেতারা হাজির থাকলেও অনুপস্থিত ছিলেন অজিত পাওয়ার। ছিলেন না এনসিপির কোনও শীর্ষনেতা। ভোটের আগে মোদির জনসভায় এনসিপির অনুপস্থিতি মহায্যুতির অন্দরের অশান্তিকে বেআব্রু করে দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

যোগীর স্লোগানে আপত্তি তুলেছেন কংগ্রেস ছেড়ে গেরুয়াশিবিরে যোগ দেওয়া প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক চহ্বান এবং বিজেপিনেত্রী পঙ্কজা মুন্ডেও। অশোক চহ্বান বলেন, 'এই স্লোগানের এখানে কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই। নির্বাচনের সময় স্লোগান দেওয়া হয়। কিন্তু এই নির্দিষ্ট স্লোগানটি রুচিশীল নয়। আমি মনে করি না, মানুষ এটা মেনে নেবেন। ব্যক্তিগতভাবে বলছি, আমি এই ধরনের স্লোগানের পক্ষে নই।' অপরদিকে প্রয়াত বিজেপি নেতা গোপীনাথ মুন্ডের মেয়ে পঙ্কজা মুন্ডে বলেন, আমার রাজনীতি একটু আলাদা। একই দল করি বলেই আমি এই ধরনের স্লোগানকে সমর্থন করতে পারি না।' ফড়নবিশ দাবি করেছেন, অশোক চহ্বান, পঙ্কজা মুন্ডেরা স্লোগানের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পারেননি।

উদ্ধার ৭০০ কেজি মাদক

আহমেদাবাদ, ১৫ নভেম্বর : আবার বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার হল গুজরাট উপকূল সংলগ্ন আরবসাগর থেকে। শুক্রবার ভোররাতে পোরবন্দরের কাছে ইরান থেকে আসা একটি নৌকা আটক করে উপকূলরক্ষী বাহিনী, নার্কোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি) ও গুজরাট পুলিশের এটিএসের যৌথ তদন্তকারী দল। নৌকা থেকে ইরানের ৮ নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাওয়া গিয়েছে ৭০০ কেজি মাদক। এর বাজারদর প্রায় ১,৭০০ কোটি টাকা।

এনসিবির ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল (অপারেশনস) জ্ঞানেশ্বর সিং জানান, রেজিস্ট্রেশনহীন একটি নৌকায় করে মাদক পাচার করা হবে বলে গোয়েন্দাদের কাছে তথ্য ছিল। তার ভিত্তিতে এদিন অভিযান চালানো হয়েছে। তিনি বলেন, 'এই গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অপারেশন কোড নাম সাগর-মন্থন-৪ শুরু করা হয়েছিল। ভারতীয় নৌবাহিনী নৌকাটিকে চিহ্নিত করে। সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার হয়েছে।'

গুজরাট উপকূল থেকে চলতি বছর উদ্ধার হয়েছে ৩,৪০০ কেজি মাদক। পাচারের অভিযোগে ১১জন ইরানি এবং ১৪ জন পাকিস্তানি নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আলোর রোশনাইতে স্বর্ণমন্দির। গুরুনানক জন্মজয়ন্তীতে শুক্রবার অমৃতসরে।

নাবালিকা স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সম্পর্কও ধর্ষণ

বম্বে হাইকোর্ট

মুম্বই, ১৫ নভেম্বর : নাবালিকা স্ত্রীর সঙ্গে সম্মতির ভিত্তিতে যৌন সম্পর্কও আইনের চোখে ধর্ষণ হিসেবে গণ্য হবে বলে জানিয়ে দিল বম্বে হাইকোর্ট। এই মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ১০ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ বহাল রেখেছে উচ্চ আদালতের নাগপুর বেঞ্চ। অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাঁর স্ত্রী ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।

হাইকোর্টের বিচারপতি গোবিন্দ সনপ বলেছেন, '১৮ বছরের নীচে কোনও মেয়ের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন আইনের দৃষ্টিতে ধর্ষণ, সে বিবাহিত হোক বা না হোক।' আদালত শুক্রবারের রায়ে এও জানিয়েছে, 'নাবালিকা স্ত্রীর সঙ্গে সম্মতির ভিত্তিতে যৌন সম্পর্কের সুরক্ষা দাবি করা যায় না।'

নাবালিকা স্ত্রীকে ধর্ষণের মামলায় অভিযুক্ত স্বামীকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিল নিম্ন আদালত। কিন্তু সম্মতির বিষয়টি যুক্তি হিসাবে খাড়া করে সাজা মকুবের আর্জি জানান অভিযুক্ত। কিন্তু নিম্ন আদালতের নির্দেশ বহাল রাখে উচ্চ আদালত।

২০১৯ সালে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ এনেছিলেন অভিযোগকারিণী।

শ্রীলঙ্কার সংসদ ভোট

বাম জোটেরই জয়

কলম্বো, ১৫ নভেম্বর : প্রেসিডেন্ট ভোটের পুনরাবৃত্তি ঘটল শ্রীলঙ্কার পার্লামেন্ট নির্বাচনেও। শুক্রবার প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী ২২৫ আসনের পার্লামেন্টে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে বামপন্থী প্রেসিডেন্ট অনুরা কুমারা দিশানায়েকের দল জনতা বিমুক্তি পেরামুনা (জেভিপি)-র নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল পিপলস পাওয়ার (এনপিপি) জোট। তাদের দখলে গিয়েছে ১৩৭টি আসন। গত পার্লামেন্ট নির্বাচনে এনপিপি মাত্র ৩টি আসনে জয়ী হয়েছিল। ভোট শতাংশের বিচারেও অন্যদের টেক্কা দিয়েছে শাসক জোট। ৬২ শতাংশ ভোট পেয়েছে এনপিপি।

প্রধান বিরোধী দল সাজিথ প্রেমদাসার জানা বালাওয়েগায়া পার্টি ১৮ শতাংশ ভোটের জোরে মাত্র ২৮টি আসন জিতেছে। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংঘের নিউ ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টের প্রার্থীরা ৩টি আসনে জয়ী হয়েছেন। দলটির ভোট ৫ শতাংশে নেমে এসেছে। দীর্ঘদিন শ্রীলঙ্কা শাসন করা গোতাবায়া রাজাপাক্ষে ও তাঁর দাদা মাহিন্দা রাজাপাক্ষের দল শ্রীলঙ্কা পড়ুজানা পেরামুনা ৩ শতাংশ ভোট পেয়ে চতুর্থ স্থানে নেমে গিয়েছে। দলটি কোনও আসন জিতেছে কি না তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। তবে জাফনা থেকে বাত্তিকালোয়া পর্যন্ত এলাকায় ভালো ফল করেছে তামিল দলগুলি।

শ্রীলঙ্কার পার্লামেন্টের ১৯৬টি আসনে সরাসরি ভোট হয়। বাকি ২৯টিতে রাজনৈতিক দলগুলির প্রাপ্ত ভোটের নিরিখে প্রার্থীরা নির্বাচিত হন। এদিন ফল প্রকাশের পর দেশবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট দিশানায়েকে। তিনি বলেন, 'সেপ্টেম্বর থেকে (প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর) শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তন ঘটেছে। আশা করা যায় আগামী দিনেও তা অক্ষুণ্ণ থাকবে। এই ভোট শ্রীলঙ্কার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ

> এই ভোট শ্রীলঙ্কার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রত্যাশা মতো মানুষ আমাদের একটি শক্তিশালী পার্লামেন্ট গঠনের সুযোগ দিয়েছে।
>
> **অনুরা কুমারা দিশানায়েকে**
> *প্রেসিডেন্ট, শ্রীলঙ্কা*

ছিল। প্রত্যাশা মতো মানুষ আমাদের একটি শক্তিশালী পার্লামেন্ট গঠনের সুযোগ দিয়েছে।'

ক্ষমতায় আসার পর মুদ্রাস্ফীতি ঠেকানো, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসা, দুর্নীতি বিরোধী আইন তৈরি, জনকল্যাণমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন ও করের বোঝা কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দিশানায়েকে। সেই লক্ষ্যপূরণের জন্য দিশানায়েকের পার্লামেন্টের সমর্থন জরুরি ছিল। এবার শাসক জোটের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রাপ্তি প্রেসিডেন্ট দিশানায়েককে প্রতিশ্রুতি পূরণে কতটা সাহায্য করে সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে সব মহল।

হিজাব বিরোধীদের জন্য ক্লিনিক

তেহরান, ১৫ নভেম্বর : হিজাব ঠিক মতো না পরার জন্য দু'বছর আগে পুলিশি হেপাজতে মৃত্যু হয়েছিল তরুণী মাহসা আমিনির। সম্প্রতি পোশাকবিধির প্রতিবাদে রাস্তায় অন্তর্বাস পরে হাঁটার পর তেহরানে উধাও হয়ে যান ইসলামিক আজাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আহু দারইয়াই। শুধু ইরানেই নয় তা নিয়ে প্রতিবাদ হয়েছে আন্তর্জাতিক বিশ্বে। সেই উদ্বেগের মোড় ঘোরাতে এবার নতুন পন্থা ইরানের। তেহরান জানিয়েছে, হিজাব পরতে অনিচ্ছুকদের মানসিক চিকিৎসা করা

ফরমান ইরানের

হবে। সেজন্য খোলা হবে ক্লিনিক। অনেকে আশঙ্কা করছেন, আসলে ক্লিনিকগুলি হবে আটক কেন্দ্র, কারাগার।

ইরানে বাধ্যতামূলকভাবে হিজাব আইন যাঁরা মানবেন না, তাঁদের জন্য যে চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা হচ্ছে তার নাম হবে 'হিজাব অপসারণ চিকিৎসা কেন্দ্র'। ইরানের উইমেন অ্যান্ড ফ্যামিলি দপ্তরের প্রধান মেহরি তালেবি দারেসতানি এক বিদেশি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ক্লিনিকে হিজাব অপসারণকারীদের বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা হবে। ইরান ও আন্তর্জাতিক স্তরের বহু সমাজকর্মীর বক্তব্য, মেয়েদের দাবিয়ে রাখার এ এক নয়া পন্থা। মহিলারা ভয় পাচ্ছেন।

চট্টগ্রাম-করাচি জাহাজ চলাচল শুরু

ঢাকা, ১৫ নভেম্বর : ১৯৭১-২০২৪। প্রায় ৫৪ বছর পর পাকিস্তানের সঙ্গে নৌ-যোগাযোগ শুরু করল বাংলাদেশ। চলতি সপ্তাহের শুরুতে করাচি থেকে আসা একটি মালবাহী জাহাজ বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করেছিল। সেখানে কিছু মাল খালাস করার পর জাহাজটি ইন্দোনেশিয়ার উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। আর এই জাহাজকে সামনে রেখেই বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক ঝালিয়ে নেওয়ার বার্তা দিচ্ছে পাকিস্তান। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের তরফেও পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে।

যদিও বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহলে অতিরিক্ত পাক ঘনিষ্ঠতা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আওয়ামি লিগ ও বিএনপির একাধিক নেতা ঘরোয়া আলোচনায় পাকিস্তানের সঙ্গে পণ্য আদানপ্রদান বাংলাদেশের পক্ষে আদৌ লাভজনক কি না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন। বরং এই ধরনের পদক্ষেপ ভারতের সঙ্গে সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে পারে বলে তাঁরা স্বীকার করেছেন। শুক্রবার পর্যন্ত বাংলাদেশে পাকিস্তান থেকে জাহাজের আগমন নিয়ে ভারতের বিদেশমন্ত্রকের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

তবে ভারত যে বাংলাদেশের

পাক ঘনিষ্ঠতার লাভ-ক্ষতি নিয়ে চর্চা বাংলাদেশে

ঘটনাপ্রবাহের দিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ নজর রাখছে, সাউথ ব্লকের এক কর্তা স্পষ্টভাবে সেই কথা জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরেও বাংলাদেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার পক্ষপাতী ভারত। সেই নীতি মেনে সেখানে পেঁয়াজ, ডিম, লংকা থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য রপ্তানি করা হচ্ছে। কিন্তু পরিমাণে নগণ্য ইলিশ রপ্তানি নিয়েও অন্তর্বর্তী সরকারের কিছু পদাধিকারী এবং সেখানকার বর্তমান শাসকদের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত একটি গোষ্ঠী যেভাবে 'ঝড়' তোলার চেষ্টা করেছে, তা দিল্লির নজর এড়ায়নি। একইভাবে বর্ষাকালে অতিবৃষ্টিজনিত জলস্তর বৃদ্ধিকে বাংলাদেশে ভারতবিরোধিতার অস্ত্রে পরিণত করার চেষ্টা হয়েছে। পাকিস্তান থেকে জাহাজ আসা নিয়ে অতি-চর্চা যে কৌশলের অঙ্গ।

আর্থিকভাবে পঙ্গু এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কোণঠাসা পাকিস্তানকে ভারতের বিকল্প খাড়া করার চেষ্টা হাসিনাহীন দেশের মৌলিক সমস্যাগুলি থেকে আমজনতার নজর ঘোরানোর চেষ্টা বলে মনে করছেন কূটনীতিকদের একাংশ।

চট্টগ্রাম বন্দরে করাচি থেকে আসা যে জাহাজ নিয়ে এত চর্চা সেটি আদৌ কোনও পাকিস্তানি সংস্থার নয় বলেই জানা গিয়েছে। পানামার পতাকাবাহী কনটেনার জাহাজটির নাম উয়ান জিয়াং ফা ঝান। বুধবার ঢাকার পাক দূতাবাস থেকে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, করাচি থেকে একটি মালবাহী জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে এসেছে। এটি দু-দেশের মধ্যে প্রথম সরাসরি সামুদ্রিক সংযোগ যা ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক চাহিদাকে তুলে ধরেছে। বাংলাদেশে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত সৈয়দ আহমেদ মারুফ বলেন, 'সরাসরি সমুদ্র যোগাযোগের ফলে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার হবে।' তবে সেই সম্পর্ক সার্বিকভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে কতটা অক্সিজেন জোগাবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

নজর অ্যাকাউন্ট ভাড়ায়

ট্যাব দুর্নীতির ফাঁদে টোটোচালক, চা শ্রমিক

অরুণ ঝা

চোপড়া, ১৫ নভেম্বর : ‘অতি লোভে তাঁতি নষ্ট’ - শুধু যে কথার কথা নয় তার অন্যতম দৃষ্টান্ত হয়ে উঠছে ট্যাব দুর্নীতির এপিসেন্টার বা উপকেন্দ্র চোপড়া। শুধুমাত্র ঘরে বসে টাকা পাওয়ার লোভে প্রচুর সংখ্যক সাধারণ মানুষ সাইবার অপরাধীদের খপ্পরে পড়েছেন। কৃষক, ক্ষুদ্র চা চাষি, চা বাগান শ্রমিক, টোটোচালক কে নেই এই তালিকায়? একইভাবে রাতারাতি কোটিপতি হওয়ার লোভে সাইবার অপরাধে জড়িয়ে পড়া তরুণদের অপহরণ করে লক্ষ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ আদায় করেছে এলাকার মস্তানরা, এমন নজিরও আছে।

পুলিশের সাইবার শাখার অভিযানে ট্যাব দুর্নীতি কাণ্ডে একের পর এক পান্ডা ধরা পড়তেই চোপড়াজুড়ে সাধারণ মানুষের বড় অংশের মধ্যে থরহরিকম্প শুরু হয়েছে। অন্তত চোপড়ার একের পর এক এলাকা চষে এই তথ্য ও চিত্র উঠে এসেছে।

মাত্র ৫০০ মিটার দূরে বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া। কৃষিকাজই এলাকাবাসীর জীবনজীবিকার একমাত্র উপায়। সংসারে টানাটানি লেগেই থাকে। আর সেই তাগিদেই উপরি রোজগারের লোভে আমজনতা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়া দেয় সাইবার অপরাধীদের কাছে। সীমান্তবর্তী মণ্ডলবস্তি গ্রামে বাঁশঝাড়ের নীচে দাঁড়িয়ে ভরদুপুরে শুকনো মুখে একনিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে চুপ করে গেলেন বছর চল্লিশের এক তরুণ।

-আপনি কি নিজের অ্যাকাউন্ট ওদের ভাড়া দিয়েছেন?

সোজাসুজি এই প্রশ্নের জবাব না দিলেও যা বোঝানোর চেষ্টা করলেন তিনি, তাতে মাথা ঝিম হয়ে যাওয়ার জোগাড়। তরুণের কথায়, ‘ধৃত সাদিক হোসেনের কাছে গ্রামের কমপক্ষে ৫০০ জনের অ্যাকাউন্ট ছিল। শুধুই কি ট্যাব! লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে সঠিক তদন্ত হলে কী যে বেরিয়ে আসবে তা কল্পনার বাইরে।’

কয়েক মাস আগে সাদিককে গ্রাম থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায় এলাকার মস্তানরা। মুক্তিপণ দাবি করে পাঁচ লক্ষ টাকা। শেষে সাড়ে তিন লক্ষ টাকায় রফা হয়। মণ্ডলবস্তির অলিগলির সকলেরই এই ঘটনা জানা। গ্রামের এক শিক্ষিত ব্যক্তি বাড়িতে বসিয়ে চাপা গলায় কথাগুলি বলছিলেন।

অ্যাকাউন্ট ভাড়া দিলে কত টাকা মেলে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে একেকরকম তথ্য উঠেছে একেক এলাকায়। শাসকদলের প্রভাবশালী এক নেতার ভাই ধনীরহাট বিএসএফ ক্যাম্পের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, ‘অ্যাকাউন্টে ১০ থেকে ৩০ হাজার টাকা ঢুকলে পঞ্চাশ শতাংশ হিসেবে দেয় সাইবার প্রতারকরা। আবার সেই টাকাই যখন লক্ষাধিক হয়, হিসেব বদলে যায়। তখন ৭০ শতাংশ প্রতারকের, বাকি ৩০ শতাংশ অ্যাকাউন্ট ধারকের।’ তাঁর সংযোজন, ‘এই চক্রের মূল টার্গেট নিরীহ গরিব মানুষ। কারণ তাঁরা সহজে মুখ খুলবেন না। সঙ্গে ধমকে তাঁদের হাতে কিছু টাকা ধরিয়ে দিলে প্রতারকদের রোজগার বেশি।’ এমনও প্রচুর মানুষ আছেন, যাঁরা নিজের অ্যাকাউন্ট তো দিচ্ছেনই, সঙ্গে কমিশনের লোভে এজেন্ট হিসেবে এলাকার পড়শিদের অ্যাকাউন্ট নম্বর জোগাড়ের কাজও করছেন।

মিরচাগছ আর গোয়ালগছ গ্রামের মাঝামাঝি এলাকায় দাঁড়িয়ে এক

উত্তরের জামতাড়া/৩

টোটোচালকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। আতঙ্কিত গলায় তিনি প্রশ্ন করে বসলেন, ‘দাদা, যারা অভিযুক্তদের হাতে অ্যাকাউন্ট তুলে দিয়েছে তাদেরও ধরে নিয়ে যাবে?’ আচমকা এমন প্রশ্নে চমকে উঠতে দেখেই তিনি বললেন, ‘যারা গ্রেপ্তার হয়েছে, তাদের একজনের হাতে আমার পরিচিত একজন বেশ কিছু অ্যাকাউন্ট তুলে দিয়েছে।’ মিরচাগছ গ্রামের এক ব্যক্তি সেখান থেকে ধৃত মোবারকের মোবাইলে ২০টি অ্যাকাউন্ট নম্বর পাঠিয়েছিলেন। তিনিও ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে রয়েছেন। লালবাজারের তদন্তকারীরা মোবারককে গ্রেপ্তারের দিন স্থানীয় এক ব্যক্তির মোবাইল ফোনও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন। নিজের বাড়ির মূল গেটে দাঁড়িয়ে হতাশ দেখিয়েছে ওই ব্যক্তিকে। পুলিশ মোবাইল নিয়ে গেল কেন? এই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর না দিলেও তাঁর সাফাই, ‘আমি নিরপরাধ’। মিরচাগছ পিএমজি হাটে সাইকেল নিয়ে দুধ বিক্রি করতে এসেছিলেন ষাটোর্ধ্ব এক ব্যক্তি। খোলা গলায় তাঁর যুক্তি, ‘গরিব বলে আমি আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট প্রতারকদের দিয়ে দেব এটা হতে পারে না। যারা দিয়েছিল তারা এখন ভুগতে শুরু করেছে। ওইজন্যই তো কথায় বলে, অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।’ *(চলবে)*

১৫ দিনে স্ট্যাটাস রিপোর্ট তলব

নেত্রীর নির্দেশ উড়িয়ে বালি, পাথর পাচার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : লোকসভা নির্বাচনের আগে উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে সরকারি জমি জবরদখল, বেআইনি বালি ও পাথর ক্র্যাশার নিয়ে বিস্তর অভিযোগ পেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন তিনি এই ঘটনার তদন্ত করতে জেলা প্রশাসন এবং সিআইডিকে নির্দেশ দেন। এরপর ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূলের সভাপতি সহ শাসকদলের একাধিক নেতা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। জবরদখল হয়ে থাকা বেশকিছু সরকারি জমি রাতারাতি বুলডোজার দিয়ে উদ্ধারও করে প্রশাসন। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের পরবর্তী সময় থেকে এই তদন্ত কার্যত ধামাচাপা পড়ে গিয়েছে। অবাধে চলছে জমি দখল, বেআইনি খাদান ও ক্র্যাশার। মূলত নকশালবাড়ি, বালাসন নদী ও ওদলাবাড়ি এলাকায় এই অবৈধ খাদান ও ক্র্যাশার চলছে।

তিনদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এই নিয়ে অভিযোগ জমা হয়েছে। বুধবারই দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী তাঁর উষ্মা জানিয়ে দেন। বেআইনিভাবে জমির জবরদখল, খাদান ও ক্র্যাশার নিয়ে প্রশাসন কী ব্যবস্থা নিয়েছে, তা নিয়ে ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট তলব করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, ‘প্রয়োজনে সরকারি অফিসারদের সরাতে ২ মিনিট সময় লাগবে না।’

দীর্ঘদিন ধরেই উত্তরবঙ্গে সরকারি জমি জবরদখল করে অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ

প্রয়োজনে সরকারি অফিসারদের সরাতে ২ মিনিট সময় লাগবে না।

-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

উঠেছিল। একইভাবে বেআইনি বালি ও পাথর খাদান ও ক্র্যাশার তৈরি হয়েছিল। প্রশাসনের একাংশের মদতে তা রমরমিয়ে চলছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর কয়েকদিন এই নিয়ে প্রশাসনিক কর্তারা নড়েচড়ে বসলেও নির্বাচন সংক্রান্ত পরিস্থিতি ও অন্যান্য কারণে বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যায়। প্রতি বছর জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বালি খাদান বন্ধ থাকে। কারণ, ওইসময় নদীতে জল ভর্তি থাকে।

নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত বালি খাদানের অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে একাধিক বালি খাদান ও পাথর ক্র্যাশার নভেম্বরের শুরু থেকেই চালু হয়ে গিয়েছে। দার্জিলিং পৌঁছেই এই নিয়ে খোঁজখবর নেন মুখ্যমন্ত্রী।

বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি ফিরে তিনি এই নিয়ে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের কাছে বিস্তারিত জানতে চান। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্তাদের ওপর তিনি যে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট, তাও তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার কলকাতা ফিরেই এই নিয়ে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। কত পরিমাণ সরকারি জমি জবরদখল হয়েছে, কতটা জমি উদ্ধার হয়েছে, কতগুলি বেআইনি বালি, পাথর খাদান ও ক্র্যাশার চলছে, তা নিয়ে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের জেলা শাসকের কাছ থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেন মুখ্যমন্ত্রী। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের প্রধান সচিবকেও এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

নবান্নের এক শীর্ষকর্তা বলেন, ‘অবৈধভাবে জমি দখল, বালি খাদান ও ক্র্যাশার নিয়ে স্থানীয় প্রশাসন নীরব হয়ে যাওয়ায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী। এই ব্যাপারে তিনি যে কড়া পদক্ষেপ করতেও চলেছেন, তা মুখ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন।’

ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : পড়ুয়াহীন স্কুল থেকে বদলির আবেদন করেছিলেন জলপাইগুড়ির এক স্কুল শিক্ষক। সেই কারণে ওই শিক্ষককে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ছাত্র খোঁজার নির্দেশ দেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক। এই ভূমিকাতেই ক্ষুব্ধ কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি অমৃতা সিনহা মন্তব্য করেন, ‘গ্রামে গ্রামে ঘুরে পড়ুয়া সংগ্রহ করা কি শিক্ষকের কাজ? জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক তাঁর এক্তিয়ারের বাইরে গিয়েছেন।’ ওই শিক্ষকের বদলির আবেদন স্কুল শিক্ষা দপ্তরকে খতিয়ে দেখে বিবেচনার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ১৬ জানুয়ারি এই বিষয়ে আদালতে রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

জলপাইগুড়ির রানিচরা টিজি জুনিয়ার হাইস্কুলের সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষক দীপক পাসোয়ান ওই স্কুল থেকে বদলি চান। কিন্তু মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বিষয়টি গুরুত্ব না দেওয়ায় কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন তিনি। ৫ সেপ্টেম্বর জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ থেকে বিচারপতি সিনহা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে বিষয়টি বিবেচনার নির্দেশ দেন। কিন্তু আদালতের নির্দেশের পরেও বদলি নিয়ে কোনও বিবেচনা না হওয়ায় ডিআই-এর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা রুজু হয়। এই মামলাতেই বিচারপতি সিনহার এজলাসে মামলাকারী শিক্ষকের আইনজীবী জানান, শিক্ষার অধিকার আইন অনুযায়ী স্কুলে পড়ুয়া ও শিক্ষকের অনুপাত ৩০:১ থাকার কথা। কিন্তু ওই স্কুলে অনেক বেশি শিক্ষক রয়েছেন। পড়ুয়া কম রয়েছে। কোনও বিধি না মেনে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পড়ুয়া খুঁজে আনার নির্দেশ দিয়েছেন। যা তাঁর এক্তিয়ার বহির্ভূত। স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়, ওই স্কুলে তিনিই একমাত্র সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষক। তাই তাঁর বদলির আবেদন গ্রাহ্য হয়নি। এরপর জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে স্কুল শিক্ষা দপ্তরকে দু’মাসের মধ্যে বিষয়টি বিবেচনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

রাসচক্র ঘুরিয়ে মদনমোহনের রাস উৎসবের সূচনা করছেন জেলা শাসক। শুক্রবার কোচবিহারে। -ভাস্কর সেহানবিশ

মহিষের বীর্য বিক্রি করে মাসে আয় ৫ লাখ

চণ্ডীগড়, ১৫ নভেম্বর : আনমোলের ওজন ১৫০০ কেজি। দেহের ওজনের মতোই বিলাসী জীবন তার। প্রতিদিন তার পেট ভরাতে ১৫০০ টাকা খসাতে হয় মালিক গিল’কে।

দিনভর খাওয়ার বহরও তার দেখার মতো। মেনুতে থাকে ২৫০ গ্রাম কাঠবাদাম, ৩০টা কলা, ৪ কেজি বেদানা, ৫ কেজি দুধ আর ২০টি ডিম। সঙ্গে তো থাকছেই সয়াবিন, ভুট্টা, ঘি, তেলের খৈল আর টাটকা ঘাস। ভাবছেন এটাই সব? তার গায়ের চাকচিক্য ধরে রাখতে নিয়মিত বাদাম আর সর্ষের তেল মাখানো হয়। এর সঙ্গে দিনে দু’বার স্নান। প্রলয় ঘটলেও আনমোলের রূপচর্চায় কখনই ছেদ পড়ে না। আনমোলের বাজারদর ২৩ কোটি টাকা।

রাজস্থানের পুষ্কর মেলা, উত্তরপ্রদেশের মিরাটের সর্বভারতীয় কৃষিমেলার পর এবার হরিয়ানাতেও ব্যাপক সাড়া ফেলেছে কালো রঙের সেই মহিষ। তবে তার মালিক আদরের পোষ্যকে বিক্রি করতে রাজি নন। কারণ, আনমোলের বীর্য বিক্রি করেই প্রতি মাসে ৪ থেকে ৫ লাখ টাকা আয় হয় গিলের। আনমোলকে তোয়াজে রাখার কারণ তার প্রজনন ক্ষমতা ধরে রাখা। সপ্তাহে দু’বার আনমোলের থেকে বীর্য সংগ্রহ করা হয়, যার প্রতি ডোজ ২৫০ টাকা। সেটাই আয়ের উৎস মালিকের।

রংপোর রাস্তায় নিষেধাজ্ঞা

শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : রংপো থেকে পায়ং রোড (ভালু মার্গ) মেরামতির জন্য যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি হল ১৭ মাইল ফটক-রংপো রাস্তায়। শুক্রবার কালিম্পংয়ের জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি একটি নির্দেশিকা জারি করে জানান, শনিবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ১৭ মাইল ফটক থেকে রংপো পর্যন্ত সমস্ত ধরনের ভারী গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকবে। ছোট গাড়ির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকবে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

তবে জরুরি পরিষেবায় যুক্ত সমস্ত যানবাহনকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। স্থানীয়রাও যাতায়াত করতে পারবেন, তবে পুলিশের অনুমতি সাপেক্ষে। উল্লেখ্য, ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে যানজট এড়াতে অনেকেই ওই রাস্তা ব্যবহার করেন। এই রাস্তাটি বন্ধ থাকায় জাতীয় সড়কের ওপর আরও চাপ বাড়বে।

রাস উৎসব শুরু

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৫ নভেম্বর : জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা যখন রাসচক্র ঘোরাচ্ছেন, তখন ‘জায়েন্ট স্ক্রিনে’ সেই দৃশ্য দেখে মদনমোহনবাড়ির বাইরে উলুধ্বনি দিয়ে উঠলেন ভক্তরা। শুক্রবার রাসপূর্ণিমা তিথিতে ঐতিহ্য মেনে দিনভর উপোস থেকে পুজো দেওয়ার পর রাসচক্র ঘোরালেন দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি তথা জেলা শাসক। পুজো পর্ব মেটার পর রাতেই যখন মন্দিরের প্রবেশপথ খুলে দেওয়া হল, তখন কাতারে কাতারে ভক্ত মন্দিরে ঢুকে পড়েন। রাসচক্র ঘুরিয়ে পুণ্যার্জন করার জন্য অবশ্য সন্ধে থেকেই মন্দিরের বাইরে বিশাল লাইন পড়ে যায়। জেলা শাসক বলেন, ‘মদনমোহনের কাছে কোচবিহারবাসীর জন্য আশীর্বাদ চেয়েছি। সবাই যাতে ভালো থাকেন সেই প্রার্থনাই করেছি।’

এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামেও মদনমোহনবাড়িতে পুজো দেওয়া হয়। সেই পুজোর প্রসাদ দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের দুজন কর্মী মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে পৌঁছে দেবেন। মদনমোহনের সামনে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর নামে পুজোর ডালা সাজানো হয়। যেখানে বিভিন্ন ধরনের ফল, বস্ত্র, পুজোর সামগ্রী ছিল। সেই ডালা জেলা শাসক পুরোহিতের হাতে তুলে দেন। ঐতিহ্য মেনে এদিন সন্ধ্যায় অধিবাসের পর পসার ভাঙার অনুষ্ঠান হয়। বংশপরম্পরায় রাকেশ পান্ডে পসার ভাঙেন। এরপর মদনমোহনবাড়ির মাঠে পুজো ও যজ্ঞ শুরু হয়। পুজো করেন পুরোহিত খগপতি মিশ্র। সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে নতুন পোশাক ও মাথায় পাগড়ি পরে রাজার বেশে জেলা শাসক সেই পুজোর আসনে বসেন। দীর্ঘক্ষণ পুজো চলার পর তিথি মেনে তিনি প্রথমে রাসচক্র ঘোরান। এরপর সেখানে থাকা অতিথিরা রাসচক্র ঘুরিয়ে আশীর্বাদ নেন। রাজ আমলে স্বয়ং মহারাজারা প্রথমে এই রাসচক্র ঘোরাতেন। এখন দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি হিসেবে জেলা শাসক এই দায়িত্ব পালন করেন।

তবে এই রাসচক্র ঘোরানোর সময় বিপত্তি বাধে। জেলা শাসক

> মদনমোহনের কাছে কোচবিহারবাসীর জন্য আশীর্বাদ চেয়েছি। সবাই যাতে ভালো থাকেন সেই প্রার্থনাই করেছি।
>
> **অরবিন্দকুমার মিনা**
> *জেলা শাসক*

যখন রাসচক্র ঘোরাবেন ঠিক সেই সময়ই যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে মদনমোহনবাড়ি চত্বরের আলো নিভে যায়। চারদিকে সবাই তখন মোবাইল ফোনের আলো জ্বালান। সেই পরিস্থিতিতেই জেলা শাসক রাসচক্র ঘোরানো শুরু করেন। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই বিদ্যুৎ চলে আসে। আগে থেকে এত সতর্কতা নেওয়ার পরেও কেন এধরনের গোলযোগ হল তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। রাসচক্র ঘোরানোর সময় বহু মানুষ সেখানে ভিড় করেন। সেখানে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

রাসচক্র ঘোরানোর পর মন্দির পরিক্রমা ও মদনমোহনের আশীর্বাদ নিয়ে উৎসবের ফিতে কাটা হয়। তার কিছুক্ষণ পর মন্দিরের প্রবেশপথ ভক্তদের জন্য খুলে দিতেই সেখানে ভিড় উপচে পড়ে। এদিনের পুজো উপভোগ করতে দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে আসা হয়। পুজো দেখতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ উপস্থিত ছিলেন।

দ্বাদশী তিথিতে উত্থান যাত্রার সময় মদনমোহনকে গর্ভগৃহ থেকে বারান্দায় নিয়ে আসা হয়েছিল। রাস উৎসব চলাকালীন তিনি বারান্দা থেকেই দর্শনার্থীদের আশীর্বাদ করবেন। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়ানোর পর মদনমোহনকে সামনে থেকে দেখে আনন্দে আপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন ষাটোর্ধ্ব রেণুবালা মণ্ডল। মদনমোহনকে প্রণাম করে তিনি বললেন, ‘আমরা মন্দিরের বাইরে লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম। সেখানে একটি বড় স্ক্রিনে পুজো দেখানো হচ্ছিল। সেখানেই মদনমোহনের পুজো দেখলাম। মন্দিরে ঢোকার সুযোগ পেতেই এখানে এসে আশীর্বাদ নিলাম।’

রাস উৎসবকে কেন্দ্র করে এদিন গোটা মদনমোহনবাড়ি চত্বরকে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল। গাঁদা ফুলের মালায় শ্বেতশুভ্র মায়াবী মদনমোহনবাড়িকে দেখে মোহিত হয়ে পড়ছিলেন দর্শনার্থীরা। মন্দিরের এক কোনায় বিভিন্ন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সেখানেও দর্শনার্থীরা ভিড় করেন।

দুর্ভোগ উত্তরে আসা রেলযাত্রীদের

শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : ফের দুর্ভোগ ট্রেনযাত্রায়। বর্ধমানের মশাগ্রামে ট্র্যাক মেরামতি এবং সিগন্যাল ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ভোগান্তিতে পড়তে হল দক্ষিণ-উত্তরবঙ্গের মধ্যে চলাচল করা ট্রেনের যাত্রীদের। ঘুরপথে বন্দে ভারত, শতাব্দী এক্সপ্রেস চলায় সেই ট্রেনের যাত্রীদের তেমন সমস্যায় পড়তে হয়নি। কিন্তু দার্জিলিং মেল, পদাতিক এক্সপ্রেসের মতো কয়েকটি ট্রেনের যাত্রীদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস এতটাই দেরিতে আলিপুরদুয়ার জংশনে পৌঁছায়, ট্রেনটির ক্ষেত্রে রি-শিডিউল করা হয়।

এ বিষয়ে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র বলেছেন, ‘কিছু কাজের জন্য মশাগ্রামে ব্লক নেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কয়েকটি ট্রেন ঘুরপথে চালানো হচ্ছে। কিন্তু কিছু ট্রেন নির্দিষ্ট সময় মেনে চালানো যাচ্ছে না।’ ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত এই সমস্যা থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

রেলের সূচি অনুযায়ী সকাল আটটা বেজে পাঁচ মিনিটে নিউ জলপাইগুড়ি জংশনে (এনজেপি) ঢোকার কথা ছিল হলদিবাড়িগামী দার্জিলিং মেলের। কিন্তু শুক্রবার ট্রেনটি যখন এনজেপিতে ঢুকল, তখন রেলের ঘড়িতে দুপুর ১টা। এদিকে, কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস আলিপুরদুয়ার জংশনে দুপুর ১২টা ৩৫ মিনিটের পরিবর্তে পৌঁছায় সন্ধে ৬টা বেজে ১০ মিনিটে। ফলে নিত্যযাত্রীদের পাশাপাশি ভোগান্তির শিকার হন পর্যটকরা।

বেনারসেও রাসচক্র

কোচবিহার, ১৫ নভেম্বর : বৈরাগীদিঘির পাড়ে মদনমোহনবাড়িতে যখন মদনমোহনের রাস উৎসব চলছে তখন উত্তরপ্রদেশের বেনারসেও রাধাগোবিন্দ মন্দিরে রাসযাত্রা হল। কোচবিহারের মহারাজারা বেনারসের সোনারপুরে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বর্তমানে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড সেটি পরিচালনা করে। প্রতি বছর রীতি মেনে সেখানে রাসযাত্রা হয়।

দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড জানিয়েছে, বেনারসের রাধাগোবিন্দ মন্দিরে প্রায় ২০ ফুট উচ্চতার রাসচক্র বসানো হয়েছে। সেখানকার পুরোহিত প্রদীপকুমার মুখোপাধ্যায় এদিন পুজো করেন। রাসযাত্রা উপলক্ষ্যে সেখানকার মন্দির সাজিয়ে তোলা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে কোচবিহারের মহারাজাদের নানা নিদর্শন রয়েছে। কোচবিহারের বাসিন্দা অমলকুমার চক্রবর্তীর কথায়, ‘উত্তরপ্রদেশেও যে কোচবিহারের মহারাজাদের স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে তা কোচবিহারবাসীর অনেকেরই অজানা।’

চাষ জানে না পদ্মের কৃষক

প্রথম পাতার পর

কিন্তু আন্দোলন সংগঠিত করায় লবডঙ্কা। পাশের জেলা কোচবিহারে তৃণমূলের জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষের নাম তখন প্রায়ই কাগজে উঠত, টিভিতে তাঁকে দেখা যেত।

আক্ষেপ করে আলিপুরদুয়ারের সেই নেতা প্রায়ই এই প্রতিবেদককে বলতেন, ‘রবিদা এত প্রচার পান। আমাকে নিয়ে কিছু খবর তো করতে পারেন।’ বলতাম, রবীন্দ্রনাথ কিছু কাজকর্ম করেন, আন্দোলন করেন, তাই খবর হয়। আপনিও করুন। নিশ্চয়ই খবর হবে।

প্রতিবারই তিনি বলতেন, ‘এই তো কলকাতা যাব, ফিরে এসেই কর্মসূচি নেব।’ সেই নেওয়াটা আজও হয়নি। আন্দোলন যে পাঁজি-পুঁথি দেখে হয় না, সে কথাটা আজকের অধিকাংশ বিজেপি নেতারাও জানেন না।

বিজেপির এখন সদস্য সংগ্রহ অভিযান চলছে। পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ্য ১ কোটি সদস্য সংগ্রহ। বিজেপির সদস্য হওয়া খুব সহজ। কোনও প্রক্রিয়া নেই। নাম লেখালেই হল। তাতেও সদস্য সংগ্রহে নাকি কালঘাম ছুটছে নেতাদের। প্রথমে দুর্গোৎসবের অজুহাতে বাংলায় কাজটা (বিজেপির ভাষায় সদস্যতা অভিযান) পিছিয়ে দেওয়া হল। তারপর উপনির্বাচনে নাকি দল ব্যস্ত। তাই অভিযানে ভাটার টান।

উপনির্বাচন মাত্র ৬টি কেন্দ্রে। বাকি ২৮৮টি কেন্দ্রে কী সমস্যা? তাছাড়া উপনির্বাচনে নজর কতটা? পদ্ম নেতারা যেন খরচের খাতায় রেখে দিয়েছেন কোচবিহার জেলার সিতাই কেন্দ্রকে।

দিলীপ ঘোষ ছাড়া রাজ্যের কোনও নেতা সিতাইয়ের পথ মাড়াননি। শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদার মাদারিহাট ছুঁয়ে গেলেও সিতাই যাননি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর কোচবিহার পর্যন্ত গেলেন, সিতাইয়ে যাওয়ার তাগিদ বোধ করলেন না। দলও তাঁদের সিতাইয়ে যেতে বলেনি।

ভোটগ্রহণের দিন যেন মাঠ ফাঁকা রেখে দিল বিজেপি। ছাপ্পা ভোট পড়ার অভিযোগ উঠল মাদারিহাটে। প্রার্থী আক্রান্ত হলেন। তাঁর গাড়ি ভাঙচুর হল। সিতাইয়ে বিজেপির পোলিং এজেন্টকে প্রাণনাশের হুমকির অডিও-ভিডিও ভাইরাল হল। নির্বাচন কমিশনে কিন্তু নালিশ জমা পড়ল না। নেতারা কিছু হম্বিতম্বি করলেন মাত্র।

সিতাই, মাদারিহাটে না হয় উপনির্বাচন। রাজ্যের বাকি অংশে কী সমস্যা? উত্তরবঙ্গে বিজেপি সাংসদ আছেন মালদায়, রায়গঞ্জে, দার্জিলিংয়ে, জলপাইগুড়িতে। বালুরঘাটের সাংসদ নিজে দলের রাজ্য সভাপতি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও। এত ভারী ভারী জনপ্রতিনিধি থাকা সত্ত্বেও সদস্য সংগ্রহে গতি নেই। তৃণমূল যে কার্যত একতরফা ভোট করিয়ে নিল, তা নিয়ে তেমন উচ্চবাচ্যও নেই। যা কিছু আস্ফালন কলকাতায়। বিবৃতিতে তৃণমূলকে ধুইয়ে দিয়ে ক্ষান্ত সুকান্ত, শুভেন্দু, দিলীপরা।

প্রচার হচ্ছিল, আরজি কর মেডিকেলে চিকিৎসককে খুন-ধর্ষণের পর এই উপনির্বাচন বাংলায় শাসকদলের অ্যাসিড টেস্ট। মানুষের শাসক বিরোধী ক্ষোভ কিন্তু যথেষ্ট আছে। কিন্তু ভোটে কাজে লাগাতে হলে সেই ক্ষোভকে ইভিএম পর্যন্ত নিয়ে যেতে হয়। তার জন্য দলের পরিকাঠামো থাকা দরকার। শাসক-পুলিশের মোকাবিলায় ধৈর্য, সাহস, কৌশল, মরণপণ চেষ্টা ইত্যাদি দরকার হয়। যা বাম জমানার শেষদিকে তৃণমূলের ছিল। সেসবে বিজেপির তাগিদ কম।

অথচ ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন ষোলোআনার ওপরে আঠারোআনা। কিন্তু সংগঠনে মন নেই। ভরসা আদালত, কেন্দ্রীয় সরকার, আধাসেনা ইত্যাদিতে। তাতে যে সাত মন তেল পুড়বে না, রাধাও নাচবে না- এই বোধটার অভাব বঙ্গ বিজেপিতে। যে কৌশলে জনমত সমীক্ষা উলটে দিয়ে হরিয়ানা দখল করে বা মহারাষ্ট্র বা ঝাড়খণ্ডে সুপরিকল্পিত ভোট করায় বিজেপি, বাংলায় তার ছিটেফোঁটা দেখা যায় না।

বাংলায় দুর্নীতির শেষ নেই। সর্বশেষ সংযোজন ট্যাব কেলেঙ্কারি। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কৃষকবন্ধু প্রকল্পের বরাদ্দও মাঝে মাঝে পাচারের অভিযোগ ওঠে। কিন্তু দুর্নীতি যতই হোক, সেটা টপকে সরকারি ভাতার সৌজন্যে ইভিএমে ভোট টেনে নেয় সেই ঘাসফুলের বোতামই। এর পালটা ন্যারেটিভ না তৈরি করতে পেরেছে বিজেপি, না বাম-কংগ্রেস। অথচ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিয়ে ভোট কেনার অভিযোগে বাজার গরম করেই শেষ।

একই লক্ষ্যে মহারাষ্ট্রে বিজেপির জোট সরকার চালু করেছে মুখ্যমন্ত্রী মাজি লড়কি বহিন যোজনা। ঝাড়খণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী মাইয়া সম্মান যোজনা চালু করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চটিতে একই কারণে পা গলিয়েছেন হেমন্ত সোরেন।

ফলে যতই দুর্নীতি হোক, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে বিরোধীদের সমালোচনার ধার কমে যায়।

কেন না, অন্য রাজে একই ছকে ভোট দখলের চেষ্টা করে অন্য দলগুলি।

যে কারণে বিজেপি বা বাম-কংগ্রেস বাংলায় তৃণমূলের বিকল্প হিসেবে কিছুতেই নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারছে না মানুষের কাছে।

চামুর্চি হয়ে সামসী ট্রেন

প্রথম পাতার পর

ক্ষতিপূরণের দিকটা গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। আমরা রেলপ্রকল্প রূপায়ণে সবরকম সাহায্য করতে রাজি।’

খুব শীঘ্রই রেলের ইঞ্জিনিয়াররা ডুয়ার্সে আসবেন নতুন রেলপথের জন্য জমি চিহ্নিত করতে। জেলা শাসক শামা পারভিন শুক্রবার বলেন, ‘একটা বৈঠক করেছি। রেল ও চা বাগান মালিকরা ছিলেন। প্রাথমিক রিপোর্ট তৈরি করে রাজ্যকে পাঠানো হয়েছে।’

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা এদিন জানান, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার ভুটান সীমান্তে ভারত-ভুটান রেলপথ নির্মাণের প্রক্রিয়া হিসাবে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক শুরু হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল আলিপুরদুয়ারের দিকে হাসিমারা, জয়গাঁ হয়ে ভুটানের ফুন্টশোলিংয়ের সঙ্গে রেল যোগাযোগের কাজ আগেই শুরু করেছে। এবার জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট থেকে একাধিক চা বাগানের ওপর দিয়ে প্রস্তাবিত রেলপথ সামসী ভুটানে পৌঁছাবে। আলিপুরদুয়ার বা এনজেপি থেকে রেলের বর্তমান লাইন ধরেই ট্রেন আসবে বানারহাট স্টেশনে। সেখান থেকেই নতুন রেলপথ ধরে সামসী ভুটানে যাওয়া যাবে।

ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তী মনে করেন, রেলের উন্নয়নের পাশাপাশি চা শিল্পে মালিক ও শ্রমিক স্বার্থ যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেদিক দেখেই প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ করা উচিত।

নর্থবেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সাধারণ সম্পাদক কিশোর মারোদিয়া বলেন, ‘খুব ভালো উদ্যোগ। ভারত ও ভুটানের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী এই নতুন রেলপথ চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, পর্যটন সহ আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে ব্যাপক সুবিধা হবে। তৈরি হবে নতুন কর্মসংস্থান। অর্থনৈতিক উন্নতি হবে দুই দেশেরই।’

অধ্যক্ষ সাসপেন্ড

প্রথম পাতার পর

হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন সিদ্ধার্থ সরকার। ২০১৬-২০১৭ আর্থিক বছর থেকে শুরু করে ২০২২-২০২৩ আর্থিক বছর পর্যন্ত কলেজের ফান্ড থেকে বিভিন্ন ধরনের লেনদেনে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম হয়েছে বলে অভিযোগ। এনিয়ে একটি তদন্ত হয়। দেবাশিসবাবু পরিচালন সমিতির সভাপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর সেই তদন্ত কমিটির রিপোর্ট হাতে পান। রিপোর্টে অসংগতি দেখে সেই সময় পরিচালন সমিতির বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অধ্যক্ষকে শোকজ করে সুযোগ দেওয়া হয় আর্থিক অনিয়ম প্রসঙ্গে বক্তব্য পেশ করার। অধ্যক্ষ যে উত্তর দেন তাতে সন্তুষ্ট হয়নি পরিচালন সমিতি। কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটির কাছে কলেজ ফান্ডের টাকায় লেনদেনের ভাউচার দেখাতে পারেননি অধ্যক্ষ। তবে আর্থিক অঙ্কে গরমিলের হিসেব কত টাকা, তা এখনও পরিষ্কার নয় পরিচালন সমিতির কাছে। সেই কারণে আবারও তদন্ত করে সঠিক গরমিলের হিসেব বের করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিচালন সমিতি।

মালবাজারের বাসস্ট্যান্ডে বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী পালন। শুক্রবার। ছবি : অ্যানি মিত্র

ট্রেন স্টপের সময় বাড়াতে দাবি

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : হলদিবাড়ি থেকে শিয়ালদাগামী দার্জিলিং মেলের স্টপ জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনে দু' মিনিটের পরিবর্তে পাঁচ মিনিট করার প্রস্তাব রাখা হল। এমনকি এনজেপি থেকে হাওড়াগামী শতাব্দী এক্সপ্রেস ও শিলিগুড়ি থেকে বালুরঘাটগামী ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসকে হলদিবাড়ি থেকে চালানোর প্রস্তাব দিল জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশন কনসালটেটিভ কমিটি। শুক্রবার টাউন স্টেশনে স্টেশনমাস্টারের ঘরে কমিটির বৈঠকে এই প্রস্তাব রাখেন ব্যবসায়ী ও কমিটির সদস্য প্রদীপ দেব।

দার্জিলিং মেল জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনে প্রতিদিন মাত্র দু'মিনিট স্টপ দেওয়ায় যাত্রীদের তড়িঘড়ি ট্রেনে লাগেজ নিয়ে উঠতে সমস্যা হয়। তাই পাঁচ মিনিট স্টপ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, এনজেপি থেকে হাওড়াগামী শতাব্দী এক্সপ্রেস ট্রেন ধরতে এবং বেশি রাতে এনজেপি পৌঁছানোর পর জলপাইগুড়ি ও হলদিবাড়ির প্রচুর যাত্রীকে আলাদা করে গাড়িভাড়া করতে হয়। তাই হলদিবাড়ি থেকে শতাব্দীর যাত্রা শুরু করলে এই সমস্যা হবে না বলে প্রদীপ জানান। জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় জানান, এনজেপি থেকে সপ্তাহে দু'দিন দিল্লিগামী একটি ট্রেন ছেড়ে যায়। সেই ট্রেনটিও হলদিবাড়ি থেকে চালানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

কমিটির সদস্য সৈকতের সংযোজন, 'প্রস্তাবগুলি ডিআরএম কাটিহারের অফিসে পাঠিয়ে দ্রুত বাস্তবায়ন করার আবেদন জানানো হয়েছে। টাউন স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু ১ নম্বর গুমটির দিকে প্রায়শই অসামাজিক কাজকর্ম হতে দেখা যায়। এই ধরনের কাজকর্ম আরপিএফ-কে শক্তহাতে মোকাবিলা করার প্রস্তাব রেখেছি।' ১ নম্বর গুমটির দিকে প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণের সময় জল জমার সমস্যা যাতে না হয় সেই বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিয়ে দেখতে বলেন ভাইস চেয়ারম্যান।

রেলের তরফে ইতিমধ্যে ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের সম্প্রসারণ, প্ল্যাটফর্মে যাত্রীশেড বাড়ানো থেকে নতুন ওভারব্রিজ, দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মের সম্প্রসারণের মতো কাজগুলি করা হচ্ছে। শৌচালয়, সিগন্যালিং রুমকে আধুনিক করার কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। অমৃত ভারত প্রকল্পে জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনকে পরিকাঠামোগত দিক থেকে উন্নত করা হচ্ছে।

এদিকে, ইতিমধ্যে হলদিবাড়ি থেকে কলকাতা স্টেশনগামী ত্রিসাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস ট্রেনে তিনটি নতুন এসি স্লিপার কোচ যুক্ত করা হয়েছে। রেলের এই উদ্যোগকে প্রশংসনীয় বলেন সদস্যরা। জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনকে অমৃত ভারত প্রকল্পে সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়ের প্রস্তাব অনুসারে হেরিটেজ স্টেশনের মডেল হিসেবে নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। এদিনের বৈঠকে কমিটির সদস্য জলপাইগুড়ির বিধায়ক ডাঃ প্রদীপকুমার বর্মার প্রতিনিধি সৌতন ঘোষ ছাড়াও স্টেশনমাস্টার নিতাই দাস এবং কমার্সিয়াল ম্যানেজার রাজদীপ বসু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গুরদোয়ারা সাজাল সেনা

মালবাজার, ১৫ নভেম্বর : গুরু নানকের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে মালবাজারের একমাত্র গুরদোয়ারাকে ভারতীয় সেনার একটি দল শুক্রবার খুব সুন্দরভাবে সাজায়। প্রতিবছরই গুরু নানকের জন্মদিবসে এই গুরদোয়ারা সাজানো হয়। সঙ্গে প্রার্থনা ও প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা থাকে। এবছর ভারতীয় সেনার একটি ব্রিগেড এই গুরদোয়ারা সাজানো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা ও লঙ্গর চালানোর দায়িত্ব নিয়েছিল।

এছাড়াও গুরদোয়ারা প্রাঙ্গণে শামিয়ানা টাঙিয়ে সেনাকর্মীরা প্রার্থনার ব্যবস্থা করেন। এই গুরদোয়ারার দায়িত্বপ্রাপ্ত করণ সিং বেদী বললেন, 'গুরু নানকজির শুভ আবির্ভাব দিবস ঘিরে ভারতীয় সেনাদের সহযোগিতায় আমি আপ্লুত। যেভাবে তাঁরা এগিয়ে এসে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের কুর্নিশ।' ওই সেনাকর্মীদের একজনের বক্তব্য, 'মাল শহরে গুরদোয়ারা আছে বলে আগে জানতাম না। আমাদের অনেকেই শিখ ধর্মাবলম্বী। এই আনন্দঘন দিনটিকে আমরা সুন্দরভাবে পালনের চেষ্টা করেছি।'

মানবিক পুলিশ

জলপাইগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : থ্যালাসিমিয়ায় আক্রান্ত দেড় বছরের শিশুকে রক্ত দিলেন জলপাইগুড়ি সদরের ট্রাফিক আইসি অমিতাভ দাস। জলপাইগুড়ির একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য পম্পা সূত্রধর বলেন, 'ধূপগুড়ির থ্যালাসিমিয়ায় আক্রান্ত একটি শিশু হাসপাতালে ভর্তি। দুইদিন ধরে পরিবার কোনওভাবেই তার জন্য বি নেগেটিভ গ্রুপের রক্ত জোগাড় করতে পারছিল না। ওরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরও সমস্যা মেটানো সহজ হচ্ছিল না। ট্রাফিক আইসি অমিতাভ দাস এগিয়ে এসে রক্ত দেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ।'

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	-	১
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	২
বি নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	৪
ও নেগেটিভ	-	০

মালবাজারের একটি গুরদোয়ারা সাজাচ্ছেন জওয়ানরা। শুক্রবার।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্তার বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : জলপাইগুড়ি শহরের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাধারণ সম্পাদক অঙ্কুর দাসের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ আনলেন ওই সংগঠনের প্রাক্তন সদস্য নিত্যানন্দ বর্মন। কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করার পাশাপাশি শুক্রবার জেলা পুলিশ সুপারকেও নিত্যানন্দ লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। অন্যদিকে, অঙ্কুর তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং অসত্য বলে দাবি করেছেন। জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে তাঁকে সংস্থার লেনদেন সংক্রান্ত নথি নিয়ে তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

অঙ্কুরের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে একসময় একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন নিত্যানন্দ। অঙ্কুরের দাবি, সংস্থায় আর্থিক অনিয়মে নিত্যানন্দের যোগসাজশ থাকায় ২০২১ সালে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। অন্যদিকে নিত্যানন্দ জানিয়েছেন, করোনাকালে সংগঠনে আর্থিক অনিময় সামনে আসতেই তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন। যে কারণে তাঁকে অন্যায়ভাবে সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করে বহিষ্কার করা হয়েছে। নিত্যানন্দের দাবি, বহিষ্কার করা হলেও এখনও সংস্থার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে তাঁর স্বাক্ষর কার্যকর রয়েছে। সম্প্রতি নিত্যানন্দ পুলিশকে অভিযোগ করে জানিয়েছেন, সংস্থার যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে তাতে কোনওরূপ লেনদেন করা হয় না। সমস্ত টাকা নগদে এবং অঙ্কুর দাস তাঁর ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে লেনদেন করেন। নিত্যানন্দ এও অভিযোগ করেছেন অঙ্কুর যে সংস্থার সাধারণ সম্পাদক রয়েছেন সেই সংস্থাটির তিন বছরের বেশি সময় ধরে কোনও অডিট হয়নি। যে কারণে সংস্থার রেজিস্ট্রেশন নবীকরণ হয়নি। সম্প্রতি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটি নাম একই রেখে সেটিকে ট্রাস্টে রূপান্তরিত করেছেন অঙ্কুর। যা সম্পূর্ণ নিয়মবহির্ভূতভাবে করা হয়েছে বলে দাবি নিত্যানন্দের। নিত্যানন্দের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অঙ্কুরের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। নিত্যানন্দ অভিযোগ করেন পুলিশ মামলা রুজু করার পরেই অঙ্কুর সোশ্যাল মিডিয়াতে লাইভে এসে তাঁকে বিভিন্নভাবে হুমকি দিয়েছেন। এতে তিনি আতঙ্কিত। নিজের নিরাপত্তা চেয়ে এদিন তিনি পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়েছেন। অঙ্কুর বলেন, 'আর্থিক অনিয়মের কারণে সংগঠনের মিটিং ডেকে নিত্যানন্দকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। আমরা তাঁর বহিষ্কারের বিষয়টি ইতিপূর্বে ব্যাংককে জানিয়েছি। কিন্তু ব্যাংক কেন তাঁকে অ্যাকাউন্ট পরিচালনার অধিকার থেকে সরায়নি তা আমাদের অজানা। যেহেতু আমাদের সংস্থাটি একটি ট্রাস্ট, সেক্ষেত্রে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কোনও এটিএম ইস্যু হয় না। এটিএম কার্ড ছাড়া ইউপিআই অ্যাকাউন্ট খোলা সম্ভব নয়। আর এখনও যারা সংস্থাকে টাকা দিতে চান তাঁদের অধিকাংশই ইউপিআই ব্যবহার করেন। যে কারণে সংস্থার সদস্যদের সিদ্ধান্তে আমার ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে লেনদেন হয়। আমার কাছে লেনদেন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য রয়েছে।'

পণ্য পরিবহণ নিয়ে কড়া পুলিশ

সতর্কিত টোটোচালকরা

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : শুক্রবার ময়নাগুড়ি শহরে ২০টি পণ্যবাহী টোটো আটক করল পুলিশ। এর আগে গত বুধবার পুলিশের উদ্যোগে ময়নাগুড়ি থানায় বিভিন্ন টোটোচালকদের ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা হয়। সেখানেই পুলিশ কয়েকটি বিষয়ে কড়া নির্দেশ জারি করেছিল। কিন্তু তারপরেও নিয়মবহির্ভূত কিছু টোটো চলাচল করছিল। এদিন শহরে পণ্যবাহী টোটো ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। ওই টোটোগুলোতে বিভিন্ন সামগ্রী বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। থানায় টোটোগুলো থেকে সামগ্রী নামিয়ে ভ্যানরিকশায় গন্তব্যে পাঠানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ। পরে ওই টোটোগুলোকে দু'ঘণ্টা আটকে রেখে পরবর্তী সময়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়ে দেয় পুলিশ।

ময়নাগুড়ি ট্রাফিক ওসি অতুলচন্দ্র দাস বলেন, 'বেশ কয়েকটি বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তারমধ্যে অন্যতম পণ্য পরিবহণ করা। এদিন যাঁদের আটকানো হয়েছে তাঁরা বলছেন, সেই সমস্ত বিধিনিষেধের কথা জানেন না। কিন্তু এর আগেও এই বিষয়ে প্রশাসনের তরফে মাইকিং করা হয়েছে। তবে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এরপর পণ্য পরিবহণ করলেই সরাসরি আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

টোটোতে এদিন ময়নাগুড়ি বাজার থেকে সবজি, ভুট্টা, প্রচুর পরিমাণে কলা এবং ওষুধ বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কলা বোঝাই করে ধূপগুড়ি থেকে জাতীয় সড়ক দিয়ে ময়নাগুড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে। সেই টোটোটিকেও আটক করে পুলিশ। তাপস চৌধুরী ময়নাগুড়ি ব্লকের পদমতি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের হেলাপাকড়ির বাসিন্দা। পেশায় টোটোচালক। এদিন ময়নাগুড়ি নতুন বাজার থেকে ভুট্টার বেশ কিছু বস্তা বোঝাই করে হেলাপাকড়ি ফিরছিলেন। ময়নাগুড়ি শহরে আটকে দেয় পুলিশ। তাপস বলেন, 'নিষেধাজ্ঞা জারির বিষয়ে কিছুই জানি না। ইউনিয়নের তরফে কিছু জানানো হয়নি। জল্পেশ ভুস্কাডাঙ্গার বাসিন্দা অমূল্য রায়েরও একই বক্তব্য। তিনি ময়নাগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেট থেকে টোটোতে সবজি বোঝাই করে ফিরছিলেন। তিনি বলেন, পরবর্তীতে এই ধরনের ভুল হবে না। ধূপগুড়ির বাসিন্দা প্রদীপ রায় এদিন কলা বোঝাই করে ময়নাগুড়ি এসেছেন। বিষয়টি না জানার জন্য ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে তাঁকেও। প্রদীপ বলেন, পুলিশের কাছেই এই বিষয়ে জানতে পারলাম। এরপর আর এভাবে আসা সম্ভব নয়।

নিউ ময়নাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন রোড টোটো ইউনিয়নের সম্পাদক শৌভিক মণ্ডল বলেন, 'ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা সকলেই সেদিন থানার সভায় উপস্থিত ছিলেন। কাজেই ভুল হওয়ার কোনও কথা নয়।' পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ময়নাগুড়ি নাগরিক চেতনার কার্যনির্বাহী সভাপতি অমল রায়। তাঁর কথায়, পণ্য বোঝাই করে যেভাবে দ্রুতগতিতে টোটো চলাচল করে তা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

শুক্রবার পণ্য পরিবহণের জন্য কুড়িটি টোটোকে আটক করে পুলিশ।

গোপালের পিকনিক

সেনপাড়ার বাসিন্দা সুভাষ দাসের বাড়িতে গোপালপুজো। শুক্রবার।

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : রাসপূর্ণিমায় গোপাল ঠাকুরের পিকনিক হল শুক্রবার। জলপাইগুড়ি পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সেনপাড়া এলাকার বাসিন্দা সুভাষ দাসের বাড়িতে এদিন শহর এবং শহরতলির বিভিন্ন জায়গা থেকে ৩৬ জন গোপাল ভক্ত নিজেদের গোপাল নিয়ে আসেন। ঠাকুরকে বেলুন, চকোলেট, ফুল দিয়ে সাজানো হয়। পিকনিকের মেনুতে ছিল চা, পোলাও, খিচুড়ি ভোগ, চকোলেট, লুচি, মালপোয়া, পনিরের তরকারি, মিষ্টি কুমড়ো ফুলের বড়া, মিষ্টি সহ রকমারি খাবারের আয়োজন। সকালে কীর্তনের পর দুপুরে হয় গোপালপুজো। তারপর বিভিন্ন আচার নিষ্ঠার মাধ্যমে এদিনের গোপালের পিকনিক হয়।

ওই অনুষ্ঠান নিয়ে মমতা সরকার বলেন, 'আমরা সবাই পিকনিকে কোনও না কোনওদিন অংশ নিই। কিন্তু বাড়িতে থাকা ভগবান গোপালের আনন্দের কথা ভাবি না। তাঁকে যেহেতু আমরা শিশুরূপে মেনে থাকি, তাই তাঁর আনন্দের জন্য প্রতিবছর রাসপূর্ণিমার দিন আমরা এই আয়োজন করে থাকি। গোপালের বনভোজনের সঙ্গে আমরা একত্রিত হয়ে আনন্দ করি।'

এদিন সকাল থেকেই সুভাষের বাড়িতে ছিল জমজমাট পরিবেশ। একে একে ভক্তরা দোলনা কিংবা ঝুড়িতে করে নিয়ে আসেন শিশুরূপে পূজিত হওয়া গোপালকে। মাঝে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি রেখে দু'পাশে মোট ২০টি গোপালকে রাখা হয়। সামনে দেওয়া হয় গোপালের প্রিয় চকোলেট, মাখন সহ আরও অনেক কিছু। সাধারণ পিকনিকে যেমন দেখা যায় এখানে সেই একই ছবি ফুটে উঠেছে। কেউ সবজি কাটছেন, কেউ রান্না করছেন, কেউ আবার ফল কাটছেন, কেউ বা বেলুন ফুলিয়ে পিকনিকের জায়গাটিকে সাজিয়ে তুলছেন। সাউন্ড সিস্টেমে বেজে চলছে গোপালের গান। রাজবাড়িপাড়া থেকে গোপালের পিকনিক দেখতে আসা পিংকি রায় বলেন, 'আমার এক পরিচিতের মুখে শুনেই এসেছি গোপালের পিকনিক দেখতে। আগে কখনোই এমনটা দেখিনি। খুব ভালো লাগল। একটা আলাদা তৃপ্তি অনুভব করলাম।'

পার্কের কাজ শীঘ্রই

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : দীর্ঘ কয়েক বছর থমকে থাকার পর ফের শুরু হতে চলেছে ময়নাগুড়ি শহরের সিনিয়ার সিটিজেন পার্কের কাজ। ইতিমধ্যে পার্কের জন্য দ্বিতীয় দফার অর্থ পাওয়া গিয়েছে। শুক্রবার অর্ধসমাপ্ত সিনিয়ার সিটিজেন পার্ক পরিদর্শন করেন ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায়, ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির ভারপ্রাপ্ত বাস্তুকার দেবাশিস রায় সহ অন্যরা। দীর্ঘ সময় ধরে তাঁরা কাজের ঠিকা সংস্থার কর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন। মনোজ বলেন, 'আর্থিক সমস্যার জন্য সিনিয়ার সিটিজেন পার্কের কাজ থমকে ছিল। দ্বিতীয় দফার বরাদ্দ চলে এসেছে। সেজন্য আমরা পার্কটি পরিদর্শন করলাম। আশা করা হচ্ছে এবার দ্রুত কাজ শেষ করা সম্ভব হবে।'

দুর্গাবাড়ি মোড়ে ২০১৯ সালে সিনিয়ার সিটিজেন পার্কের কাজ শুরু হয়। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক আনুকূল্যে কাজটি চলছিল। কিন্তু পরবর্তী ধাপে আর্থিক বরাদ্দ না মেলায় কাজ থমকে যায়। পার্ক, ঝোপজঙ্গলে ভরে ওঠে। পুজোর মুখে পার্ক তৈরির বরাত পাওয়া ঠিকা সংস্থার তরফে ঝোপজঙ্গল পরিষ্কার করা হয়। নতুন করে কাজ শুরু হওয়ার খবরে খুশি প্রবীণরা। বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছেন ময়নাগুড়ি প্রবীণ নাগরিক সংস্থার সদস্যরা।

ইতিমধ্যে পার্কটির বাউন্ডারি ওয়াল, বসার জায়গা, ফোয়ারার জন্য জায়গা তৈরি হয়ে গিয়েছে। তৈরি হয়েছে দুটি গেট। এক দফায় পার্কটিতে রংও করা হয়েছে। ফের কাজ শুরুর পর দ্রুত পার্কের ভেতর পেভার্স ব্লকের কাজ সহ অন্যান্য কাজ করা হবে।

বাড়িতে চুরি

মালবাজার, ১৫ নভেম্বর : ফাঁকা বাড়ির সুযোগে লক্ষাধিক টাকা এবং অলংকার নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। মাল শহরের বাটাইগোল বাজার রোডের পম্পা সিনেমা হল থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে বাড়ি সুরেশ আগরওয়ালের। সুরেশ ওষুধ ব্যবসায়ী। তিনি বৃহস্পতিবার পারিবারিক একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শিলিগুড়ি গিয়েছিলেন পরিবারকে নিয়ে। শুক্রবার সকাল ৮টা নাগাদ বাড়িতে ফিরে সদর দরজা ভাঙা দেখে সন্দেহ হয় তাঁর। তড়িঘড়ি বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে তিনি দেখেন একটি আলমারি ভেঙে সম্পূর্ণ তছনছ করেছে দুষ্কৃতীরা। অপর একটি আলমারি ভাঙার চেষ্টাও করেছে তারা। সুরেশের দাবি, নগদ চার লক্ষ টাকা এবং প্রায় ছ'লক্ষ টাকার অলংকার খোয়া গিয়েছে। সুরেশ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

রংদার

শিলিগুড়ির মধ্যে আছে আরেকটা শিলিগুড়ি

সব শহরেরই বুকের ভিতর লুকিয়ে থাকে অন্য আরেকটা শহর। শহরের অধিকাংশ লোক তার খোঁজ রাখে না, তার কথা ভাবে না। উত্তরবঙ্গের অঘোষিত রাজধানী শিলিগুড়ির ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। শহর নিয়মিত পালটায়, বিভিন্ন পথ অচেনা হয়ে যায়। তার মোড়ে মোড়ে অমূল্য রতন। সেই অন্য শিলিগুড়ির হদিস খোঁজার চেষ্টা এবারের প্রচ্ছদে।

প্রচ্ছদ কাহিনী : বিপুল দাস, সেবন্তী ঘোষ, দীপায়ন বসু ও সুমন মল্লিক
গল্প : সব্যসাচী সরকার
নিবন্ধ : মনোজ মিত্রকে নিয়ে স্মৃতিচারণে দুলাল লাহিড়ি
কবিতাগুচ্ছ : বিজয় দে

পূর্বা সেনগুপ্তর ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

চোখ টানছে ছাদবাগানের আম, কামরাঙা

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : বাজারে গেলে এই মরশুমে আম পাওয়া মুশকিল। আবার দোকানে গিয়ে লাল বকফুল চাইলে দোকানি পাগল ভাবতে পারেন। কিন্তু এই অবাক করা জিনিসগুলোর দেখা মিলছে জলপাইগুড়ি শহরের কদমতলার এক বাড়ির ছাদে। বাড়ির ছাদজুড়ে নানা প্রজাতির ফল ও ফুল, দেখলে বোঝা মুশকিল এটা বাড়ির ছাদ না আস্ত একটি বাগান। শখের বশে ছাদে বাগান শুরু করলেও গত কয়েক বছরে উৎপাদিত ফল পরিবারের চাহিদা মেটাচ্ছে অনেকাংশে। পেশায় শিক্ষক গৌতম দে তাঁর বাবার কাছে বাগান করা শেখা শুরু করলেও বর্তমানে আকর্ষণীয় ফল ও ফুল উৎপাদন করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন।

প্রায় এক দশক ধরে অবসর সময় বের করে ছাদেই চাষ শুরু করেছেন কদমতলার এই বাসিন্দা। একসময় বাবাকে দেখতেন এইভাবে বাড়িতে ফুল, ফলের বাগান করতে। সেই থেকেই গৌতমের মধ্যে জন্মায় বাগান করার ইচ্ছে। বড় হতেই বাবার মতো বাগান করার নেশাটা রয়ে গিয়েছে জলপাইগুড়ি কদমতলা দুর্গাবাড়ি

এলাকার প্রাথমিক শিক্ষক গৌতমের। বিভিন্ন মরশুমি ফুলের পাশাপাশি নানা রকমের ফল, সবজির বাগান বানাতে বেশি ভালোবাসেন গৌতম। তাঁর ছাদবাগানে আছে কামরাঙা, কুল, মিষ্টি লেবু, আপেল, পেয়ারা, আম। এবছর বাগানের বিশেষ প্রাপ্তি লাল বকফুল। তাঁর কথায়, 'যা সচারচর দেখা যায় না। সেগুলো করতে আমার ভালো লাগে।'

তাঁর সংযোজন, 'গতবছর এক নাসারিতে ঘুরতে ঘুরতে চোখে পরে এটি। নিয়ে এসে টবে লাগালে ২০-২৫টি ফুল ধরে। তারপর বহুবার অনেক জায়গায় খোঁজ করেও লাল বকফুল পাইনি। আমার ধারণা এরকম ফুল উত্তরবঙ্গে খুব কম রয়েছে। তাই এই গাছ থেকে আরও গাছ তৈরির চেষ্টা করে চলেছি।' লাল বকফুল ছাড়াও, তাঁর ছাদবাগানের কুল গাছে ফলেছে প্রায় ৫০০-র মতো কুল। কমলা গাছে মিষ্টি কমলা, কামরাঙা সবই রয়েছে এই বাগানে। তবে ফুল থেকে ফলের গাছ বেশি বলে জানান তিনি। গৌতম বলেন, 'সকাল-বিকেল দু'বেলায় সময় বের করে গাছগুলোর পরিচর্যা করি। কোনও রাসায়নিক সার ব্যবহার নয়, বাড়িতে সবজির খোসা, গোবর সার, খইল ভেজা জল দিয়েই গাছের পরিচর্যা করি। শহরে সবুজের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমছে, তাই আমার বাগান দেখে যদি অন্য কেউ উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেরাও বাড়িতে বাগান করেন, তাহলে আমার বাগান করা সার্থক হবে।'

গ্যামোফোবিয়ায় ভুগছেন?

বিয়ে করার ভয়, দায়িত্ব নেওয়ার ভয়, ভবিষ্যৎ জীবনে ভয়

বিয়ে মানেই সাতসতেরো কথা। হাজারো আয়োজন। দুই পরিবারের সম্মতি। এবং তারপর আরও বহুকিছু। দেখেশুনে বিয়ের পাশাপাশি প্রেমের বিয়েও রয়েছে ভীষণভাবে। বিয়ে মানেই প্রেম, ভালবাসা, মায়া-মমতা, স্নেহ। এ তো গেল একদিক। অন্যদিকে, বর্তমান যুগে অনেকেই বিয়ের প্রতি অনীহা দেখাচ্ছেন ভীষণভাবে। কারণ তাঁরা বিয়ের পিঁড়িতে বসতে ভয় পাচ্ছেন। চারপাশের নানাবিধ ঘটনা দেখেশুনে তাঁরা চারহাত এক করায় মোটেই সায় দিচ্ছেন না।

বিয়ে মানেই এক ছাদের নীচে থাকা শুরু। আর এক্ষেত্রে কখনও মন কষাকষি হবে না, ঝগড়া হবে না এমনটা আশা করা ভুল। ঝগড়াঝাঁটি হওয়া খুব স্বাভাবিক। এসব থেকেই অনেকের বিয়ের প্রতি অনীহা চলে আসে।

আমাদের সমাজের এরকম অনেক মানুষ আছেন যারা বিয়ের নামে আতঙ্কে ভোগেন। তারা মনে করেন বিয়ে মানেই একটি সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে যাওয়া। সেখান থেকে বেরোতে না পারার ভয়ও অনেক সময় কাজ করে।

বিয়ে নিয়ে ভীতি বা অনীহা আসলে এক ধরনের মানসিক রোগ, যাকে আমরা বলি গ্যামোফোবিয়া। শব্দটির উৎপত্তি গ্রিক ভাষা থেকে। যেখানে 'গ্যামো' মানে বিয়ে, আর 'ফোবিয়া' মনে ভয়। এটি দুশ্চিন্তাজনিত ব্যাধির পর্যায়ে পড়ে। যা আক্রান্ত ব্যক্তিকে তীব্রমাত্রায় ভয় অনুভব করায়। ভয়জনিত চিন্তায় আচ্ছন্ন করে রাখে।

গ্যামোফোবিয়াতে আক্রান্ত ব্যক্তিরা বিয়ে বা যেকোনো স্থায়ী সম্পর্কে জড়াতে বা কমিটমেন্ট করতে ভয় পান। সহজ কথায়, রোমান্টিক বা বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি-ভীতি কাজ করে।

১৯৮৭ সালে 'মেন হু কান্ট লাভ' নামের একটি বইতে প্রথম কমিটমেন্ট ফোবিয়া (প্রতিশ্রুতি-ভীতি) শব্দটি উল্লিখিত হয়। পরবর্তীতে শুধু পুরুষের মধ্যে প্রতিশ্রুতি-ভীতির কথা ইঙ্গিত করায় এই বইয়ের ব্যাপক সমালোচনা হয়। ফলে ১৯৯৫ সালে 'হি ইজ স্কেয়ারড, শি ইজ স্কেয়ারড' নামে একই লেখক লিঙ্গ নিরপেক্ষ দ্বিতীয় বইটি লেখেন।

গ্যামোফোবিয়া হল, বিয়ে কিংবা কোনও ধরনের স্থায়ী সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার ভয়। যারা মানসিকভাবে এই ফোবিয়ায় আক্রান্ত তারা আসলে নতুন সম্পর্ক নিয়ে আতঙ্কে থাকেন, বিবাহিত জীবন নিয়ে একটা ভয় কাজ করে, নিজের ব্যক্তি স্বাধীনতার জায়গাটুকু খর্ব হতে পারে কিংবা মানিয়ে চলা যাবে কিনা, এই ধরনের চিন্তায় থাকেন এই ফোবিয়ায় আক্রান্ত মানুষরা। এই ভীতি বিভিন্ন কারণে হতে পারে। বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ, পরিবারের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ বা সত্যিকারের প্রেম ভেঙে যাওয়ার পর অনেকেই মানসিকভাবে এতটাই ভেঙে পড়েন যে, কাউকে আর তার আপন মনে হয় না। এরকম যাদের পরিবারে ঘটে থাকে, তারাই বেশিরভাগ সময় এই রোগে ভোগেন।

এই রোগ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অবশ্যই সাইকোলজিস্টের কাছে গিয়ে কাউন্সেলিং প্রয়োজন। এমন মানুষদের সঙ্গে ধীরস্থিরভাবে চলতে হবে। কোনও বিষয়ে চাপ দেওয়া যাবে না।

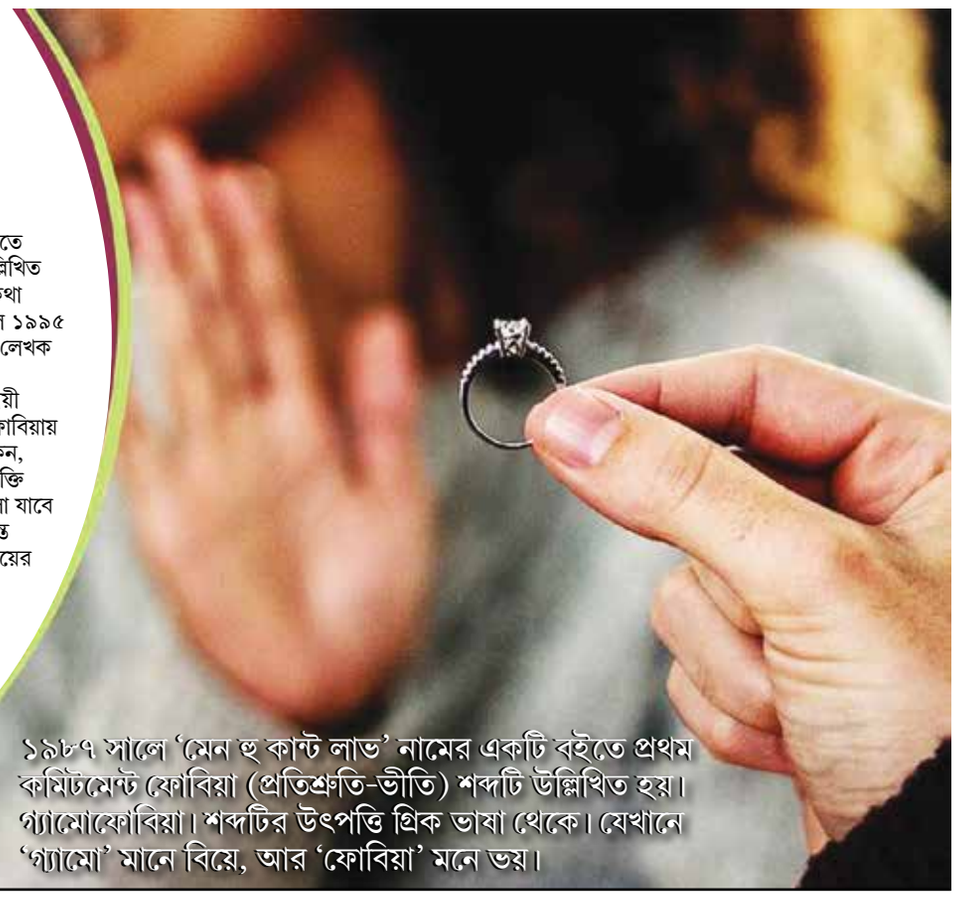

১৯৮৭ সালে 'মেন হু কান্ট লাভ' নামের একটি বইতে প্রথম কমিটমেন্ট ফোবিয়া (প্রতিশ্রুতি-ভীতি) শব্দটি উল্লিখিত হয়। গ্যামোফোবিয়া। শব্দটির উৎপত্তি গ্রিক ভাষা থেকে। যেখানে 'গ্যামো' মানে বিয়ে, আর 'ফোবিয়া' মনে ভয়।

গ্যামোফোবিয়ায় আক্রান্তদের লক্ষণ :

● অস্থিরতা, বুকে ব্যথা। ● নিশ্বাস নিতে না পারার অনুভূতি। ● ঘন ঘন শ্বাস নেওয়া। ● হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া। ● আতঙ্কে, ভয়ে পরিষ্কারভাবে চিন্তা করতে না পারা। ● ঠিকভাবে কথা বলতে না পারা। ● মাথাব্যথা। ● হুট করে রেগে যাওয়া। ● ঘেমে যাওয়া, জল পিপাসা পাওয়া। ● কাঁপুনি প্রভৃতি।

গ্যামোফোবিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য :

ঘনিষ্ঠ রোমান্টিক সম্পর্ক বজায় রাখতে না পারা। ● হাসিখুশি যুগলকে দেখলে দুশ্চিন্তা অনুভব করা। ● হঠাৎ করে সম্পর্কে বিচ্ছেদ টানা। ● কেউ কাছে আসতে চাইলে তাকে দূরে চলে যেতে বলা। ● যে কোনও রোমান্টিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লে প্রচণ্ড দুশ্চিন্তাবোধ এবং সবসময় ভীত হয়ে ভাবতে থাকা যে, এই সম্পর্ক শেষ হয়ে যাচ্ছে।

হেমন্ত সন্ধ্যায় স্যুপে চুমুক

স্কুলে যাওয়ার সময় বাচ্চাদের ইউনিফর্মের নীচে পাতলা একটা গেঞ্জি পরিয়ে দিন। তাহলে সকালে স্কুলে যাওয়ার পথে ঠান্ডা লেগে সর্দি হবে না।

প্রকৃতি। খামখেয়ালি। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারলেই জীবন সুন্দর হয়ে ওঠে। ক্যালেন্ডারে এখন হেমন্তকাল। দিনে স্নিগ্ধ রোদ আর রাতে হিম হিম বাতাস। চিনতে চাইলে হেমন্তকে কিন্তু ঠিক চেনা যায়। হেমন্তের এই হিম হিম বাতাসই কিন্তু শীতের আগমনী বার্তা। ঋতু পরিবর্তনের এই সময়টাতে তাই আমাদের কিছু কিছু বিষয়ে নজর দিতে হবে।

কিছুটা সাবধান না থাকলে প্রকৃতির এই দোদুল্যমান অবস্থায় বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি শরীরে এসে ভর করবে। একটু নিয়মের ব্যতিক্রম হলেই হতে হবে অসুস্থ।

বয়সভেদে যত্নের কিছু পরামর্শ

১. এই সময় সকালবেলা যেহেতু একটু শীত শীত ভাব থাকে, তাই এই সময় শরীরে পাতলা একটি চাদর জড়িয়ে নিতে পারলে ভালো। এতে বয়স্কদের শরীরে ব্যথা, হাড়ের ব্যথা প্রভৃতি অনেক সময় কমে যায়।

আর বাচ্চারা যারা স্কুলে যায় তাদের ইউনিফর্মের নীচে পাতলা একটি গেঞ্জি পরিয়ে দিতে পারলে হঠাৎ সকালে স্কুলে যাওয়ার পথে ঠান্ডা লেগে সর্দি হওয়ার হাত থেকে বাঁচা যাবে।

২. বাচ্চারা স্কুল থেকে ফিরলে তখন কিন্তু তাদের গরম লাগবে কারণ দুপুরের চড়া রোদে আর স্কুলের ক্লাসের ফাঁকে খেলাধুলা করার জন্য তাদের গরম লাগাটাই স্বাভাবিক।

তবে মনে রাখতে হবে বাইরের গরম থেকে বাড়িতে এসে সঙ্গে সঙ্গে স্নান না করানোই ভালো।

একটু সময় পার করে শরীরের তাপমাত্রা কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এলে তখন কুসুম গরম জল দিয়ে স্নান করিয়ে দিলে বাচ্চা অনেক আরাম পাবে।

৩. যেহেতু এখন দিন ছোট হয়ে আসছে কাজেই স্নান করাতে দেরি করা ঠিক হবে না। বৃদ্ধ থেকে বাচ্চা, এই হেমন্তে দুপুরের মধ্যে স্নান সেরে নিন। বেশি সন্ধ্যা না করাই ভালো।

৪. বিকেলবেলা বাচ্চারা বাইরে খেলতে যাওয়ার সময় ফুল হাতা গেঞ্জি অথবা জামা পরিয়ে দিলে ভালো হয়। তবে খুব বেশি গরম লাগবে এমন পোশাক বাচ্চাদের পরানো যাবে না এই সময়। তাহলে ঘেমে গিয়ে ঠান্ডা লেগে যাবে।

কারণ খেলাধুলার পরই কিন্তু বাচ্চারা ঘেমে যায়। এই ঘাম শরীরে বসে গেলেও বাচ্চাদের সর্দি, কাশি এমনকি জ্বর পর্যন্ত আসতে পারে।

৫. বয়স্করা যেন বিকালে বাড়িতে বসে না থাকেন, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। একটু বাইরে হাঁটাহাঁটি করা যেমন হার্টের জন্য ভালো তেমনি বিভিন্ন জয়েন্টের ব্যথাও কিন্তু কমে। আর ডায়াবেটিস রোগীদের তো হাঁটা অতি অবশ্যই জরুরি।

৬. রাতে শোবার সময় গরম লাগলেও ভোরের দিকে কিন্তু শীত শীত ভাব অনুভূত হয়। কাজেই রাতে শোবার সময়ই যদি ফ্যানের গতি মাঝামাঝি করে রাখা যায় তাহলে কিন্তু সর্দি ও শরীরে ব্যথা থেকে দূরে থাকা যাবে। খুব প্রয়োজন ছাড়া এসি এসময় ব্যবহার না করাই ভালো।

৭. যদি সম্ভব হয়, এই সময় বাইরে বেরোলে মাস্ক ব্যবহার করতে পারেন। তাহলে ধুলোবালির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

৮. সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরে একবাটি গরম স্যুপ খেলে চাঙ্গা হওয়া যায়।

কেন কাঁদবেন?

কান্না। জীবনে শুধু হাসি নয়, কান্নারও প্রয়োজন। আর কান্না মানেই তা শুধু দুঃখের নয়। আনন্দেও অনেক সময় চোখে জল আসে। দুঃখ বা আঘাতে ব্যথা পেলে কান্না পাওয়াটা স্বাভাবিক ভাবে নেয় সবাই। তবে বড়দের তুলনায় বাচ্চাদের কান্নার প্রবণতা বেশি। তেমনি পুরুষের তুলনায় বেশি কাঁদেন নারীরা। প্রতিটি মানুষই জীবনে কখনো না কখনো কাঁদবে এটাই স্বাভাবিক।

তবে কান্নারও যে কিছু শারীরিক উপকারিতা রয়েছে তা কি জানতেন? চলুন, জেনে নেওয়া যাক কাঁদলে কী ধরনের উপকারিতা পাওয়া যায় সে সম্পর্কে।

ব্যথা শুষে নেয়

কান্নাকাটি করার ফলে শরীরে এন্ডোরফিন উৎপন্ন হয়, যা কিছু কিছু ব্যথা শুষে নেয়। কান্নাকাটি আপনার প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রকেও সক্রিয় করে, যা শিথিলতা বাড়ায়, স্ট্রেস বা চাপ কমায় এবং ব্যথা উপশম করে।

চাপ কমিয়ে দেয়

কান্না, কর্টিসলের মতো স্ট্রেস-সম্পর্কিত রাসায়নিকগুলো বের করে দেয়, যা আপনার শরীরকে ধুয়েমুছে ডিটক্সিফাই করে। ফলে মানসিক দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যায়।

শান্তির ঘুম

অনেকক্ষণ ধরে কান্নাকাটির ফলে শরীরে বিভিন্ন হরমোন নিঃসরণ হয়। পাশাপাশি প্রচুর শক্তিক্ষয় হয়। মাঝেমধ্যে জলের ঘাটতি দেখা দেয়। যার ফলে মাথা ঠান্ডা হয় এবং এক ধরনের প্রশান্তি লাভ করা যায়। যা আমাদের শান্তিপূর্ণ ও নিরবচ্ছিন্ন ঘুম এনে দিতে পারে। তাই ঘুমানোর আগে মাঝেমধ্যে একটু কান্নাকাটি করতেই পারেন!

ব্যাকটিরিয়ার সঙ্গে লড়াই

চোখের জলে লাইসোজাইম নামে একধরনের অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এনজাইম রয়েছে। লাইসোজাইম ক্ষতিকারক জীবাণু ধ্বংস করে আমাদের চোখকে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

মুড ভালো করে

মনোবিদেরা বলেন, কান্না আবেগ দমন করে আমাদের মুড ভালো করে দিতে পারে। কান্নার মাধ্যমে ক্ষতিকর হরমোনগুলো শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। শরীর-মন ফুরফুরে হয়ে ওঠে। কান্নাকাটি করার সময় আমরা দ্রুত নিশ্বাস নিই, এতে মস্তিষ্ক 'ঠান্ডা' হয়ে অক্সিজেন নেওয়ার ক্ষমতা বেড়ে যায়।

উন্নত হয় দৃষ্টিশক্তি

কান্নাকাটি চোখকে স্বাভাবিকভাবে পিচ্ছিল করে, শুষ্কতা প্রতিরোধ করে, কর্নিয়া থাকে আর্দ্র ও পরিষ্কার। ফলে সংক্রামক ব্যাধির ঝুঁকি কমে। চোখের জল ধুলোবালি ও অন্য বিরক্তিকর পদার্থ ধুয়ে ফেলতে সাহায্য করে এবং সংক্রমণের ঝুঁকি হ্রাস করে। এছাড়া নেত্রনালি সতেজ করে চোখকে আরাম দেয় কান্না।

মানসিক ভারসাম্য ফিরিয়ে দেয়

অনেক সময় বন্ধু বিয়োগ হলে বা ব্রেকআপ হলে আমরা কান্নায় ভেঙে পড়ি। এ ধরনের অপ্রতিরোধ্য অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে কান্না। তখন মানুষের মধ্যে উত্তেজনা ও চাপ কাজ করে। এগুলো নিয়ন্ত্রণ করে মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করে।

প্রশান্তি এনে দেয়

চিৎকার করে বা নীরবে— যেভাবেই কান্নাকাটি করুন না কেন, দেখবেন আপনার মন কিছুটা হালকা লাগছে। কান্না আমাদের প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রকে সক্রিয় করে। যা স্নায়ু শিথিলীকরণের জন্য দায়ী বিভিন্ন হরমোনের নিঃসরণ, হজম ও সেরে ওঠার সঙ্গে জড়িত।

বাচ্চাদের স্বাভাবিক শ্বাস ও ঘুমোতে সাহায্য করে

শিশুর কান্নার শব্দ শুনতে কি কারো ভালো লাগে? কিন্তু কান্নাকাটি শিশুদের জন্যও উপকারী। এটি শিশুদের শ্বাসনালী পরিষ্কার করে। বেশি বেশি অক্সিজেন নিতে সাহায্য করে। এতে তার কষ্ট লাঘব হয়।

'ছন্দোবদ্ধ' কান্না শিশুর শ্বাসপ্রশ্বাসকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ঠিক বড়দের মতোই কান্নাকাটির পর শিশুদের চাপ ও দুশ্চিন্তা কমে যায়, ফলে সে রিল্যাক্সড হয়। ঘুম ভালো হয়।

মা ডাক শোনার পর কাজে ফেরা

মা হওয়ার পরে প্রত্যেক নারীর মধ্যে সাময়িক বিষণ্ণতা কাজ করে। অনেক সময় সেটি স্থায়ী হতে পারে লম্বা সময়। বাচ্চা ধারণ, জন্মদান শেষে আবার আগের পথে ফিরে আসা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

ঘরের নিরাপত্তা

আপনি যদি অফিস-কাছারিতে কাজ করেন, তাহলে দিনের লম্বা একটা সময় অফিসেই চলে যায়। বিকেলে ফিরে যতটুকু সুযোগ পাবেন বাচ্চাকে সময় দিন। বাড়িতে বিশ্বস্ত কেয়ারগিভার রাখতে পারলে ভালো। আর পরিবারের সদস্য থাকলে তো সোনায় সোহাগা। এখন ফোনে ফোনে যোগাযোগ করা অনেক সহজ। তাই সহজেই আপনার সন্তানের খোঁজ রাখতে পারবেন।

কীভাবে ফিরবেন কাজে

মাতৃত্বকালীন ছুটি শেষে কাজে ফেরার পর গ্রাস করতে পারে মনখারাপ, অনিচ্ছা আর আলসেমি। আপনার শিশু জন্মানোর আগেই এমন একটি নির্ভরযোগ্য মাধ্যম ঠিক করে রাখুন, যিনি বা যারা আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার সন্তানকে দেখবে। বর্তমানে বেশকিছু নির্ভরযোগ্য শিশু ডে কেয়ার রয়েছে। পরিচিতদের মাধ্যমে খোঁজ নিয়ে তারপর সিদ্ধান্ত নিন।

কাজে তাড়াহুড়ো নয়

কর্মজীবী মা মনে করেন, লম্বা সময় বিরতিতে হয়তো পিছিয়ে গেছেন। তাই কাজ করে নিজেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন এবং অতিরিক্ত কাজের চাপ নিয়ে ফেলেন।

মাতৃত্বকালীন ছুটি শেষে কাজে ফেরার পর গ্রাস করতে পারে মন খারাপ, অনিচ্ছা আর আলসেমি।

তাড়াহুড়ো না করে ধীরে ধীরে নিজেকে মানিয়ে নিন। আপনার বসের সঙ্গে কথা বলুন। সন্তানের জরুরি প্রয়োজনে যেন ছুটি নিতে পারেন, সেটিও বলে রাখুন।

সঙ্গীর সঙ্গে ভাগাভাগি

আপনার সঙ্গীর সঙ্গে কাজ ভাগাভাগি করে নিন। আপনি যেমন মা হয়েছেন, তিনি হয়েছেন বাবা। তাই সন্তানের কাজগুলো একসঙ্গে করুন, একসঙ্গে সময় কাটান।

আসলে মায়ের চাকরি সপ্তাহে ৭ দিন আর দিনে ২৪ ঘণ্টা, তা তিনি গৃহিণীই হোন বা চাকরিজীবী। আর নতুন মা হলে তো কথাই নেই।

সারাদিন অফিসের কাজ করে তারপর বাড়িতে এসে বাচ্চার দেখাশোনা করতে গিয়ে নিজের প্রতি খেয়াল রাখার সময়ই হয় না। এ সময় অনেক মায়েরাই বিষণ্ণতায় ভোগেন। তাই নিজেকে সময় দিন ও নিজের যত্ন নিন।

সাহায্যের হাত বাড়ান

এমনিতেই মা হওয়ার পরে প্রত্যেক নারীর মধ্যে সাময়িক বিষণ্ণতা কাজ করে।

অনেক সময় সেটি স্থায়ী হতে পারে লম্বা সময়। বাচ্চা ধারণ, জন্মদান শেষে আবার আগের মতো শুরু করা তার জন্য বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

এজন্য পরিবারের মানুষকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। আপনার পরিবারে যদি কর্মজীবী মা থাকেন, তাকে সে সময় সাহস দেওয়া প্রয়োজন। একে তো বাচ্চাকে ছেড়ে দীর্ঘ সময় অফিসে দিতে হয় বলে মায়ের মধ্যে এক ধরনের অপরাধবোধ জন্ম নেয়, এরপরে যদি পরিবারে এসে শোনেন সন্তান মাকে না পেয়ে কেঁদেছে বা খুঁজেছে তাহলে মা বিষণ্ণতায় ভুগতে পারেন। তাই স্বামীর কর্তব্য হবে সাধ্যমতো সহায়তা করা।

মনে রাখতে হবে, কর্মজীবী মায়ের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় তার সঙ্গীর সহায়তা। দুজনে মিলে সংসার ও বাচ্চার কাজগুলো ভাগ করে নিলে অনেকটাই চাপ কমে যায়।

অফিসের সহকর্মী যদি মা হন তবে দায়িত্ব রয়েছে আপনারও। তাঁর প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। একটু সহযোগিতার অভাবে অনেক কর্মজীবী মা চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন পর্যন্ত।

পোষা প্রাণী রাখার যত সুবিধা

দীর্ঘ সময় জুড়ে মানুষের বন্ধু বিভিন্ন পোষা প্রাণী। ক্রমশ আমাদের জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে।

শুরুতে মনে করা হত, বাড়িতে কুকুর থাকলে শিকারে সহায়তা পাওয়া যাবে, নিরাপত্তা থাকবে এবং বিপদে আগে থেকেই সংকেত পাওয়া যাবে। তবে পোষা প্রাণী থাকার আরও অনেক সুবিধা রয়েছে। চলুন জেনে নিই, পোষার প্রাণীর তেমন কিছু সুবিধার কথা:

মানসিক চাপ কমে

পোষা প্রাণীর সঙ্গে সময় কাটালে মানসিক চাপ কমে। এরা আমাদের সঙ্গ দিয়ে মানসিক শান্তি আনে। গবেষণায় দেখা গেছে, পোষা প্রাণী যেমন কুকুর বা বিড়ালের সঙ্গে খেলা করলে বা তাদের আদর করলে শরীরে অক্সিটোসিন হরমোন বৃদ্ধি পায়, যা মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে।

একাকিত্ব দূর করে

পোষা প্রাণী আমাদের জীবনে আনন্দ এবং সঙ্গ দেয়, যা একাকীত্বের অনুভূতি দূর করে। বিশেষ করে একা বাস করা মানুষদের জন্য পোষা প্রাণী এক অসাধারণ সঙ্গী হতে পারে। তারা আমাদের সবসময় সঙ্গ দেয়, যা মনোবল বাড়াতে সাহায্য করে।

দায়িত্বশীলতা বাড়ে

বাড়িতে পোষা প্রাণী রাখা দায়িত্বশীলতা শেখার জন্য একটি উপযুক্ত মাধ্যম। তাদের যত্ন নেওয়ার প্রতিটি ধাপ আমাদের জীবনের নানা ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল হওয়ার শিক্ষা দেয়। যেমন প্রতিদিন তাদের খাবার দেওয়া, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, পরিচ্ছন্ন রাখা।

স্বাস্থ্য ভালো রাখে

গবেষণায় দেখা গেছে, যারা পোষা প্রাণী পালন করেন তাদের হৃদযন্ত্রের সমস্যা কম হয়। পোষা প্রাণীর সঙ্গে সময় কাটানোর মাধ্যমে রক্তচাপ ও কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে, যা হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়।

মানসিক প্রশান্তি বাড়ায়

পোষা প্রাণীর সঙ্গে সময় কাটালে বা তাদের আদর করলে আমাদের মস্তিষ্ক থেকে অক্সিটোসিন নামক হরমোন নিঃসৃত হয়। অক্সিটোসিনকে ভালোবাসার হরমোন বলা হয়, যা আমাদের মনের মধ্যে প্রশান্তি ও আনন্দের অনুভূতি জাগায়।

কেরলের বিরুদ্ধে ১০ উইকেট নেওয়ার পর হরিয়ানার অংশুল কম্বোজ। শুক্রবার।

১০ উইকেট নিয়ে নজির অংশুলের

চণ্ডীগড়, ১৫ নভেম্বর : রনজি ট্রফিতে নজির গড়লেন হরিয়ানার বোলার অংশুল কম্বোজ। কেরলের বিরুদ্ধে এক ইনিংসে ১০ উইকেট নিলেন তিনি। যার সুবাদে কেরল প্রথম ইনিংসে ২৯১ রান তোলে। অংশুল ৪৯ রানে ১০ উইকেট পান। রনজির ইতিহাসে তিনি তৃতীয় বোলার হিসেবে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন অংশুল। তাঁর আগে বাংলার প্রেমাংশু চট্টোপাধ্যায় ও রাজস্থানের প্রদীপ সুন্দরমের এই রেকর্ড রয়েছে। পাশাপাশি অংশুল ষষ্ঠ ভারতীয় বোলার, যিনি প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এক ইনিংসে দশ উইকেট নেওয়ার নজির গড়লেন। এই তালিকায় অনিল কুম্বলে, সুভাষ গুপ্তে, দেবাশিস মোহান্তির মতো বোলাররা রয়েছেন। প্রথম ইনিংসে হরিয়ানার স্কোর ১৩৯/৭।

রনজির অন্য ম্যাচে তৃতীয় দিনে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের ইনিংস শেষ হয় ২৮৮ রানে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সার্ভিসেস ১৮২ রানে গুটিয়ে যায়। মুম্বইয়ের হয়ে মোহিত অবস্তি ৪টি ও শার্দূল ঠাকুর ৩টি উইকেট পান। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে মুম্বই ১ উইকেট হারিয়ে ২৪ রান তুলেছে।

চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে জয়ের পথে সৌরাষ্ট্র। চেতেশ্বর পূজারাকে ছাড়াই প্রথম ইনিংসে সৌরাষ্ট্র ৯ উইকেটে ৫৩১ রান তুলে ডিক্লেয়ার করে। এরপর চণ্ডীগড় প্রথম ইনিংসে অল আউট হয় ২৪৯ রানে। ফলোঅন করে দ্বিতীয় ইনিংসে তৃতীয় দিনের শেষে চণ্ডীগড় ৭ উইকেটে ১৮৪ রান তুলেছে। প্রথম ইনিংসে ৩ উইকেট নেওয়া জয়দেব উনাদকাত দ্বিতীয় ইনিংসে পেয়েছেন ২ উইকেট।

টেস্টকে বিদায় সাউদির

ওয়েলিংটন, ১৫ নভেম্বর : ১৭ বছরের দীর্ঘ টেস্ট কেরিয়ারে ইতি টানতে চলেছেন টিম সাউদি। আসন্ন ইংল্যান্ড সিরিজের পর লাল বলের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করেছেন নিউজিল্যান্ডের অন্যতম সফল এই পেস বোলার। আগামী মাসে ঘরের মাঠ হ্যামিল্টনে বিদায়ি টেস্ট খেলবেন সাউদি।

বছর পঁয়ত্রিশের সাউদি এখনও পর্যন্ত ১০৪টি টেস্টে ৩৮৫টি উইকেট নিয়েছেন। নিউজিল্যান্ড বোলারদের তালিকায় স্যর রিচার্ড হ্যাডলির (৪৩১) পর দ্বিতীয় স্থানে। ২০০৮ সালে নেপিয়ারে ১৯ বছর বয়সে টেস্ট ক্রিকেটে পা রাখা সাউদির মুকুটে রয়েছে একাধিক পালক। তিন ফরম্যাট মিলিয়ে কিউয়ি বোলারদের মধ্যে সর্বাধিক ৭৭০ উইকেট সাউদির নামের পাশে।

লাল বলের ক্রিকেটে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ সিরিজ টিম সাউদির।

ইদানীং সময়টা ঠিকঠাক যাচ্ছিল না। দেওয়াল লিখন বুঝতে পেরে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত। অবসরের কথা জানিয়ে সাউদি বলেছেন, ‘নিউজিল্যান্ডের হয়ে খেলা বরাবরই স্বপ্ন ছিল। ১৮ বছর ধরে ব্ল্যাক ক্যাপসের হয়ে খেলা আমার কাছে বিশাল সম্মান। বরাবরই টেস্ট ক্রিকেট আমার কাছে স্পেশাল। যাদের বিরুদ্ধে শুরু করেছিলাম, সেই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ করব। ফেয়ারওয়েলের জন্য যথাযথ মঞ্চ। দীর্ঘ সফরে যারা আমার পাশে থেকেছে, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ।’

একইসঙ্গে টিম সাউদি জানিয়েছেন, দল যদি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে ওঠে, তাহলে তিনি খেলতে প্রস্তুত। সেক্ষেত্রে হ্যামিল্টনের বদলে ফেয়ারওয়েল টেস্ট খেলবেন ক্রিকেট মক্কা লর্ডসে। সাউদির অবসরের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে নিউজিল্যান্ডের কোচ গ্যারি স্টিড বলেছেন, ‘অত্যন্ত লড়াকু ক্রিকেটার। বড় মঞ্চে বরাবরই নিজের সেরাটা দিয়েছে। আদ্যোপান্ত টিমম্যানও। ওকে মিস করব আমরা।’

বিরাটের স্ক্যান নিয়ে শুরু জল্পনা

ইন্ট্রা স্কোয়াড ম্যাচে বিরাট কোহলি। ১৫ রান করেই তিনি মুকেশ কুমারের বলে আউট হয়ে যান। শুক্রবার পারথে।

পারথ, ১৫ নভেম্বর : সরফরাজ খানের পর লোকেশ রাহুল ও বিরাট কোহলি।

পারথের ওয়াকা স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার নিজেদের মধ্যে অনুশীলন ম্যাচের শুরুতেই বিপত্তি। গতকালের অনুশীলনের সময় নেটে আচমকা লাফিয়ে ওঠা বলে কনুইয়ে চোট পেয়েছিলেন সরফরাজ। পরে তাঁকে আর ব্যাট করতে দেখা যায়নি।

আজ টিম ইন্ডিয়ার ম্যাচ সিমুলেশনের আসরে রাহুল-বিরাটের চোট নিয়ে হুলুস্থুলু হয়ে গেল। ব্যাটিংয়ের সময় সতীর্থ প্রসিধ কৃষ্ণার লাফিয়ে ওঠা শট বল রাহুলের কনুইয়ে লাগে। প্রবল যন্ত্রণা নিয়ে মাঠ থেকে ব্যাট বগলে বেরিয়ে যান লোকেশ। টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীরের মুখ আরও গম্ভীর হয়ে যায়। দ্রুত ফিজিও রাহুলের জল্পনা শুরু করেন। পরে তাঁকে আর ব্যাট করতে দেখা যায়নি। এমনকি রাহুলকে মাঠেও দেখা যায়নি আর।

বিরাটের ক্ষেত্রে বিষয়টা একটু আলাদা। গতকাল সরফরাজের চোটের সময় পাশের নেটেই ছিলেন তিনি। সূত্রের খবর, আচমকা তিনি নেট থেকে বেরিয়ে যান। অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত দৈনিক সিডনি মর্নিং হেরাল্ড আজ দাবি করেছে, গতকাল পারথের সময় রাতের দিকে কোহলিকে স্থানীয় এক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে তাঁর স্ক্যান হয়েছে। বিরাটের শরীরের কোন অংশে স্ক্যান হয়েছে, স্পষ্ট নয়। আজ ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে বিরাটের চোট জল্পনা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আজ ম্যাচ সিমুলেশনের দুই অর্ধেই ব্যাটিং করেছেন কোহলি। বড় রান না পেলেও তাঁকে অনেকটাই সাবলীলভাবে নেটে ব্যাটিং করতে দেখা গিয়েছে। অজি সংবাদমাধ্যমে টিম ইন্ডিয়ার দুই ব্যাটারকে নিয়ে নানা অস্বস্তিকর প্রতিবেদন সামনে আসার পর আজ ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমেছে। ভারতীয় দলের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, রাহুল-বিরাটের চোট গুরুতর কিছু নয়। আগামীদিনে মাঠে নামতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

এদিকে সামাজিক মাধ্যমে রাতের দিকে রটে যায়, রোহিত শর্মা পুত্র

লোকেশের চোটে অস্বস্তি

সন্তানের বাবা হয়েছেন। আশা করা হচ্ছে, দুই-একদিনের মধ্যেই খবরের সত্যতা সামনে আসবে।

টিম ইন্ডিয়ার ম্যাচ সিমুলেশনের আসরে শুধু কোহলি-রাহুলের চোট নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে, এমন নয়। ঋষভ পন্থ, শুভমান গিলরাও পারথের ওয়াকার মাঠে বারবার সমস্যায় পড়েছেন আজ। পারথের বাইশ গজের গতি, বাউন্স বারবার সমস্যায় ফেলেছে তাঁদের। যশস্বী জয়সওয়াল ব্যাট হাতে অনুশীলন ম্যাচের আসরে দারুণ শুরু করেছিলেন। কিন্তু বড় ইনিংস খেলতে তিনিও ব্যর্থ হয়েছেন। তবে পারথের মেঘলা আকাশের পাশে পিচের বাড়তি বাউন্স ব্যাটারদের সমস্যায় ফেলবে, সেটাই স্বাভাবিক। বাস্তবে সেটাই হয়েছে। কোহলি অনুশীলন ম্যাচের আসরে খুব একটা স্বস্তিতে ছিলেন না। মুকেশ কুমারের বলে তিনি স্লিপে খোঁচা দিয়ে আউট হন। দিনের দ্বিতীয় অর্ধে ফের বিরাট যখন ব্যাট করতে নামেন, তখন তাঁকে অনেক বেশি ছন্দে দেখিয়েছে আজ।

ভারতীয় ক্রিকেট সংসারের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, রাহুলকে নিয়ে সমস্যা বাড়ছে। এমনিতেই ব্যাটে রান নেই লোকেশের। উপরি হিসেবে অধিনায়ক রোহিত শর্মার অনুপস্থিতিতে পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে যশস্বীর সঙ্গে ইনিংস ওপেন করার চ্যালেঞ্জ। তার মধ্যেই আজ প্রসিধের ডেলিভারিতে তাঁর চোট রাহুলের মিশন অস্ট্রেলিয়ার ভাগ্যাকাশে মেঘের আনাগোনা বাড়িয়ে দিয়েছে। বরং দিনের শুরুতে ব্যাটিংয়ের সময় রান না পেলেও পরের অর্ধে অপরাজিত ৪২ রানের ইনিংস খেলে ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন শুভমান। ধ্রুব জুরেলও রান করেছেন টিম ইন্ডিয়ার ম্যাচ সিমুলেশনে। মেলবোর্নে বেসরকারি টেস্টের পর অনুশীলন ম্যাচের আসরেও জুরেল রান পাওয়ায় মনে করা হচ্ছে, ২২ নভেম্বর থেকে অপটাস স্টেডিয়ামে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির প্রথম টেস্টে তিনি খেলবেন। জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ, আকাশ দীপদের বোলিংয়ে ছন্দ দেখা গিয়েছে ওয়াকা স্টেডিয়ামে। কিন্তু ব্যাটারদের ফর্ম ও নিয়মিত চোট পাওয়ার ঘটনা উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ভারতীয় দলের অন্দরে। কোচ গৌতমের মুখটাও ক্রমশ গম্ভীর হচ্ছে।

ব্যাট হাতে ৩৬ বলে ৩৭ সামির

সাত উইকেটের অপেক্ষায় আজ বাংলা

বাংলা-২২৮ ও ২৭৬
মধ্যপ্রদেশ-১৬৭ ও ১৫০/৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : যা করছেন, সোনা ফলিয়ে দিচ্ছেন!

বল হাতে প্রথম ইনিংসে চার উইকেট নিয়ে বাংলার তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করেছিলেন। ব্যাট হাতেও ৩৬ বলে ৩৭ রানের আগ্রাসী ইনিংস আজ খেললেন মহম্মদ সামি। মূলত তাঁর আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের জন্যই দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলার স্কোর ২৭৬-এ পৌঁছে যায়। জবাবে ৩৩৮ রানের চ্যালেঞ্জের সামনে ব্যাট করতে নেমে তুমুল লড়াই শুরু করেছে মধ্যপ্রদেশ। তৃতীয় দিনের শেষে তাদের সংগ্রহ ১৫০/৩। উইকেটে জমে যাওয়া রজত পাতিদার (অপরাজিত ৩২) ও শুভম শর্মার (অপরাজিত ১৮) উইকেট আগামীকাল দ্রুত নিতেই হবে বাংলার বোলারদের। এখনও ১৮৮ রান হাতে থাকলেও বাংলা শিবির থেকে বলা হচ্ছে, ম্যাচের শেষ দিনের প্রথম দেড় ঘণ্টা সময়টা মহাগুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। তার মধ্যেই ম্যাচের ভাগ্য হয়তো চূড়ান্ত হয়ে যাবে। হয়তো বাংলাই জিতবে।

দ্বিতীয় ইনিংসেও বল হাতে সামি তাঁর কাজ শুরু করে দিয়েছেন। মধ্যপ্রদেশের দ্বিতীয় ইনিংসে রান তাড়ার সময় আজ মোট দুইটি স্পেলে ১১ ওভার বল করেছেন মিশন অস্ট্রেলিয়ার অপেক্ষায় থাকা সামি। একটি উইকেটও পেয়েছেন। ইনিংসের তিন নম্বর ওভারে দ্বিতীয় স্লিপে শুভ্রাংশু সেনাপতির (৫০) সহজ ক্যাচ সুদীপ চট্টোপাধ্যায় হাতছাড়া না করলে আজই দুই উইকেট হয়ে যেত সামির। সন্ধ্যার দিকে ইন্দোর থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, ‘সামিকে নতুনভাবে চিনছি এই ম্যাচে। এক

> সামিকে নতুনভাবে চিনছি এই ম্যাচে। এক বছর পর ক্রিকেটে ফিরে ব্যাটে-বলে রীতিমতো দাপট দেখিয়ে চলেছে ও।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

বছর পর ক্রিকেটে ফিরে ব্যাটে-বলে রীতিমতো দাপট দেখিয়ে চলেছে ও। বাকিদের কথা মাথায় রেখেও বলছি, সামির জন্যই আগামীকাল আমাদের বাকি থাকা সাত উইকেট পেতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।’ তাহলে কি বাংলা শিবির ধরেই নিয়েছে, চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচ জয় নেহাতই সময়ের অপেক্ষা? প্রশ্নটা শুনে একটু থমকে গেলেন বাংলার অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদার। বলে দিলেন, ‘ক্রিকেট অনিশ্চয়তার খেলা। আপাতদৃষ্টিতে হয়তো ম্যাচের অবস্থান পঞ্চাশ-পঞ্চাশ বলাই ভালো। তবে আগামীকাল সকালে সামি ম্যাজিক শুরু হলে জিতব আমরাই।’

হোলকার স্টেডিয়ামের বাইশ গজে বল এখনও নড়ছে। উপরি হিসেবে ঘুরছেও। পিচে কিছু ফাটলও দেখা গিয়েছে। শাহবাজ আহমেদদের শনিবার আরও বেশি দায়িত্ব নিতে হতে পারে। সামি যত মিশন অস্ট্রেলিয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল করছেন, ততই বাংলার সরাসরি ম্যাচ জিতে ছয় পয়েন্ট নিশ্চিত করার পরিস্থিতিও জোরদার হচ্ছে। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, ‘সামির মতো ক্রিকেটার যে কোনও দলেরই সম্পদ। অনেকদিন পর ও বাংলার হয়ে রনজি ট্রফি খেলছে। আর প্রতিদিনই প্রমাণ করছে, ঘরোয়া ক্রিকেটের সঙ্গে আন্তর্জাতিক স্তরের ফারাকটা।’

প্রশ্ন হল, সামি অস্ট্রেলিয়ার বিমানে উঠে পড়ার পর বঙ্গ ক্রিকেটের হাল কেমন হবে? কারণ, মুকেশ কুমার, আকাশদীপ, অভিমন্যু ঈশ্বরণ, অভিষেক পোড়েলদের সকলেই তো জাতীয় দলে। বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্ট অবশ্য এখনই এসব ভাবছে না। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, ‘আগে মধ্যপ্রদেশ ম্যাচ থেকে ছয় পয়েন্ট আসুক। বাকি বিষয় নিয়ে পরে ভাবা যাবে।’

জয়ের চাপে বাতিল ট্রফি পরিক্রমা

পাকিস্তানের কাশ্মীর-চালে জল ঢালল আইসিসি

দুবাই, ১৫ নভেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে কাশ্মীরকে হাতিয়ার করে ভারতকে খোঁচা দেওয়ায় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের পদক্ষেপ আটকে দিল আইসিসি। ইসলামাবাদ থেকে শুরু হয়ে মেগা ইভেন্টের সুদৃশ্য ট্রফি পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে পরিক্রমা করবে। সূচিতে রয়েছে পাক অধীকৃত কাশ্মীরের তিনটি শহর-স্কার্দু, হুনজা, মুজাফফরাবাদ।

ভারত যদিও বরাবর পাকিস্তানের অধীকৃত কাশ্মীরকে (পিওকে) নিজেদের অংশ বলে দাবি করে এসেছে। বুঝেশুনে ভারতকে অস্বস্তিতে ফেলতে ‘পিওকে’-কে ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহারের পরিকল্পনা করেছিল পিসিবি। গতকাল সামাজিক মাধ্যমে তা ঘোষণাও করে দেয়।

যদিও ভারতের প্রবল বিরোধিতায় পাক-পরিকল্পনা বাতিল। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব তথা আইসিসি-র পরবর্তী সভাপতি জয় শা সমালোচনায় মুখর হলে নড়েচড়ে বসে ক্রিকেট বিশ্বের নিয়ামক সংস্থা। শেষপর্যন্ত পাক অধীকৃত কাশ্মীরে

> একটা কথা পরিষ্কার করে বলতে চাই, আইসিসি সবসময় ভারতের পক্ষই নেবে। এটাই বাস্তব। কিন্তু শেষপর্যন্ত টুর্নামেন্ট যদি অন্যত্র সরানো হয় এবং পাকিস্তান টুর্নামেন্ট বয়কট করলে দায়িত্ব কিন্তু আইসিসি-র। দায় এড়াতে পারবে না ভারত-পাকিস্তানও।
>
> **নাজাম শেঠি**

ট্রফি পরিক্রমা সূচি বাতিল করে দেয়। বিসিসিআইয়ের এক শীর্ষকর্তা বলেছেন, ‘ট্রফি পরিক্রমা সূচিতে পিওকে-র বিভিন্ন শহর রাখা নিয়ে মুখর হন জয় শা। আইসিসি-র কাছেও অভিযোগ জানান। তাছাড়া ট্রফি পরিক্রমার বিষয়টি পুরোপুরি আইসিসি-র বিষয়। পিসিবি-র কোনও এক্তিয়ার নেই।’

বৃহস্পতিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পাকিস্তানের মাটিতে এসে পৌঁছোয়। ১৬ নভেম্বর থেকে ট্রফি-পরিক্রমা শুরু হবে দেশজুড়ে। চলবে ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত। পাক অধীকৃত কাশ্মীরে ট্রফি পরিক্রমা করলে, দুই দেশের মধ্যে সমস্যা বাড়বে বুঝে পিসিবি-র পরিকল্পনা বাতিল আইসিসি-র।

চলতি চাপানউতোরের মাঝে আইসিসি-র বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন নাজাম শেঠি। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ‘একটা কথা পরিষ্কার করে বলতে চাই, আইসিসি সবসময় ভারতের পক্ষই নেবে। এটাই বাস্তব। কিন্তু শেষপর্যন্ত টুর্নামেন্ট যদি অন্যত্র সরানো হয় এবং পাকিস্তান টুর্নামেন্ট বয়কট করলে দায়িত্ব কিন্তু আইসিসি-র। দায় এড়াতে পারবে না ভারত-পাকিস্তানও।’

আইসিসি লভ্যাংশ বণ্টন নীতির প্রসঙ্গ টেনে নাজামের আরও দাবি, ‘লভ্যাংশের একটা বড় অংশ ভারত পায়। পাকিস্তানও পায়। কোনও কারণে আইসিসি এই অনুদান আটকে দেয়, ভারতের কিছু হবে না। ওরা অত্যন্ত ধনী বোর্ড। মার খাবে পাকিস্তান। আর্থিক ক্ষতিতে ক্রিকেট উন্নত ক্ষতিগ্রস্ত হবে।’

মাথা ঠান্ডা রেখে সমস্যা সমাধানের পরামর্শ দিচ্ছেন। প্রয়োজনে হাইব্রিড মডেলে রাজি হতে বলছেন নাজাম। প্রাক্তন পিসিবি প্রধানের যুক্তি, ‘দায়িত্বে থাকার সময় একই সমস্যায় পড়েছিলাম। সমাধানের রাস্তা খুঁজতে ভারতীয় মিডিয়াকে কাজে লাগাই। ওদের মাধ্যমেই হাইব্রিড মডেলের প্রস্তাব বিসিসিআইয়ের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম। শেষপর্যন্ত হাইব্রিড মডেলেই টুর্নামেন্ট হয়। বর্তমান কর্তারাও মাথা ঠান্ডা রেখে সমাধানের রাস্তা খুঁজুক।’

এদিকে, পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে না যাওয়ার কারণ লিখিতভাবে ভারতের থেকে জানতে চাইল আইসিসি। আনুষ্ঠানিকভাবে বিসিসিআইয়ের কাছে এই সিদ্ধান্তের লিখিত ব্যাখ্যা চেয়েছে। পাক মিডিয়ার খবর, পিসিবি অপেক্ষা করছে ভারত কী কারণ দেখায়। তা হাতে আসার পর কারণের সপক্ষে প্রমাণের দাবিতে ভারতকে অস্বস্তিতে ফেলতে ফের কোমর বেঁধে ময়দানে নেমে পড়বেন মহসিন নকভির পাক বোর্ড।

সামিকে দ্রুত অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানোর দাবি শাস্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর : প্রায় বছর খানেক পর প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন। প্রথম ইনিংসেই ৪ উইকেট নিয়ে প্রত্যাশাও উসকে দিয়েছেন মহম্মদ সামি। বাড়ছে বর্ডার-গাভাসকার সিরিজে বল হাতে সামির মাঠে নামার সম্ভাবনাও।

এদিন ঠিক সেই সুরই শোনা গেল রবি শাস্ত্রীর গলাতে। ভারতীয় দলের প্রাক্তন হেডকোচের দাবি, এখনই অস্ট্রেলিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হোক সামিকে। সিরিজের প্রথম থেকেই জসপ্রীত বুমরাহ-সামি জুটিকে দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন তিনি।

দল নির্বাচনের সময় ফিট সার্টিফিকেট না মেলায় অস্ট্রেলিয়াগামী দলে জায়গা হয়নি সামির। কিন্তু রনজি ট্রফিতে পঞ্চম রাউন্ডে বাংলার হয়ে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে সামির সাফল্যে (৫৪/৪) পরিস্থিতি বদলে দিয়েছে।

রবি শাস্ত্রী পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন, ‘পেস ব্রিগেডে বুমরাহর একটা সাপোর্ট দরকার। এই মুহূর্তে

ভনের বাজি ঋষভ

আমি এটাই সবচেয়ে বেশি করে চাইছি। সামি থাকলে পেস আক্রমণে ঝাঁঝ, গভীরতা বাড়বে। তাই দ্রুত সামিকে অস্ট্রেলিয়ার বিমানে দেখতে চাই। ভারতীয় দলেরই ভালো হবে।’

বাংলা-মধ্যপ্রদেশ ম্যাচের শেষদিন ১৬ নভেম্বর। প্রথম টেস্ট সেখানে ২২ নভেম্বর।

এদিকে, বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে যশস্বী জয়সওয়াল ও ঋষভ পন্থকে নিয়ে আগ্রহী মাইকেল ভন। তবে প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়কে সেরা বাজি হিসেবে ধরছেন ঋষভকেই। কিংবদন্তি অজি উইকেটকিপার অ্যাডাম গিলক্রিস্টের সঙ্গে আলোচনার সময় ভন বলেন, ‘যশস্বী জয়সওয়াল একজন, যার দিকে চোখ থাকবে। তবে আমার মতে সিরিজের আকর্ষণ হতে চলেছে ঋষভ পন্থ। ও যেভাবে খেলে, মনে হয় বাড়ির উঠোনে খেলছে।’

গত অস্ট্রেলিয়া সফরে ঋষভের দুর্দান্ত ইনিংসের কথা টেনে ভনের সংযোজন, ‘চাপের মধ্যেই ব্যাটিং উপভোগ করতে পারে ঋষভ। মজা করে। ভারত-অজি সিরিজে একাধিক দুর্দান্ত ইনিংস খেলেছে। ব্রিসবেন টেস্টে একার হাতে ফিনিশিং লাইন পার করে দেয় দলকে। আসন্ন সিরিজে ঋষভের লড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকবে ভারত।’

হোঁচট খেল ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা

রেফারির সিদ্ধান্তে ক্ষোভ মেসিদের

মাতুরিন ও আসুনসিওন, ১৫ নভেম্বর : বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে হোঁচট খেল ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা। ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েও ১-১ গোলে ম্যাচ ড্র করল সাম্বা ব্রিগেড। অন্যদিকে, পূর্ণশক্তির দল নামিয়েও বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা ২-১ ব্যবধানে ম্যাচ হারল তুলনামূলকভাবে দুর্বল প্যারাগুয়ের কাছে। নজর কাড়তে পারলেন না লিওনেল মেসিও। উলটে রেফারির সঙ্গে তর্কে জড়ালেন।

ব্রাজিলের জার্সি গায়ে চাপালেই যেন অচেনা মনে হয় ভিনিসিয়াস জুনিয়রকে। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে শেষ ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেছেন। যার মধ্যে দুইটি গোল রীতিমতো চোখধাঁধানো। সেই ভিনিই এদিন ৬৩ মিনিটে দৃষ্টিকটূভাবে পেনাল্টি নষ্ট করেন। এমনকি ফিরতি বলে সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি। ব্রাজিলকে অবশ্য তার অনেক আগে প্রথমার্ধেই এগিয়ে দিয়েছিলেন রাফিনহা। ৪৩ মিনিটে দুরন্ত ফ্রি কিকে লক্ষ্যভেদ করেন ব্রাজিলের নতুন নম্বর টেন। যদিও সেই ব্যবধান স্থায়ী হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই সমতা ফেরায় ভেনেজুয়েলা। এদিকে, সংযুক্তি সময় মিলিয়ে ম্যাচের শেষ দশ মিনিট দশজনের বিরুদ্ধে খেলেও কোনও ফারাক গড়তে পারেনি ডোরিভাল জুনিয়ারের দল।

আর্জেন্টিনাও এগিয়ে গিয়েছিল শুরুতে। ১১ মিনিটে লিওনেল স্কালোনির দলকে এগিয়ে দেন লওটারো মার্টিনেজ। ৮ মিনিট পর বাইসাইকেল কিকে গোল করে প্যারাগুয়েকে সমতায় ফেরান আন্তোনিও সানাব্রিয়া। ৪৭ মিনিটে ওমর আলদেরেতের গোলে এগিয়ে যায় তারা। সেখানে পুরো সময় মাঠে থেকেও নজর কাড়তে ব্যর্থ মেসি। উলটে প্রথমার্ধের শেষে রেফারির সঙ্গে তর্কে জড়ান। ম্যাচের ৩৩ মিনিটে হলুদ কার্ড দেখেছিলেন জয়সূচক গোলটি করা ওমর। তিনিই আরও একবার ফাউল করেন লিওকে। আর্জেন্টাইন ফুটবলাররা জোরাল দাবি জানান তাঁকে দ্বিতীয় কার্ড দেখানোর। সেই নিয়ে মাঠেই রেফারির প্রতি ক্ষোভ উগরে দেন মেসি। সাংবাদিক সম্মেলনেও রেফারিকে কাঠগড়ায় তোলেন কোচ স্কালোনি। বলেছেন, ‘এখন সবই অর্থহীন। অজুহাত মনে হবে। মাঠে কী হয়েছে সবাই দেখেছি।’

এদিকে, এদিন হারলেও গ্রুপে শীর্ষেই থাকল আর্জেন্টিনা। পয়েন্ট নষ্ট করে ব্রাজিল তিন নম্বরে নামলেও তাদের যোগ্যতা অর্জন নিয়ে এখনও কোনও সংশয় নেই।

দুর্বল প্যারাগুয়ের কাছে হার হজম হচ্ছে না লিওনেল মেসির। আসুনসিওনে।

পেনাল্টি নষ্ট করে হতাশ ব্রাজিলের ভিনিসিয়াস জুনিয়ার। মাতুরিনে।

কোয়ার্টার ফাইনালে ইতালি, ফ্রান্সও

কঠিন চ্যালেঞ্জ জিতল ইংল্যান্ড

এথেন্স, ব্রাসেলস ও প্যারিস, ১৫ নভেম্বর : কঠিন চ্যালেঞ্জ সহজেই সামলে নিল লি কার্সলের ইংল্যান্ড। নেশনস লিগে ফিরতি লেগের ম্যাচে গ্রিসের বিরুদ্ধে ৩-০ গোলে সহজ জয় থ্রি লায়ন্সের। অন্যদিকে বেলজিয়ামকে হারিয়ে নেশনস লিগে কোয়ার্টার ফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করে নিল ইতালি। সেই সৌজন্যে শেষ আটের টিকিট পেল ফ্রান্সও।

মাসখানেক আগে লন্ডনে ইংল্যান্ডকে হারিয়েছিল গ্রিস। এবার ফিরতি লেগের আগে স্কোয়াড থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেন ইংল্যান্ডের আট ফুটবলার। স্বাভাবিকভাবেই এথেন্সের অলিম্পিক স্টেডিয়ামে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছিল হ্যারি কেনদের সামনে। যদিও গ্রিকদের চ্যালেঞ্জ সামলাতে খুব একটা বেগ পেতে হল না কার্সলের দলকে। ৭ মিনিটের মধ্যেই নোনি মাদুয়েকের বাড়ানো বল ধরে ১-০ করেন ওলি ওয়াটকিন্স। ৭৭ মিনিটে জুডে বেলিংহামের জোরালো শট পোস্টে লেগে ফিরছিল, সেই বলই গ্রিসের গোলরক্ষকের পায়ে লেগে জালে জড়িয়ে যায়। মিনিট ছয়েকের ব্যবধানে তৃতীয় গোলটি করেন কার্টিস জোনস। ম্যাচ শেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কার্সলে বলেন, ‘আমরা সঠিক পথেই আছি।’

এদিকে, নেশনস লিগে টিকে থাকতে হলে জয় ছাড়া পথ ছিল না বেলজিয়ামের। এমন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে কেভিন ডি ব্রুয়েন, থিবো কুর্তোয়াদের পাওয়া যায়নি। ম্যাচের রং বদলাতে ব্যর্থ রোমেলু লুকাকুও। ইতালি ম্যাচ জিতল ১-০ গোলে। ১১ মিনিটে বেলজিয়ামের রক্ষণ ও গোলরক্ষককে ফাঁকি দিয়ে ফাঁকা গোলে বল পাঠান সান্দ্রো তোনালি। তবে দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় সন্তুষ্ট নন ইতালির কোচ লুসিয়ানো স্প্যালেত্তি। বলেছেন, ‘দ্বিতীয়ার্ধে আমরা বলের দখল রাখতে পারিনি। অনেক ভুল করেছি।’

ইতালির এই জয়ের সৌজন্যেই শেষ আটে পৌঁছে গেল ফরাসিরা। ইজরায়েলের বিরুদ্ধে তাদের ড্র অপ্রত্যাশিত তো বটেই। যদিও ফল দেখে ম্যাচের ছবিটা বোঝা সম্ভব নয়। এদিন মাঠে যথেষ্ট দাপট ছিল দিদিয়ের দেশঁর দলের। তবুও পয়েন্ট নষ্ট করে হতাশ ফরাসি ব্রিগেড। নিজেদের খেলায় অসন্তুষ্টও। দেশঁ অবশ্য ড্রয়ের কারণ হিসাবে ইজরায়েলের অতি রক্ষণাত্মক খেলাকেই সামনে এনেছেন। বলেছেন, ‘একটা আল্ট্রা ডিফেন্সিভ দলের বিরুদ্ধে যতটা সম্ভব, আমরা ততটাই চেষ্টা করেছি।’

খেলা শুরুর ৭ মিনিটের মধ্যে ইংল্যান্ডকে এগিয়ে দেওয়ার পর উল্লাস ওলি ওয়াটকিন্সের।

১৯ বছর পর রিংয়ে ফিরছেন ৫৮ বছরের প্রাক্তন হেভিওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়ন মাইক টাইসন। প্রতিদ্বন্দ্বী জেক পলের সঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনের মাঝে এক সাংবাদিক টাইসনকে প্রশ্ন করেন, তিনি হেরে গেলে কী হবে? প্রশ্ন শুনে তাঁর দিকে কড়া চোখে তাকান টাইসন। এরপরই পলের গালে চড় মেরে তাঁর উত্তর, ‘কথা শেষ।’

কলকাতা ম্যারাথনের দূত ক্যাম্পবেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : কলকাতা ম্যারাথনের বাণিজ্যিক দূত হয়ে শহরে আসছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ফুটবলার সল ক্যাম্পবেল। কলিন জ্যাকসন, হার্নান ক্রেসপোর মতো অ্যাথলিটরা সাম্প্রতিক অতীতে কলকাতা ম্যারাথনে দূত হয়ে এসেছেন। এবার টাটা গোষ্ঠী আয়োজিত এই ম্যারাথন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। স্বাভাবিকভাবেই এবার জাঁকজমকও একটু বেশি।

১৫ ডিসেম্বর হবে কলকাতা ম্যারাথনের নবম সংস্করণ। সেদিন উপস্থিত থাকবেন ইংল্যান্ডের হয়ে ৭৩টি ম্যাচ খেলা এই ডিফেন্ডার। ‘সিটি অফ জয়’-এ পা রাখার আগে উচ্ছ্বসিত ক্যাম্পবেল। বলেছেন, ‘ভারতে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তার কথা জানি। সেখানকার ক্রীড়াপ্রেমের কথাও অজানা নয়। কলকাতায় পা রাখার অপেক্ষায় আছি আমি।’

ওয়ান্ডারার্সে ওয়ান্ডার শো

ভারত: ২৮৩/১
দক্ষিণ আফ্রিকা : ১৪৮
(১৮.২ ওভার)

তিলক-সঞ্জুর শতরান সিরিজ ভারতের

জোহানেসবার্গ, ১৫ নভেম্বর : সিরিজের নির্ণায়ক দ্বৈরথ।

চলতি বছরে ভারতের শেষ টি২০ ম্যাচও। শেষের মঞ্চটাকে স্বপ্নের মতো সাজালেন সঞ্জু স্যামসন, তিলক ভার্মা। ওয়ান্ডারার্সের বাইশ গজে দুইজনের 'ব্যাটিং বিস্ময়' মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখল গোটা স্টেডিয়ামকে।

অসহায় দর্শক প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকাও। ২০ ওভারে ২৮৩! ইনিংসে ২৩টি ছক্কা, ১৭টি চার! ৮৫ বলে তিলক-সঞ্জুর জুটিতে ২১০! জোড়া সেঞ্চুরি। দুই ভারতীয়র ব্যাটিং তাণ্ডবে ভেঙে খানখান একঝাঁক রেকর্ড। ব্যাটিং-সুনামিতে ভেসে যাওয়া প্রতিপক্ষের যাবতীয় প্রতিরোধ।

সঞ্জু-তিলকের যে রাজকিয় ব্যাটিংকে কুর্নিশ জানাতে বাধ্য হলেন হেনরিচ ক্লাসেন, কেশব মহারাজরাও। ভারতীয় ইনিংস শেষে সাজঘরে ফেরা সঞ্জু, তিলকদের পিঠ চাপড়ে দিলেন। ম্যাচের ভবিতব্য আসলে ওখানেই ঠিক হয়ে যায়। বাকি সময়ে শুধু অপেক্ষা ভারতের সিরিজ জয়ের মাহেন্দ্রক্ষণের।

টার্গেট ২৮৪। ওভার পিছু ১৪.২ রান দরকার। যদিও লড়াইয়ের আগেই বেলাইন দক্ষিণ আফ্রিকা। অঘটনের ক্ষীণ সম্ভাবনায় প্রথম স্পেলেই (৩-০-২০-৩) তালাচাবি মেরে দেন অর্শদীপ সিং। তিন ওভারেই দক্ষিণ আফ্রিকা ১০/৪! অর্শদীপ-মিসাইলে ডাগআউটে রেজা হেনড্রিক্স (০), আইডেন মার্করাম (৮), ক্লাসেন (০)। রায়ান রিকেলটনকে (১) হার্দিক পান্ডিয়ার ঝোলায়। ট্রিস্টান স্টাবস (৪৩), ডেভিড মিলার (৩৬), মার্কো জানসেনরা (অপরাজিত ২৯) সমর্থকদের কিছুটা আনন্দ দিলেও দেড়শো পেরোতে ব্যর্থ দক্ষিণ আফ্রিকা (১৪৮)। ১৩৫ রানের বিশাল জয়ে ৩-১ ব্যবধানে সিরিজ দখল ভারতের।

আসলে সঞ্জু-তিলকের অবিশ্বাস্য যুগলবন্দি, জোড়া সেঞ্চুরি ব্যবধান গড়ে দেয়। প্রথম ওভারে জীবন পাওয়া অভিষেক শর্মাও (১৮ বলে ৩৬) ৭৩ রানের ওপেনিং জুটি গড়েন সঞ্জুর সঙ্গে। টেম্পোটা আরও বাড়িয়ে স্বপ্নের ব্যাটিং সঞ্জু-তিলকদের।

সেঞ্চুরিয়ানে যেখানে থেমেছিলেন তিলক, আজ শুরু সেখান থেকেই। গোটা ইনিংসজুড়ে দৃষ্টিনন্দন শটের ফুলঝুরি। সোজা ব্যাটে অনায়াসে বল উড়িয়ে দিচ্ছিলেন। কখনও বা আড়া ব্যাটে রিভার্স সুইপে মার্করামকে মারা ছক্কা। বিশেষণ কম পড়ে যাচ্ছিল।

সঞ্জুর ইনিংসে একেবারে ডারবান-ম্যাচের পুনরাবৃত্তি। 'ভি'-এর মধ্যে প্রোটিয়া বোলারদের নিয়ে ছেলেখেলা। জোড়া ব্যাটিং তাণ্ডবের কোনও উত্তর ছিল না কোয়েৎজে (৪৩/০), মহারাজদের (৪২/০) কাছে। সাতজন বোলারের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণতম জানসেন-ওভার পিছু ১০.২!

১১.৪ ওভারে ১৫০ পার! ১৪.১ ওভারে ২০০। লাফিয়ে লাফিয়ে স্কোর বাড়ছিল। স্টাবসের এক ওভারে ২১। মার্করামের-আন্দিলে সেমিলানের হালও তথৈবচ। বল কোথায় ফেলবেন, খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

চাপের মুখে ফিল্ডিংয়েও একঝাঁক ভুলভ্রান্তি, গোটা পাঁচেক সুযোগ হাতছাড়া। 'নার্ভাস নাইন্টিসে' তিলক, সঞ্জুর ক্যাচ পড়ল। পোয়েটিক জাস্টিস। তিলক-সঞ্জুদের দুরন্ত ব্যাটিংয়ের শুভ সমাপন।

আঠারো নম্বর ওভারে কোয়েৎজকে অফের দিকে ঠেলে সেঞ্চুরি দৌড় সঞ্জুর। সিরিজে দ্বিতীয়, গত পাঁচ ম্যাচে তিন নম্বর তিন অঙ্কের স্কোরের পরও সংযত উচ্ছ্বাস। যদিও সতীর্থের সাফল্যে তখনও ডাগআউটে সঞ্জুকে নকল করে সূর্যের বাইসেপ সেলিব্রেশন।

পরের ওভার তিলকের। শতরানে পা রেখেই আকাশে লম্বা লাফ। টানা দ্বিতীয় ম্যাচে সেঞ্চুরির বাঁধনহারা উচ্ছ্বাস। সূর্যকে লক্ষ্য করে ফ্লাইং ছুঁড়ে দিলেন। জোড়া দৃশ্যেই একপেশে ম্যাচের স্ক্রিপ্ট তৈরি হয়ে যায়। মাটির চেয়ে আকাশেই বল বেশি থাকল। মাঠের বাইরে দর্শকদের মধ্যে সারাক্ষণ চলল ক্যাচ ধরার মজাদার প্রতিযোগিতা।

প্রথম ম্যাচে সঞ্জুর শতরানে জিতেছিল ভারত। সেঞ্চুরিয়ানে তিলকের শতরান। আজ জোহানেসবার্গে জোড়া শতরান। ৫৬ বলে সঞ্জুর ১০৯। ৯টি ছক্কা, ৬টি চার। তিলক সেখানে ৪৭ বলে ১২০। ১০টি ছক্কা, ৯টি চার। স্ট্রাইক রেট ২৫৫.৩২!

অবিচ্ছিন্ন ২১০ রানের বিস্ফোরক জুটিতে এক ম্যাচের সবাধিক ২৩ ছক্কার ভারতীয় নজির তৈরি। রেকর্ড যেকোনও জুটিতে ভারতের সবাধিক রানেরও। গোটা ইনিংসে স্কোরারদের ব্যস্ত রাখলেন রেকর্ডের পাতা ওলটাতে।

ওয়ান্ডারার্স-ভারত অধ্যায়ে যুক্ত হল আরও একটা সোনালি মুহূর্ত। ৩-১ ব্যবধানে দক্ষিণ আফ্রিকাকে চূর্ণ করে সিরিজ দখল। কিছুটা হলেও প্রলেপ নিউজিল্যান্ডের হাতে টেস্টে হোয়াইটওয়াশের ক্ষতে। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে নামার আগে বিরাট কোহলিদের জন্য মিলল অক্সিজেনও।

আজ সিরিজে প্রথমবার টসে জিতে ব্যাটিং নেন সূর্য। যুক্তি, প্রথমে ব্যাটিংয়ের চ্যালেঞ্জ তার দল দারুণভাবে সামলাচ্ছে। টপ থ্রি ব্যাটিং সুনামিতে সেই আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন। জানসেনের প্রথম ওভার সরিয়ে রাখলে একপেশে ম্যাচে ভারতের পূর্ণ আধিপত্য।

ফলস্বরূপ, ২০২৪ সালে টি২০ ফরম্যাটের রেকর্ড (২৬ ম্যাচে ২৪টি জয়) আরও উজ্জ্বল করে ফেরা।

শতরানের পর সঞ্জু স্যামসন (বাঁয়ে)। ৪১ বলে তিন অঙ্কের রানে পৌঁছে লাফ তিলক ভার্মার। জোহানেসবার্গে শুক্রবার।

ভারতের সর্বাধিক রান (টি২০-তে)

স্কোর	প্রতিপক্ষ	স্থান	সাল
২৯৭/৬	বাংলাদেশ	হায়দরাবাদ	২০২৪
২৮৩/১	দক্ষিণ আফ্রিকা	জোহানেসবার্গ	২০২৪
২৬০/৫	শ্রীলঙ্কা	ইন্দোর	২০১৭
২৪৪/৪	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	লডারহিল	২০১৬
২৪০/৩	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	ওয়াংখেড়ে	২০১৯

সর্বনিম্ন ওভারে ২০০ (টি২০-তে)

ওভার	দল	প্রতিপক্ষ	স্থান	সাল
১৩.৫	দক্ষিণ আফ্রিকা	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	হায়দরাবাদ	২০২৩
১৩.৬	ভারত	বাংলাদেশ	হায়দরাবাদ	২০২৪
১৩.১	ভারত	দক্ষিণ আফ্রিকা	জোহানেসবার্গ	২০২৪

নজরে পরিসংখ্যান

- প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে এক বছরে তিনটি টি২০ আন্তর্জাতিক শতরান করলেন সঞ্জু স্যামসন।
- সঞ্জু-তিলক ভার্মার এদিনের ২১০ রানের জুটি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে যে কোনও উইকেটে ভারতের সবাধিক।
- টি২০ আন্তর্জাতিকে প্রথমবার পূর্ণ সদস্যের ম্যাচে প্রথমবার কোনও দলের দুই ব্যাটার শতরান করলেন।
- ভারত এদিন ২৩টি ছক্কা মেরেছে। যা টি২০ আন্তর্জাতিকে ভারতের সবাধিক।
- ভারতের এদিনের ২৮৩/১ স্কোর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে যে কোনও দলের সবাধিক রান।

চেনা কোচ, কঠিন ম্যাচ : মানোলো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : কোন দেশের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফুটবল দল সবথেকে বেশি ম্যাচ খেলেছে?

উত্তরটা সম্ভবত বহু ফুটবল-পাগল সমর্থকও এক লহমায় বলতে পারবেন না। কারণ বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ বা পাকিস্তানের মতো সাফ ফুটবলের অন্তর্গত দেশ নয়। উত্তরটা হল মালয়েশিয়া। গত বছরে হওয়া মারডেকা কাপ পর্যন্ত ৩২ বার দেখা হয়েছে এই দুই দেশের মধ্যে। যার শুরু ১৯৫৭ সালে পিকে বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুইটি ও তুলসীদাস বলরামের করা গোলে জয় দিয়ে। তবে মজার কথা হল হেড টু হেডে এখনও পর্যন্ত দুই দলই সমান জায়গায় দাঁড়িয়ে। ১২টা করে ম্যাচ জিতেছে ভারত ও মালয়েশিয়া। ফলে ১৮ নভেম্বর গাচ্চিবাউলির জিএমসি বালাযোগী স্টেডিয়ামে যে দল জিতবে রেকর্ডের ভিত্তিতে তারাই এগিয়ে যাবে। আপাতত ফিফা ক্রমতালিকায় ভারত (১২৫) সামান্য এগিয়ে মালয়েশিয়ার (১৩৩) থেকে। মজার কথা হল, এই মুহূর্তে ভারতের কোচ মানোলো মার্কুয়েজের মতো প্রতিপক্ষ কোচও স্প্যানিশ। আর তিনি এতটাই পরিচিত যে মানোলো দিব্যি তাঁর সম্পর্কে বলে

হেড টু হেডে সমান

যেতে পারেন গড়গড়িয়ে। মালয়েশিয়া কোচ পাও মার্তির সম্পর্কে মানোলো বলেছেন, 'পাও আমারই শহরের মানে বার্সেলোনার মানুষ। আর আমার মতোই কাতালান। ও বার্সেলোনা 'বি' দলের সহকারী কোচ হিসাবে কাজ করেছে। এছাড়া হংকংয়ে কাজ করার পাশাপাশি দক্ষিণ কোরিয়ান কোচ কিম পান-গংয়ের সহকারী হিসাবে মালয়েশিয়া জাতীয় দলে কাজ করেছে। ও ভালো কোচ। ওদের অধীনে মালয়েশিয়া ভালো খেলছে। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের পক্ষে ম্যাচটা কঠিন হবে।' মানোলোর মতো মার্তিও ফিফা বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের তৃতীয় রাউন্ডে উঠতে না পারার পরই দায়িত্ব পেয়েছেন।

তবে ভারতের কাছে এই প্রীতি ম্যাচের থেকেও যে মার্চের এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সেটা বারবারই মনে করাচ্ছেন মানোলো। শনিবার হায়দরাবাদে আসছে মালয়েশিয়া দল। দুই দিন এদেশে ট্রেনিং করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার মধ্যে এখানকার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা থাকছে।

কলকাতার উন্মাদনায় মুগ্ধ জেমি

সেনাবাহিনী ভেঙে দিল বাগানের মার্চেন্ডাইস কাউন্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : কাতারে ফিফা বিশ্বকাপে লিওনেল মেসিদের বিরুদ্ধে খেলে আসার স্মৃতি টাটকা। এহেন তারকা কলকাতা ডার্বিতে দর্শক-সমর্থকদের উন্মাদনায় মুগ্ধ।

মরশুমের শুরুরদিকে তাঁর অসুস্থতা নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল। সমর্থকদের মধ্যে খানিক ধন্দও তৈরি হয়। কিন্তু সেই তিনিই মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে গোল করে এখন তাঁদের নয়নের মণি। এমনকি সবুজ-মেরুন সমর্থকদের কাছে জেমি ম্যাকলারেন এখন 'গোলমেশিন।' আর এদেশে এসে, তাঁর ক্লাবের সমর্থকদের ফুটবলের প্রতি ভালোবাসা এবং উন্মাদনা দেখে রোমাঞ্চিত এই অজি তারকাও। যা তিনি স্বীকারও করে ফেলেছেন, 'কলকাতা ডার্বি ভারতের সেরা ফুটবল ম্যাচ। শুধু তাই নয়, এশিয়ার অন্যতম সেরা। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টে সই করার আগেই এই ম্যাচটা সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল। তাই ডার্বি খেলতে নেমে অসাধারণ অনুভূতি তৈরি হয়। আর গোল করতে পেরে আরও বেশি ভালো লেগেছে। এখন থেকেই পরবর্তী ডার্বির অপেক্ষায় আছি।' তাই আমাদেরও ঘরের মাঠে খেলতে নামার মতো সুখকর অনুভূতি আর কিছু নেই। ডার্বি ছাড়াও সব ম্যাচেই তাই আমাদের কাছে ভালো ফুটবল ও জয় প্রাধান্য পায়। প্রতি ম্যাচে গড়ে ৩০ হাজার দর্শক থাকেন গ্যালারিতে।' তিনি বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে খেলা ম্যাচটার দর্শকদের সঙ্গে স্থানীয়দের তুলনা করে বলেছেন, 'এখানে এসে দেখেছি লোকজন রাস্তাঘাটে ডার্বি ম্যাচ নিয়ে আলোচনা করে। মোহনবাগান সমর্থকরা অবিশ্বাস্য। আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপে যে পরিবেশ দেখেছি, একমাত্র তার সঙ্গেই তুলনীয়।' আর এই সমর্থকদের টানে তাঁর কলকাতায় খেলা বলে জানান।

তবে ফিরে আসার পর নিজেদের মাঠে মোহনবাগান অনুশীলন করতে পারবে কিনা তা নিয়ে এদিনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে। গত বুধবার থেকে মোহনবাগান ক্লাবের অন্দরে মাঠে যাওয়ার প্রবেশপথের ধারে একটি কাউন্টার করে নিজেদের মার্চেন্ডাইস তৈরি করে বিক্রি শুরু হয়। কিন্তু এদিন সেনাবাহিনীর লোক গিয়ে সেই কাউন্টার সহ মাঠের ধারে লাগানো ফুটবল দলের যাবতীয় স্পনসরদের বিলবোর্ড ভেঙে দেয় বলে খবর। এছাড়া মাঠে যেসব কর্মীরা কাজ করছিলেন তাঁদের কাজও বন্ধ করিয়ে দেওয়া হয়। তবে এই নিয়ে সরকারিভাবে ক্লাব সচিব দেবাশিস দত্ত কিছু বলতে রাজি হননি।

ভেঙে ফেলা হয়েছে মোহনবাগান ক্লাবের মার্চেন্ডাইস কাউন্টার। শুক্রবার।

সিরিজ ইংল্যান্ডের

গ্রস আইলেট, ১৫ নভেম্বর : ২ ম্যাচ বাকি থাকতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ জিতে নিল ইংল্যান্ড। বৃহস্পতিবার ৩ উইকেটে জয় তাদের সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেয়। প্রথমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৮ উইকেটে ১৪৫ রান করে। রোভমান পাওয়েল সবাধিক ৫৪ রান করেন। জবাবে ইংল্যান্ড ১৯.২ ওভারে ৭ উইকেটে ১৪৯ রান তুলে নেয়।

১৩ গোল ভারতের মেয়েদের

রাজগির, ১৫ নভেম্বর : হকি এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের মেয়েদের দৌড় অব্যাহত। এবার থাইল্যান্ডকে ১৩-০ গোলে হারাল টিম ইন্ডিয়া। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে মালয়েশিয়াকে ৫ গোলে হারিয়েছিল ভারতের মেয়েরা। এরপর শক্তিশালী দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে জয় আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। এবার দুর্বল থাইল্যান্ডের ওপর কার্যত বুলডোজার চালালেন তাঁরা। এদিন ভারতের হয়ে একাই ৫ গোল করেন দীপিকা। এছাড়াও জোড়া গোল প্রীতি দুবে, লালরেমসিয়ামি ও মনীষা চৌহানের। স্কোরশিটে নাম তোলেন বিউটি ডুং ও নভনীত কাউর। এই জয়ের সঙ্গে সঙ্গে টুর্নামেন্টে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলেছে ভারত।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **সোমনাথ গোস্বামী ঃ** শুভ জন্মদিন প্রিয়। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো আর সবাইকে নিয়ে এইভাবে আনন্দে এগিয়ে যাও; বাবা লোকনাথের কাছে প্রার্থনা করি। **তোমার অর্ধাঙ্গিনী (শিলা), কন্যা (মন্টি ও সুইটি), জামাই (অমিত ও চিরন্তন), আদরের রাজাবাবু (ডুগু)। অম্বিকা নগর লোকনাথ মন্দির।**

র‍্যাপিড রাউন্ডে চ্যাম্পিয়ন কার্লসেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : তখন সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছয়টা। সদ্য শেষ হওয়া টাটা স্টিল চেস প্রতিযোগিতার র‍্যাপিড রাউন্ডে ৭.৫ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন নরওয়ের ম্যাগনাস কার্লসেন। ঝড়ের গতিতে ম্যাগনাস সাংবাদিকদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করলেন। চ্যাম্পিয়নরা একটা প্রতিযোগিতা জেতার পরে থেমে থাকতে চান না। সেই মনোভাব দেখা গেল ম্যাগনাসের চোখেমুখে। শেষ দিনের খেলায় মোটেও সন্তুষ্ট নন তিনি, সেটা জানিয়েও দিলেন। ম্যাগনাস বলেছেন, 'বৃহস্পতিবার দুর্দান্ত পারফরমেন্স করেছিলাম। কিন্তু এদিন সেই ছন্দ ধরে রাখতে পারিনি। শেষ ম্যাচটা নাদিরবেকের কাছে হারতেও

ম্যাগনাস কার্লসেন

পারতাম।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'র‍্যাপিড রাউন্ডে প্রথম ও শেষ ম্যাচটা কঠিন ছিল আমার কাছে। তবে সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেছি অর্জুন এরিগাইসির বিরুদ্ধে ম্যাচে। ও খুব ভয়ংকর খেলোয়াড়। সবসময় আক্রমণাত্মক মেজাজে খেলে।'

ক্ল্যাসিকাল দাবায় আর ফিরতে চান না ম্যাগনাস। এত দীর্ঘমেয়াদি ফরম্যাটে খেলতে বিরক্ত হন তিনি। সামনেই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচ। চিনের ডিং লিরেনের মুখোমুখি হবেন ডোম্মারাজু গুকেশ। ম্যাগনাস বলেছেন, 'গুকেশ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে এগিয়ে। কারণ লিরেনের সাম্প্রতিক ফর্ম ভালো নয়।'

কয়েকদিন আগে রাশিয়ান দাবাড়ু গ্যারি কাসপারভ কিন্তু লিরেন ও গুকেশের মধ্যে ম্যাচটাকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচ বলে মানতে চাননি। তবে ম্যাগনাস অবশ্য কাসপারভের সঙ্গে সহমত পোষণ করেননি। শুক্রবার র‍্যাপিড রাউন্ডে রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ ৫.৫ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকেন। মহিলাদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন আলেকজান্ডার গোরাকচিয়া।

চোটের ভয়ে গুটিয়ে যেও না, পরামর্শ লালকমলের

ইউনাইটেড সঙ্গী হল এবিপিসি জলপাইগুড়ি অ্যাকাডেমির

শুভময় সান্যাল

১৫ নভেম্বর : বছর ৪-৫ ধরে নতুন ফুটবলার তুলে আনার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবিপিসি জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি। এবার তাদের পথ চলায় সঙ্গী হল কলকাতার ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাবও। শুক্রবার জলপাইগুড়ির এবিপিসি মাঠে ইউনাইটেডের ডিরেক্টর নবাব ভট্টাচার্য, ইউনাইটেডের

> খেলতে গিয়ে চোট পাওয়ার ভয় পেলে চলবে না। এসিএল, মিনিস্কার ও কার্টিলেজের মতো চোটেও রিহ্যাব করে ছয় মাসের মধ্যে মাঠে ফেরা যায়। অসীম বিশ্বাস ছয়বার হাঁটুর অস্ত্রোপচারের পরও মাঠে ফিরেছিল। শংকর ওরাওঁ পাঁচবার চোটের ধাক্কা সামলে আই লিগ খেলেছে। সব ভুলে খেলোয়াড়দের বলব প্রতিদিন মন দিয়ে অনুশীলন চালিয়ে যেতে।
>
> **লালকমল ভৌমিক**

'বি' দল বলে পরিচিত পাঠচক্রের কোচ প্রাক্তন ফুটবলার লালকমল ভৌমিকের উপস্থিতিতে সেই কথা ঘোষণা করা হল।

এবিপিসি মাঠে ইউনাইটেডের অনূর্ধ্ব-১৭ দলের সঙ্গে এদিন প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে অ্যাকাডেমির একই বয়সের ছেলেরা। ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হয়। এরপরই লালকমল তরুণ ফুটবলারদের উদ্দেশে বলেছেন, 'খেলতে গিয়ে চোট পাওয়ার ভয় পেলে চলবে না। এসিএল, মিনিস্কার ও কার্টিলেজের মতো চোটেও রিহ্যাব করে ছয় মাসের মধ্যে মাঠে ফেরা যায়। অসীম বিশ্বাস ছয়বার হাঁটুর অস্ত্রোপচারের পরও মাঠে ফিরেছিল। শংকর ওরাওঁ পাঁচবার চোটের ধাক্কা সামলে আই লিগ খেলেছে। সব ভুলে খেলোয়াড়দের বলব প্রতিদিন মন দিয়ে অনুশীলন চালিয়ে যেতে।

জলপাইগুড়ি এবিপিসি মাঠে সংবর্ধনা দেওয়া হল লালকমল ভৌমিককে।

তাঁর মন্তব্য, 'মাঠটা খুব ভালো। কর্মকাতারাও উদ্যমী। ইউনাইটেড থেকেও আগামীদিনে টেকনিকাল সাপোর্ট দেওয়া হবে। কয়েকটা ছেলে বেশ প্রতিভাবান। আগামীদিনে এদের অনেককেই ইউনাইটেডে দেখা যেতে পারে।'

এদিনই সুমিত দাস, শুভঙ্কর রায়, শিবু হাঁসদা, বুবাই রায় ও পল্লব রায়কে ইউনাইটেডের অ্যাকাডেমিতে যোগ দেওয়ার জন্য এদিনই আক্ষরিক সংস্থার তরফে ছেলেমেয়েদের উৎসাহ বাড়াতে ১০০টি জার্সি ও ৫০টি ফুটবল তুলে দেওয়া হয়েছে। সৌমিক বলেছেন, 'এখানকার ছেলেদের ইউনাইটেড স্পোর্টসের হয়ে জুনিয়ার ইয়ুথ লিগ, কলকাতা লিগে খেলানোই এই প্রোজেক্টের উদ্দেশ্য। অসীম তো আছেনই, ইউনাইটেড থেকেও সপ্তাহে একদিন একজন কোচ প্রশিক্ষণ দিতে আসবেন।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
কোচবিহার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার - এর একজন বাসিন্দা নন্দন দত্ত - কে 08.08.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 70D 33652 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভের মাধ্যমে আমার কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন পুরন হল। ডিয়ার লটারির টিকিট থেকে এত বিশাল পরিমাণ পুরস্কারের অর্থ জিততে পারব বলে কল্পনা করিনি। এমন একটি সুন্দর সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।